কমিউনিটি অপারেশনস্ ম্যানুয়াল (কম)

দ্বিতীয় খন্ড

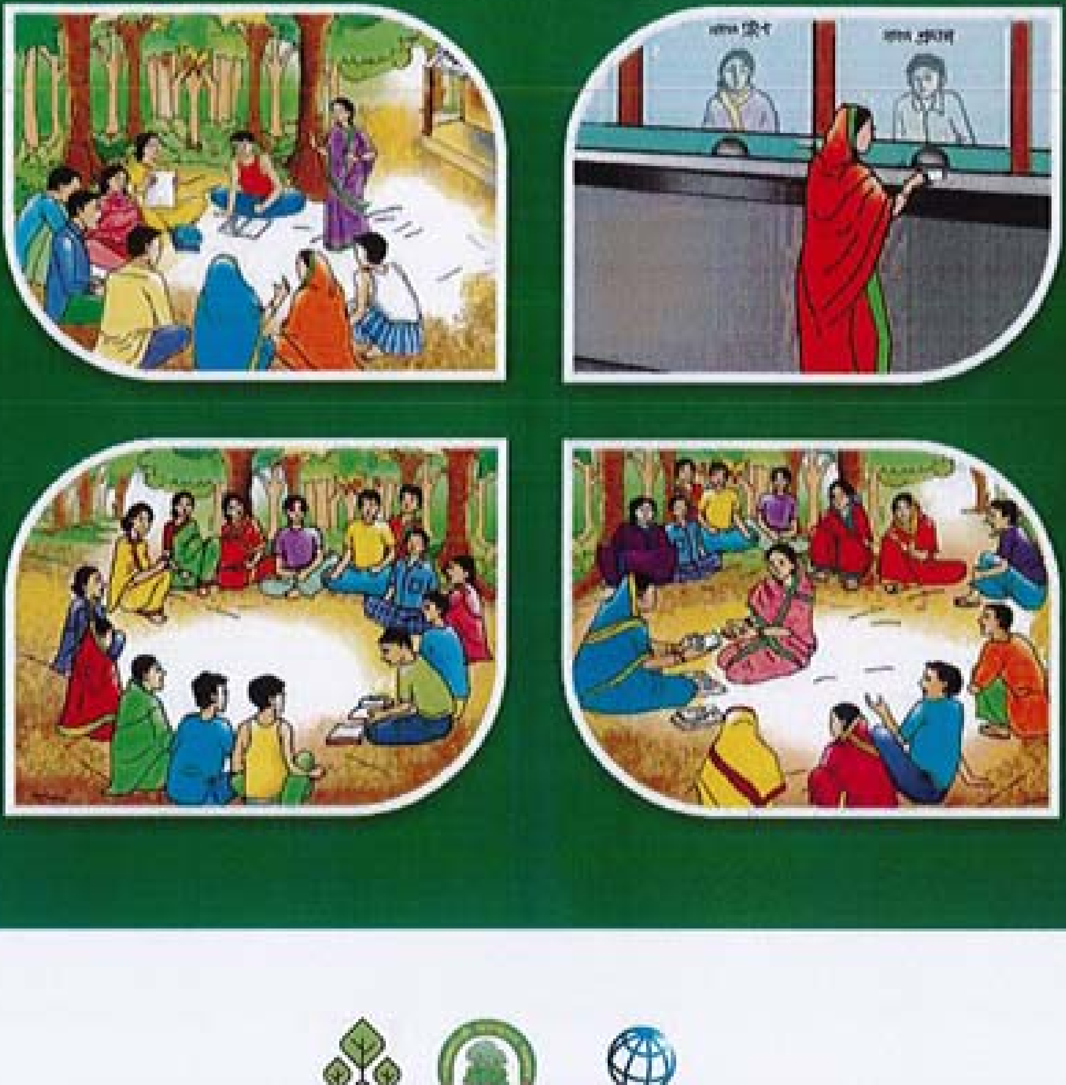

বন অধিদপ্তর, বাংলাদেশ

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়।

কমিউনিটি অপারেশনস ম্যানুয়াল (কম)

দ্বিতীয় খন্ড

বন নির্ভর জনগোষ্ঠীর জীবিকা ও কল্যাণ

টেকসই বন ও জীবিকা (সুফল) প্রকল্প

বন অধিদপ্তর, বাংলাদেশ

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়

২০২১

Office of the Project Director * SUFAL Project, Ban Bhaban, Agargaon
Dhaka-1207

শব্দ সংক্ষেপ

ADP	: বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি
APP	: বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা
AIGA	: বিকল্প আয়বর্ধক কার্যক্রম
APD	: সহকারী প্রকল্প পরিচালক
ANR	: প্রাকৃতিক পুনর্জন্ম সহায়তাপ্রাপ্ত
ACF	: সহকারী বন সংরক্ষক
BFD	: বাংলাদেশ বন অধিদপ্তর
BO	: বিট কর্মকর্তা
BFRI	: বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট
CCF	: প্রধান বন সংরক্ষক
CFMC	: সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনা কমিটি
CFMCC	: সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটি
CMC	: সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি
DFO	: বিভাগীয় বন কর্মকর্তা
DPD	: উপ-প্রকল্প পরিচালক
ESMF	: পরিবেশগত ও সামাজিক উন্নয়ন কাঠামো
FAC	: অর্থ ও হিসাব কমিটি
FDC	: বন নির্ভর জনগোষ্ঠী
FPCC	: বন নিরাপত্তা ও সংরক্ষণ কমিটি
FCV	: বন সংরক্ষণ গ্রাম
IPAC	: সমন্বিত রক্ষিত এলাকা সহ-ব্যবস্থাপনা
MoEFCC	: পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
NGO	: বেসরকারি সংস্থা
NTFP	: অকাষ্ঠল বনজদ্রব্য
PA	: রক্ষিত এলাকা
PMU	: প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট
PD	: প্রকল্প পরিচালক
PSC	: প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটি
PIC	: প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি
PC	: ক্রয় কমিটি
RO	: রেঞ্জ কর্মকর্তা
SAC	: সামাজিক নিরীক্ষা কমিটি
SECDF	: ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী উন্নয়ন কাঠামো
SFNTC	: সামাজিক বনায়ন নার্সারি ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
SKWC	: শেখ কামাল বন্যপ্রাণী কেন্দ্র
SSP	: স্থান ভিত্তিক পরিকল্পনা
SUFAL	: টেকসই বন ও জীবিকা (সুফল) প্রকল্প
TOF	: বন বহির্ভূত বৃক্ষরাজি
UP	: ইউনিয়ন পরিষদ
UNO	: উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা
VCSC	: গ্রামীণ ঋণ ও সঞ্চয় কমিটি
RIMS	: সম্পদের তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি
WB	: বিশ্ব ব্যাংক
WCCU	: বন্যপ্রাণী অপরাধ দমন ইউনিট

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায় : বন নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীর জীবিকা ও কল্যাণ ...... পৃ: ১

১.১ জীবিকা উন্নয়ন কাঠামো এবং কল্যাণ ...... পৃ: ২
১.২ বন নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীর উপলব্ধি ...... পৃ: ২
১.৩ জীববৈচিত্র্যের নিরাপত্তা ও সংরক্ষণের জন্য প্রকল্পে অংশগ্রহণের সুযোগ ...... পৃ: ৩
১.৪ জীবিকা উন্নয়নের কাঠামো: কৌশল, বিকল্প এবং ফলাফল ...... পৃ: ৩
১.৫ জীবিকা, বন ও প্রতিবেশ পরিষেবার (ইএসএস) উপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ...... পৃ: ৩
১.৬ জলবায়ু সহনশীল জীবিকা ...... পৃ: ৪
১.৭ জীবিকার জন্য বিকল্প আয়বর্ধক কার্যক্রম ...... পৃ: ৫

দ্বিতীয় অধ্যায়: গ্রাম পর্যায়ের সংগঠন ...... পৃ: ৬

২.১ গ্রাম পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানসমূহ ...... পৃ: ৭
২.২ বন সংরক্ষণ গ্রাম (এফসিভি) ...... পৃ: ৯
২.৩ সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনা কমিটি (সিএফএমসি) ...... পৃ: ১০
২.৪ উপ-কমিটিসমূহ ...... পৃ: ১৩
২.৫ সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটি (সিএফএমসিসি) ...... পৃ: ২১
২.৬ রক্ষিত এলাকা সহ-ব্যবস্থাপনা ...... পৃ: ২২

তৃতীয় অধ্যায়: গ্রাম পর্যায়ের সংগঠন তৈরির কার্যপ্রণালী ...... পৃ: ২৭

৩.১ গ্রাম পর্যায়ের সংগঠন প্রতিষ্ঠার ধাপসমূহ ...... পৃ: ২৮
৩.২ কমিটির সদস্যদের মেয়াদ ...... পৃ: ২৯
৩.৩ সামাজিক সুরক্ষার নীতিমালা ...... পৃ: ২৯
৩.৪ অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা ...... পৃ: ২৯

চতুর্থ অধ্যায়: কমিউনিটি দরিদ্র সনাক্তকরণ পদ্ধতিতে সুবিধাভোগী নির্বাচন ...... পৃ: ৩৩

৪.১ কারা বন নির্ভরশীল দরিদ্র পরিবার সনাক্ত করবে? ...... পৃ: ৩৪
৪.২ প্রকল্পের সুবিধাভোগী নির্বাচনের জন্য বৈশিষ্ট্যসমূহ ...... পৃ: ৩৪
৪.৩ সুফল প্রকল্পে গ্রাম নির্বাচনের জন্য বৈশিষ্টসমূহ ...... পৃ: ৩৪
৪.৪ কমিউনিটি দরিদ্র সনাক্তকরণ (সিআইপি) প্রক্রিয়ায় বন নির্ভরশীল সুবিধাভোগী নির্বাচন ...... পৃ: ৩৫
৪.৫ গ্রামে/ মৌজা/ পাড়ায় সিআইপির ধাপসমূহ ...... পৃ: ৩৭
৪.৬ সিআইপি-র জন্য বাজেট ...... পৃ: ৫৫

পঞ্চম অধ্যায় : কমিউনিটি তহবিল ...... পৃ: ৫৮

৫.১ কমিউনিটি তহবিল ব্যবহারের নীতিমালা ...... পৃ: ৫৯
৫.২ কমিউনিটি তহবিলের প্রকারভেদ ...... পৃ: ৫৯
৫.২.১ কমিউনিটি উন্নয়ন তহবিল (সিডিএফ) ...... পৃ: ৫৯
৫.২.২ জীবিকা উন্নয়ন তহবিল (এলডিএফ) ...... পৃ: ৭০

ষষ্ঠ অধ্যায়: অংশগ্রহণমূলক তহবিল মূল্যায়ন ...... পৃ: ১০১

৬.১ তহবিল মূল্যায়ন কি এবং কেন এটি প্রয়োজন? ...... পৃ: ১০২
৬.২ মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার পদক্ষেপসমূহ ...... পৃ: ১০২
৬.৩ মূল্যায়নের জন্য প্রধান নিয়মাবলী ...... পৃ: ১০৬
৬.৪ তহবিল মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণ কমিটির গঠন ও ভূমিকা ...... পৃ: ১০৭
৬.৫ তহবিলের কিস্তির জন্য নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা প্রত্যায়ন ...... পৃ: ১০৮
৬.৬ পরিষেবার মান ...... পৃ: ১০৮

চিত্রের তালিকা

চিত্র- ১	সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনার জন্য গ্রাম পর্যায়ের পরিকল্পিত নকশা	পৃষ্ঠা- ০৮
চিত্র- ২	বন সংরক্ষণ গ্রাম (এফসিভি) এর সভায় উপস্থিত বন নির্ভর জনগোষ্ঠী	পৃষ্ঠা- ১০
চিত্র- ৩	সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনা কমিটির কাঠামো	পৃষ্ঠা- ১১
চিত্র- ৪	সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনা কমিটির (সিএফএমসি) সভা	পৃষ্ঠা- ১৩
চিত্র- ৫	বন বিভাগের সহযোগিতায় বন নিরাপত্তা ও সংরক্ষণ কমিটির সদস্যদের বনে টহল কার্যক্রমে অংশগ্রহণ	পৃষ্ঠা- ১৪
চিত্র- ৬	স্থানীয় জনগণ কর্তৃক বন থেকে জ্বালানী কাঠ সংগ্রহ	পৃষ্ঠা- ১৫
চিত্র- ৭	ভিলেজ ক্রেডিট ও সেভিং কমিটির (ভিসিএসসি) সভা	পৃষ্ঠা- ১৬
চিত্র- ৮	বন সংরক্ষণ গ্রাম দলের সদস্যরা বিকল্প আয়বর্ধক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে	পৃষ্ঠা- ১৭
চিত্র- ৯	সামাজিক নিরীক্ষা কমিটির সভায় প্রকল্পের কর্মসূচি নিরীক্ষার ফলাফল বিশ্লেষণ করা হচ্ছে	পৃষ্ঠা- ১৯
চিত্র- ১০	গ্রামে কমিউনিটি উন্নয়ন কাজের জন্য সংগৃহীত দ্রব্যাদি	পৃষ্ঠা- ২০
চিত্র- ১১	সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটির (সিএফএমসিসি) কাঠামো	পৃষ্ঠা- ২১
চিত্র- ১২	ভিসিএফ নির্বাহী কমিটির রূপরেখা	পৃষ্ঠা- ২৪
চিত্র- ১৩	রক্ষিত এলাকার জন্য গ্রাম পর্যায়ের সংগঠনসমূহের কাঠামো বিন্যাস	পৃষ্ঠা- ২৫
চিত্র- ১৪	কমিউনিটি দরিদ্র সনাক্তকরণ (সিআইপি) পদ্ধতিতে বন নির্ভরশীল পরিবার নির্বাচন	পৃষ্ঠা- ৩৮
চিত্র- ১৫	সিআইপি টিম সম্মিলিতভাবে গ্রাম পরিভ্রমণ করছে	পৃষ্ঠা- ৩৯
চিত্র- ১৬	গ্রাম পর্যায়ে এনজিও প্রশিক্ষক কর্তৃক প্রশিক্ষণে সহায়তা প্রদান	পৃষ্ঠা- ৪০
চিত্র- ১৭	সিআইপি টিমের গ্রাম পরিভ্রমণকালে গ্রামবাসীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করছেন	পৃষ্ঠা- ৪১
চিত্র- ১৮	গ্রামবাসী কর্তৃক গ্রামের সামাজিক মানচিত্র তৈরি করা হচ্ছে	পৃষ্ঠা- ৪২
চিত্র- ১৯	সম্পদের স্তর বিন্যাসের বিষয়ে বন নির্ভরশীল গ্রামবাসীর সাথে সিআইপি দলের মতবিনিময় সভা	পৃষ্ঠা- ৪৬
চিত্র- ২০	কমিউনিটিতে ছোট গ্রুপ আলোচনা সভা	পৃষ্ঠা- ৪৮
চিত্র- ২১	সিআইপি টিম দ্বারা সরেজমিনে তথ্য যাচাই বাছাই	পৃষ্ঠা- ৫০
চিত্র- ২২	নোটিশ বোর্ডে বন নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীর নামের তালিকা প্রদর্শন	পৃষ্ঠা- ৫১
চিত্র- ২৩	সিআইপি টিম গ্রাম পরিদর্শনকালে বন নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীর সাথে মতবিনিময় করছে	পৃষ্ঠা- ৫২
চিত্র- ২৪	রাস্তার সংযোগস্থলে স্থাপিত নোটিশ বোর্ডে তথ্যাদি প্রদর্শন	পৃষ্ঠা- ৫৩
চিত্র- ২৫	কমিউনিটি তহবিলের শ্রেণীবিভাগ	পৃষ্ঠা- ৫৯
চিত্র- ২৬	কমিউনিটি উন্নয়ন তহবিলের অধীনে গ্রামে প্রকল্প বাস্তবায়ন কার্যক্রম পরিবীক্ষণ	পৃষ্ঠা- ৬০
চিত্র- ২৭	সকলের অংশগ্রহণে কমিউনিটি উন্নয়ন তহবিলের কার্যক্রম এগিয়ে চলছে	পৃষ্ঠা- ৬৯
চিত্র- ২৮	বন নির্ভর সম্প্রদায়ের মানুষের জন্য বিকল্প আয়বর্ধক কার্যক্রম	পৃষ্ঠা- ৭০
চিত্র- ২৯	বন নির্ভর ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর বিকল্প আয়বর্ধক কার্যক্রম (হস্তশিল্প ও নার্সারি)	পৃষ্ঠা- ৭১
চিত্র- ৩০	নার্সারি স্থাপন, প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের জন্য এক ধরণের বন ভিত্তিক বিকল্প আয়বর্ধক কার্যক্রম	পৃষ্ঠা- ৭৩
চিত্র- ৩১	জীবিকা উন্নয়ন প্রক্রিয়ার পরিকল্পিত নকশা	পৃষ্ঠা- ৮১
চিত্র- ৩২	মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার বিভিন্ন পদক্ষেপসমূহ নিয়ে যৌথ সভার কার্যক্রম	পৃষ্ঠা- ১০৫
চিত্র- ৩৩	কমিউনিটি মূল্যায়ন প্রক্রিয়া	পৃষ্ঠা- ১০৭

পরিশিষ্টের তালিকা

পরিশিষ্ট- ১	বন নির্ভরশীল পরিবারের জন্য নিবন্ধন রেজিস্টারের ছক	পৃষ্ঠা- ২৬
পরিশিষ্ট- ২	বন নির্ভরশীল জনগোষ্ঠী কর্তৃক সুফল প্রকল্পে অংশগ্রহণের সম্মতি সূচক সিদ্ধান্তের কার্যবিবরণী	পৃষ্ঠা- ৩০
পরিশিষ্ট- ৩	পরিবার ভিত্তিক তথ্য কার্ডের নমুনা	পৃষ্ঠা- ৫৬
পরিশিষ্ট- ৪	খসড়া সিআইপি তালিকার নমুনা	পৃষ্ঠা- ৫৭
পরিশিষ্ট- ৫	পরিবেশগত ও সামাজিক স্ক্রিনিং ফরম	পৃষ্ঠা- ৮৪
পরিশিষ্ট- ৬	কমিউনিটি উন্নয়ন তহবিল (সিডিএফ)/জীবিকা উন্নয়ন তহবিল (এলডিএফ) এর জন্য আবেদন ফরম	পৃষ্ঠা- ৮৮
পরিশিষ্ট- ৭	কমিউনিটি উন্নয়ন তহবিল (সিডিএফ)/জীবিকা উন্নয়ন তহবিল (এলডিএফ) এর জন্য অর্থায়ন চুক্তি	পৃষ্ঠা- ৯২

সংযুক্তির তালিকা

সংযুক্তি- ২.১	বন সংরক্ষণ গ্রামের সভায় অংশগ্রহণকারীদের তালিকার নমুনা ছক	পৃষ্ঠা- ৩২
সংযুক্তি- ৭.১	অর্থায়ন চুক্তি স্বাক্ষর করার জন্য দ্বিতীয় পক্ষ দ্বারা সন্তোষজনকভাবে পূর্বশর্তসমূহ প্রতিপালনের পদক্ষেপের প্রত্যায়নপত্র	পৃষ্ঠা- ৯৪
সংযুক্তি- ৭.২	অর্থায়ন চুক্তির দ্বিতীয় পক্ষের মূল তথ্যাদি	পৃষ্ঠা- ৯৫
সংযুক্তি- ৭.৩	অলঙ্ঘনীয় 'কোর ভ্যালু' (মূল নীতিমালা) এর চেকলিস্ট	পৃষ্ঠা- ৯৬
সংযুক্তি- ৭.৪	অর্থায়ন চুক্তি স্বাক্ষর করার জন্য উভয় পক্ষের সাধারণ বাধ্যবাধকতা এবং অন্যান্য বাধ্যবাধকতা	পৃষ্ঠা- ৯৮
সংযুক্তি- ৭.৫	কমিউনিটি উন্নয়ন তহবিলের খরচ ও অর্থায়নের বিভাজন	পৃষ্ঠা- ৯৯
সংযুক্তি- ৭.৬	জীবিকা উন্নয়ন তহবিলের খরচ ও অর্থায়নের বিভাজন	পৃষ্ঠা- ১০০

প্রথম অধ্যায়

বন নির্ভর জনগোষ্ঠীর জীবিকা ও কল্যাণ

বন নির্ভর জনগোষ্ঠীর জীবিকা ও কল্যাণ

১.১ জীবিকা উন্নয়ন কাঠামো এবং কল্যাণ

দরিদ্র ও বন নির্ভর জনগোষ্ঠীর জীবিকা ও কল্যাণ মূলতঃ তাদের সীমিত সম্পদের ভিত্তি এবং মূলধনের প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল। এগুলো হলঃ প্রাকৃতিক, ভৌত, মানবিক, আর্থিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক সম্পদ। দরিদ্র জনগোষ্ঠী প্রধানতঃ প্রাকৃতিক, মানবিক এবং সামাজিক মূলধনের উপর নির্ভর করে। তাই তাদের মানবিক ও সামাজিক মূলধন বাড়ানো প্রয়োজন যাতে তারা ভৌত ও আর্থিক মূলধনে প্রবেশাধিকার পায় এবং অধিকতর ধন-সম্পদ ও কল্যাণ অর্জনে সক্ষম হয় যেমনঃ খাদ্য, পানি, পয়ঃনিষ্কাশন, স্বাস্থ্য, উন্নত বাসস্থান, শিক্ষা এবং মানসম্পন্ন জীবন ইত্যাদি বস্তুগত মূলধন। এতে সমাজে শান্তি ও সম্প্রীতি বিরাজ করবে এবং প্রকৃতির সাথে মানুষের সুসম্পর্ক তৈরি হবে।

বনের আশেপাশের দরিদ্র বন নির্ভর জনগোষ্ঠীর জন্য স্থিতিশীল ও বিকল্প জীবিকার ব্যবস্থা করা সুফল প্রকল্পের অন্যতম লক্ষ্য। এর মধ্যে গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগি পালন, রিক্সা ভ্যান চালানো, সবজী চাষ, নার্সারি স্থাপন, ঔষধি লতা-গুল্মের চাষ এবং ক্ষুদ্র ব্যবসা উল্লেখযোগ্য। প্রকল্প থেকে স্থানীয়ভাবে তৈরি পণ্যসামগ্রী বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠা, পানি সরবরাহ সুবিধা, কমিউনিটি ভিত্তিক পরিবেশ পর্যটন, জ্বালানী সাশ্রয়ী উন্নত চুলার প্রসার এবং বনের প্রতিবেশ বান্ধব জলবায়ু স্থিতিশীল ক্ষুদ্র চাষাবাদে সহায়তা প্রদান করা যেতে পারে।

১.২ বন নির্ভর জনগোষ্ঠীর উপলব্ধি

জীবনযাত্রার নিরাপত্তা সংক্রান্ত সম্ভাবনা ও সমস্যাদি এবং টেকসই প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণ কার্যক্রমে অংশ গ্রহণের বিষয়ে বন নির্ভর জনগোষ্ঠীর কিছু ধারণা রয়েছেঃ

- তাদের জমি এবং উৎপাদনশীল সম্পদ সীমিত।
- স্বল্প জমি এবং উপার্জিত মজুরি দ্বারা তাঁরা জীবিকা নির্বাহ করতে পারেন না।
- কাঠ এবং ডালপালা সংগ্রহ করতে তাদের বনে যেতে হয়, বনে গবাদি পশু চড়াতে হয়, কেউ কেউ অবৈধভাবে বন থেকে গাছ কাটার সাথে জড়িত।
- অবৈধভাবে গাছ কাটা এবং বনজ সম্পদ অতিরিক্ত আহরণের ফলে বনজ সম্পদের ভিত্তি এবং জীববৈচিত্র্যের উপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে; কিন্তু বন তাদের অস্তিত্বের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।
- তাদের এরূপ জীবিকা নির্বাহ করতে হবে যাতে বন ক্ষতিগ্রস্থ না হয়।
- তারা আবদ্ধস্থানে গবাদি পশু পালন, বসতবাড়ির আঙ্গিনায় ঔষধি গাছপালা রোপণ এবং টেকসই আহরণ, নারী ও মেয়েদের জন্য হস্তশিল্প, সেলাইশিল্প ও সেলাই মেশিন, কৃষি পণ্যের মূল্য সংযোজন যেমন- মৌসুমী ফলের আচার (আম ও জলপাই) এবং আনারস ও পেয়ারার রস বাজারজাতকরণ ইত্যাদি বিষয়ে আগ্রহী।
- তাদের আত্ম-কর্মসংস্থান এবং বিকল্প জীবিকার জন্য দক্ষতা উন্নয়নের প্রশিক্ষণ প্রয়োজন।

- বিকল্প জীবিকা এবং কর্মোদ্যোগের বিকাশের জন্য তাদের সরকারের পক্ষ থেকে সম্পদ সহায়তা এবং সুফল প্রকল্পের ঘূর্ণায়মান তহবিল থেকে স্বল্প সুদে ঋণ সহায়তা প্রয়োজন।

১.৩ জীববৈচিত্র্যের নিরাপত্তা ও সংরক্ষণের জন্য প্রকল্পে অংশগ্রহণের সুযোগ

- বন নির্ভর জনগোষ্ঠী প্রাকৃতিক সম্পদ এবং প্রতিবেশ পরিষেবার প্রকৃতি ও ধরণ সনাক্তকরণ এবং এসব বিষয়ে আলোচনা করতে পারেন।
- বনজ সম্পদ ও বন্যপ্রাণী সম্পর্কে গ্রামে সচেতনতা বাড়াতে পারেন।
- বনের অবস্থা এবং অবনতির ধারা মূল্যায়ন করতে পারেন।
- বন উজাড় এবং অবক্ষয়ের জন্য দায়ী মনুষ্যসৃষ্ট ও প্রাকৃতিক এবং জলবায়ু পরিবর্তন জনিত কারণসমূহ সনাক্ত করতে পারেন।
- সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনা ও বন সংরক্ষণের ব্যবস্থাপনা সমস্যা এবং প্রয়োজনীয়তাসমূহ সনাক্ত করতে পারেন।
- বনের নিরাপত্তা ও সংরক্ষণে কমিউনিটির ভূমিকা বাড়াতে পারেন।
- অবৈধভাবে বনজ দ্রব্য আহরণ এবং বন্যপ্রাণী শিকার বন্ধ করতে বন বিভাগকে সহায়তা করতে পারেন।
- বন থেকে অবৈধভাবে গাছ কাটা এবং বন্যপ্রাণী পাচার বন্ধ করার জন্য তারা বন বিভাগকে সহায়তা করতে পারেন।
- বৃক্ষরোপণ, বন সংরক্ষণ এবং বন অপরাধের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণে তারা বন বিভাগকে সহায়তা করতে পারেন।

১.৪ জীবিকা উন্নয়নের ধারা: কৌশল, বিকল্প এবং ফলাফল

যদিও বর্তমানে গ্রামে জীবিকার বৈচিত্র্যতা বেড়েছে এবং দেশে দারিদ্র্য বিমোচন কার্যক্রম দ্রুত এগোচ্ছে তথাপি বন ও বনের আশেপাশের, বিশেষ করে রক্ষিত এলাকা সংলগ্ন গ্রামবাসীর জীবিকার সুযোগ অত্যন্ত কম। ফলে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অধিকাংশ জীবিকা অর্জনের জন্য বনজ সম্পদের উপর নির্ভর করে এবং তাই প্রাকৃতিক সম্পদ ও প্রতিবেশ পরিষেবার উপর নির্ভরশীলতা অত্যধিক বেড়ে যাওয়ায় প্রতিবেশ ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। জনসাধারণের সম্পদ ও পরিষেবাসমূহ ক্রমাগত হ্রাস পাচ্ছে এবং এর বিরুদ্ধে নীতিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার প্রয়োজন। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর বেঁচে থাকার জন্য বিকল্প জীবিকা উন্নয়নে সরকার তথা সুফল প্রকল্পের সহায়তা ও পরিষেবায় তাদের সহজ প্রবেশাধিকার প্রয়োজন।

১.৫ জীবিকা, বন ও প্রতিবেশ পরিষেবার উপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব

মনুষ্য সৃষ্ট জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবের ফলে জনগণের জীবিকাসহ প্রাকৃতিক সম্পদের ভিত্তি (বন, পানি, মৎস্যসম্পদ ও জীববৈচিত্র্য) এবং প্রতিবেশ পরিষেবা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, যার উপর অধিকাংশ দরিদ্র ও ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর

জীবিকা নির্ভরশীল। উষ্ণতর আবহাওয়া, তাপমাত্রা, লবণাক্ততা, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, খরা, বন্যা এবং ঘূর্ণিঝড় সম্পদের ভিত্তি, অখন্ডতা এবং উৎপাদনশীলতাকে ধ্বংস করছে। জলবায়ু পরিবর্তন এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে কৃষি, খাদ্য নিরাপত্তা এবং পানি, স্বাস্থ্য ও অর্থনীতিতে সাধারণ জনগণের প্রবেশাধিকার বিরূপভাবে প্রভাবিত হচ্ছে। দেশে দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে খাদ্য, পানি এবং মৌলিক সুবিধাগুলোর চাহিদাও বাড়ছে। ফলে দরিদ্র ও ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর অবক্ষয়িত বন ও প্রতিবেশ পরিষেবার উপর নির্ভরশীলতাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। জনগণের জীবিকার নিরাপত্তা এবং বন ও প্রতিবেশ পরিষেবা সংরক্ষণের জন্য জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন, দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস এবং প্রশমনের ব্যবস্থা গ্রহণ প্রয়োজন।

১.৬ জলবায়ু সহনশীল জীবিকা

বর্তমানে গ্রামাঞ্চলের মানুষও জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব সম্পর্কে উদ্বিগ্ন। গ্রীষ্মে তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে বর্ধিত জনদুর্ভোগ, বর্ষা মৌসুমে অতিবৃষ্টি এবং ঋতু পরিবর্তনের প্রভাব লক্ষনীয়। বন্যা, ঘূর্ণিঝড় এবং খরার ক্রমবর্ধমান ধারা গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবন এবং জীবিকাকে মারাত্মকভাবে প্রভাবিত করছে। বনের আশেপাশে বসবাসরত দরিদ্র, নারী এবং ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর বন নির্ভর জনগণের অভিযোজন ক্ষমতা বৃদ্ধি করা এখন বড় সমস্যা। বনের প্রতিবেশ এবং মানুষের জীবন প্রবাহে সহনশীলতা নিশ্চিত করতে হবে। কমিউনিটির উন্নয়নের জন্য পরিবেশ ও কমিউনিটি ভিত্তিক অভিযোজন, বনজ সম্পদ ব্যবস্থাপনায় দুর্যোগ প্রশমন ও দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস করার সমন্বিত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজনের ক্ষেত্রে বনজ সম্পদ, জলাভূমি এবং জীববৈচিত্র্যের ঝুঁকি এবং দুর্বলতাসমূহ বিবেচনা করা আবশ্যক। জীবিকা নির্বাচনের ক্ষেত্রে সম্পদের ভিত্তি এবং বনের প্রজাতিক গঠন ও উৎপাদনশীলতার পাশাপাশি বন ও মানব সমাজের উপর জলবায়ু পরিবর্তনের ভবিষ্যৎ প্রভাব বিবেচনা করতে হবে।

বন কার্বনের আধার এবং একই সাথে বন উজাড় ও অবক্ষয় গ্রীনহাউজ গ্যাসের উৎস। বন ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ জলবায়ুর দ্রুত পরিবর্তন রোধ করতে পারে। অতএব, বন বিভাগ এবং বন নির্ভর জনগোষ্ঠীর দায়িত্বসমূহ হচ্ছে:

- সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বন ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ কার্যক্রমের উন্নয়ন;
- পুনবনায়ন, নতুন বনায়ন ও এএনআর বাগান সৃজন;
- বনে পুনজন্ম উৎসাহিত করা/বন ও বনের জলাভূমি পুনঃপ্রতিষ্ঠা;
- জনগোষ্ঠী ভিত্তিক বন, জলাশয় ও তৃণভূমির ব্যবস্থাপনার প্রসার;
- বন পুনঃপ্রতিষ্ঠা কার্যক্রম ও সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় জনগোষ্ঠী ও অন্যান্য পক্ষগুলোকে সম্পৃক্ত করা।

'কম' এর মাধ্যমে বন ব্যবহারকারী, দরিদ্র, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী এবং নারী সমাজের বন নির্ভর জীবিকার বিকল্প ব্যবস্থা এবং একই সাথে কৃষি, পানি, পয়ঃনিষ্কাশন ও সহনশীল বাসস্থানের অভিযোজন ব্যবস্থাপনায় সহায়তা করা যেতে পারে। শস্য প্রজাতি ও চাষাবাদ পদ্ধতিসমূহকে খরা, তাপমাত্রা বৃদ্ধি, ঋতু পরিবর্তন, লবণাক্ততা, বন্যা, জলাবদ্ধতা, কীটপতঙ্গ এবং রোগবালাইয়ের বিপরীতে সহনশীল করে তুলতে হবে।

অভিযোজন বিকল্পগুলো হল:

- উন্নত খামার ব্যবস্থাপনা, জমি, মাটি, পানি ও সেচ ব্যবস্থাপনা;
- জলবায়ু সহনশীল ফসল, গবাদি পশু, হাঁস-মুরগি এবং মৎস্য প্রজাতির বৈচিত্র্যতা আনায়ন;
- কৃষি বনায়ন/ফলদ গাছ, ভেষজ লতা-গুল্ম এবং সবজি বাগান সৃজন;
- ফসল উৎপাদন, চাষাবাদ, শস্য ও খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং মজুত কার্যক্রমে দুর্যোগ প্রাক্-সতর্কতা ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা;
- জলবায়ু ঝুঁকি মোকাবেলায় যোগাযোগ ও সচেতনতা বৃদ্ধি;
- ফসল, গবাদি পশু, বন ও জীবিকার নিরাপত্তায় জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ।

১.৭ বন সংরক্ষণ ভিত্তিক বিকল্প আয়বর্ধক কার্যক্রম

সুফল প্রকল্প টেকসই জীবিকা উন্নয়ন কাঠামো নিশ্চিত করার পাশাপাশি বনায়ন, পুনবনায়ন এবং বন সংরক্ষণ কার্যক্রমে জনগণকে সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে প্রতিবেশ পরিষেবাগুলোর উন্নয়নে সহায়তা করবে। বিভিন্ন ধরণের বনায়ন পদ্ধতির মাধ্যমে একদিকে বনের প্রতিবেশ বৈচিত্র্যতা বৃদ্ধি পাবে এবং একই সাথে বিপুল সংখ্যক বন নির্ভর জনগোষ্ঠীকে তাদের জীবিকা উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন আয়বর্ধক কাজে সম্পৃক্ত করা হবে। স্থানীয় জনগণ বিভিন্ন আয়বর্ধক কাজে সম্পৃক্ত হওয়ার কারণে বন সংরক্ষণ ও পুনঃপ্রতিষ্ঠা কার্যক্রমের সাথে তাদের আরও অধিক ইতিবাচক সম্পর্কের বিকাশ ঘটবে এবং বিনিময়ে তারা এলাকার বন থেকে আরও বেশী সুবিধা পাবে। বিকল্প আয়বর্ধক কার্যক্রমসমূহের সাথে সহযোগিতামূলক বন ও রক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনার সম্পর্ক রয়েছে যার ফলে বন নির্ভর জনগোষ্ঠীতে সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনা (সিএফএম) কমিটিগুলোর মাধ্যমে সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনা (সিএফএম) প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

গ্রাম পর্যায়ের সংগঠনসমূহ

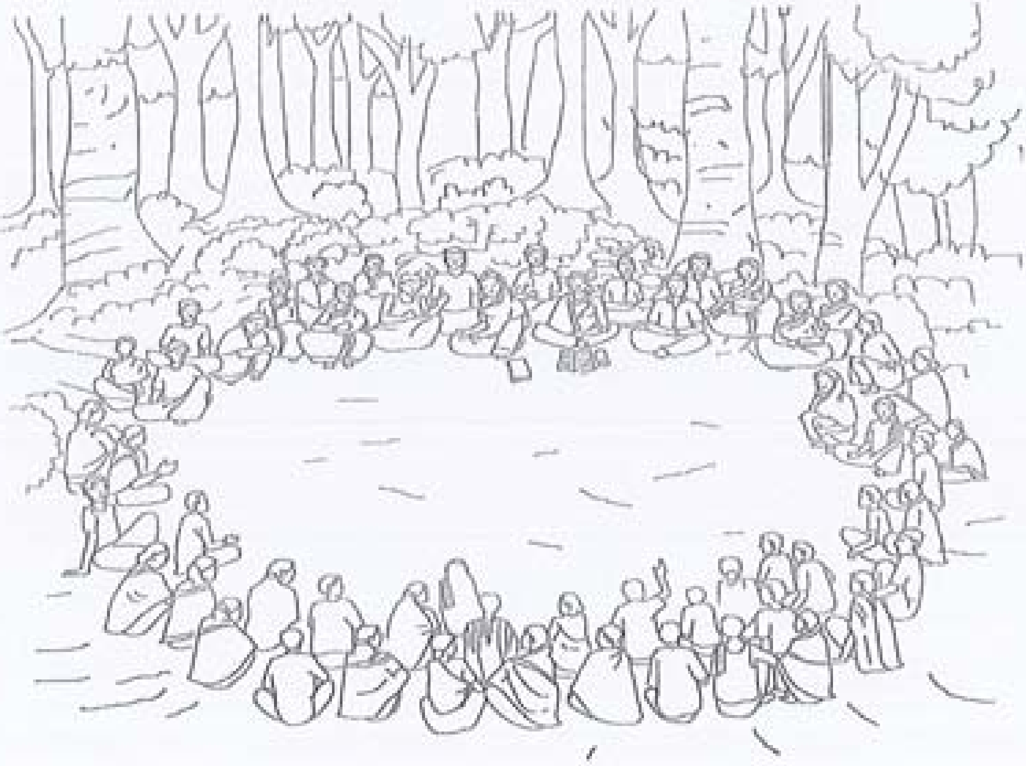

২.১ গ্রাম পর্যায়ের সংগঠনসমূহ

বনাঞ্চলের পার্শ্ববর্তী গ্রামের বাসিন্দারা বনের প্রতিবেশ পরিষেবা ছাড়াও জ্বালানী কাঠ, খুঁটি, কাঠ, গবাদি পশু চারণ, অপ্রধান বনজদ্রব্য ইত্যাদির জন্য বনের উপর নির্ভরশীল। তারা বন নির্ভর জনগোষ্ঠী হিসেবে পরিচিত। সুফল প্রকল্পের সার্বিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে বন নির্ভর জনগোষ্ঠীর সহযোগিতায় বন ব্যবস্থাপনা করা এবং একই সাথে তাদের বিকল্প আয়বর্ধক কাজের সুযোগ প্রদানের মাধ্যমে তাদের কল্যাণ নিশ্চিত করা এবং বনের উপর নির্ভরশীলতা দূর করা।

দুর্গম অবস্থান এবং প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধার অভাবে বন নির্ভর জনগোষ্ঠী শিক্ষা, কর্মদক্ষতা ও কর্মসংস্থানের বিচারে অনেকটা পশ্চাৎপদ। জনসংখ্যায় অনেক হলেও তারা অসংগঠিত এবং কখনও নিজেদের সমষ্টিগত সমস্যা ও স্বার্থের বিষয়ে সচেতন নন। সুতরাং তাদের অস্তিত্বের জন্য সংগঠিত হতে হবে এবং নিজেদের কল্যাণের বিষয়ে ভাবতে হবে, একই সাথে নিকটবর্তী বনের নিরাপত্তা ও সংরক্ষণে সম্পৃক্ত হতে হবে।

সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নের জন্য নির্বাচিত বনাঞ্চলের পার্শ্ববর্তী গ্রামের সকল বন নির্ভর জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করা হবে। এ ধরণের গ্রামকে 'বন সংরক্ষণ গ্রাম' (Forest Conservation Village) বলা হবে। বন সংরক্ষণ গ্রামের প্রতিটি পরিবারের একজন করে প্রতিনিধি নিয়ে 'সাধারণ পরিষদ' গঠন করা হবে। গ্রাম পর্যায়ে সকল উন্নয়নমূলক কাজ এবং বিকল্প আয়বর্ধক কার্যক্রমের পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের জন্য তাদের একটি নির্বাহী কমিটি থাকবে যা 'সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনা কমিটি' (Collaborative Forest Management Committee) নামে পরিচিত হবে। এ কমিটিকে সহায়তা করার জন্য উপ-কমিটি থাকবে।

নিচের চিত্রটিতে 'সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনা' পদ্ধতিতে গ্রাম পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানগুলো প্রদর্শন করা হলো:

সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনার জন্য গ্রাম পর্যায়ের সংগঠনসমূহের পরিকল্পিত নকশা

চিত্র ১: সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনার জন্য গ্রাম পর্যায়ের সংগঠনের পরিকল্পিত নকশা

সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনা কর্মসূচির আওতায় গ্রাম সংগঠনসমূহ

২.২ বন সংরক্ষণ গ্রাম (এফসিভি)

সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনার আওতায় বন বিটসমূহের অধিক্ষেত্রে প্রকল্পের সকল ধরণের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে এবং বনের সীমানার ৩ কি.মি. ব্যাসার্ধের মধ্যে অবস্থিত গ্রামগুলো থেকে সুবিধাভোগী নির্বাচন করা হবে। এ ধরণের গ্রামকে 'বন সংরক্ষণ গ্রাম' (Forest Conservation Village) বলা হবে এবং প্রতিটি গ্রামে ২০০-৫০০টি পরিবার থাকতে পারে, যাদের নিয়ে গ্রাম পর্যায়ে সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করা হবে। কোন কোন বিটের পার্শ্ববর্তী একাধিক গ্রাম থাকতে পারে, আবার সকল গ্রাম বা কোন গ্রামের অংশ বিশেষের বনায়ন ও বন পুনঃপ্রতিষ্ঠা কার্যক্রমের উপর সমান প্রভাব নাও থাকতে পারে। এ অবস্থায় বাস্তবতার ভিত্তিতে একাধিক ছোট ছোট গ্রাম বা পাশাপাশি অবস্থিত গ্রামের ছোট ছোট অংশ, যার বনায়ন ও বন পুনঃপ্রতিষ্ঠা কার্যক্রমের উপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব রয়েছে, একসাথে নিয়ে বন সংরক্ষণ গ্রাম গঠন করে গ্রাম পর্যায়ের সংগঠন তৈরি করা যেতে পারে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট বিট কর্মকর্তা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন এবং বন বিভাগের সাথে আলোচনা করে তা বাস্তবায়নে এনজিও সহায়তা প্রদান করবে।

- নির্বাচিত গ্রামের সকল আগ্রহী পরিবারের সদস্যগণের (প্রতি পরিবার থেকে একজন) সমন্বয়ে গ্রামের সাধারণ পরিষদ (এফসিভি) গঠিত হবে এবং সরকারের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী এ প্রক্রিয়ায় কোন পরিবার যেন বাদ না পড়ে;
- গ্রামের সকল আগ্রহী পরিবারের সদস্যদের নাম ও অন্যান্য বিশদ তথ্যাদি একটি রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করা হবে, যা সদস্য নিবন্ধন রেজিস্টার হিসেবে পরিচিত হবে (পরিশিষ্ট-১ এ নমুনা সংযুক্ত করা হয়েছে);
- বছরে দু'বার বন সংরক্ষণ গ্রাম (এফসিভি) এর সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে, তবে গ্রামবাসী বা সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনা কমিটি প্রয়োজনে যে কোনও সময়ে এ সভা আহ্বান করতে পারবে;
- বন সংরক্ষণ গ্রাম (এফসিভি) এর সাধারণ সভা আহ্বান করে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য গ্রামের অন্ততঃ ৬০% বন নির্ভর পরিবারের সদস্যদের উপস্থিত থাকতে হবে এবং উপস্থিত সদস্যদের মধ্যে কমপক্ষে ৪০% অবশ্যই নারী হতে হবে;
- বন সংরক্ষণ গ্রাম (এফসিভি) এর সাধারণ সভার নির্ধারিত তারিখের কমপক্ষে এক সপ্তাহ পূর্বে সভা সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য সকল সদস্যকে জানাতে হবে;
- বন সংরক্ষণ গ্রাম (এফসিভি) এর সাধারণ সভায় সিআইপি পদ্ধতিতে নির্বাচিত সুবিধাভোগীদের মধ্য থেকে একজনকে সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি এবং অন্যান্য সদস্যদের নির্বাচন করতে হবে;
- বন সংরক্ষণ গ্রাম (এফসিভি) এর প্রতিটি সাধারণ সভায় সভাপতিত্ব করার জন্য সদস্যগণের মধ্য থেকে একজনকে সভাপতি নির্বাচন করা হবে;
- সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনা কমিটি বন সংরক্ষণ গ্রাম (এফসিভি) এর সাধারণ সভা আয়োজন করবে এবং সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ কার্যবিবরণী বহিতে লিপিবদ্ধ করবে;

- সিআইপি পদ্ধতির মাধ্যমে তৈরিকৃত সুবিধাভোগীদের তালিকা বন সংরক্ষণ গ্রাম (এফসিভি) এর সাধারণ সভায় চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত হতে হবে;

- বন সংরক্ষণ গ্রাম (এফসিভি) এর সাধারণ পরিষদের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বসমূহের মধ্যে বার্ষিক কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন, বার্ষিক কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা, খরচের হিসাবসহ বার্ষিক প্রতিবেদন অনুমোদন ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য;

- বন বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত প্রচারণা কার্যক্রমে অংশগ্রহণের মাধ্যমে সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনা ও বনের নিরাপত্তা কার্যক্রম সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা।

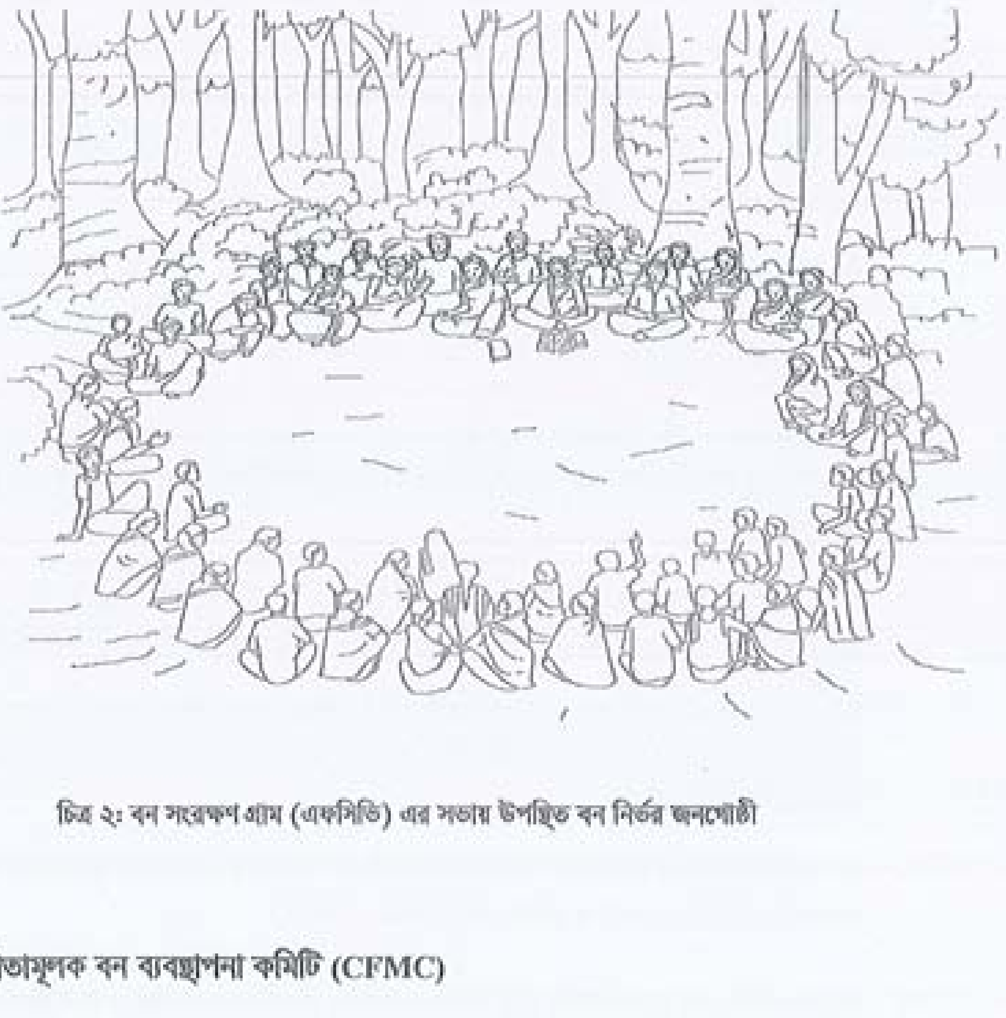

চিত্র ২: বন সংরক্ষণ গ্রাম (এফসিভি) এর সভায় উপস্থিত বন নির্ভর জনগোষ্ঠী

২.৩ সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনা কমিটি (CFMC)

বন সংরক্ষণ গ্রাম এর সাধারণ পরিষদ (FCV) গ্রামের সর্বোচ্চ নীতি-নির্ধারণী কর্তৃপক্ষ হিসেবে সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত যাবতীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবে। কিন্তু বন সংরক্ষণ গ্রামে অনেকগুলো বন নির্ভর পরিবার রয়েছে, তাই কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং তা বাস্তবায়নের জন্য স্বল্প সংখ্যক লোকের একটি কমিটি থাকা প্রয়োজন। এ কমিটিকে 'সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনা কমিটি' (CFMC) বলা হবে এবং গ্রাম পর্যায়ে এটিই হবে বন সংরক্ষণ গ্রামের নির্বাহী কমিটি।

২.৩.১ সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনা কমিটি (CFMC) এর কাঠামো

চিত্র ৩: সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনা কমিটির কাঠামো

সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনা কমিটি (CFMC) এর গঠন: নয় জন (৯) সদস্য সমন্বয়ে সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনা কমিটি (CFMC) গঠন করা হবে। সিআইপি পদ্ধতিতে নির্বাচিত সুবিধাভোগীদের মধ্য থেকে সিএফএমসির জন্য সরাসরি একজন সভাপতি নির্বাচিত করা হবে এবং সংশ্লিষ্ট বিট কর্মকর্তা বা তাঁর মনোনীত ১ জন বন কর্মচারী সদস্য-সচিবের দায়িত্ব পালন করবেন। কমিটির পাঁচজন (৫) সদস্য পাঁচটি উপ-কমিটি থেকে নির্বাচিত হবেন। স্থানীয় সামাজিক বনায়ন কমিটির মনোনীত একজন (১) প্রতিনিধি এবং নিকটবর্তী রক্ষিত এলাকার সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি (সিএমসি) কর্তৃক মনোনীত একজন (১) প্রতিনিধি কমিটির সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হবেন। কাছাকাছি কোন রক্ষিত এলাকা না থাকলে দু'জন সদস্যই বিদ্যমান সামাজিক বনায়ন কমিটি থেকে নেয়া হবে।

প্রতি মাসে সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনা কমিটি (সিএফএমসি) এর অন্ততঃ একটি সভা অনুষ্ঠিত হবে এবং সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ কার্যবিবরণী বহিতে লিপিবদ্ধ করা হবে।

২.৩.২ সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনা কমিটির (সিএফএমসি) ভূমিকা ও দায়িত্বসমূহ

- বন সংরক্ষণ গ্রাম (এফসিভি) এর সাধারণ সভার সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন;
- সিআইপি পদ্ধতিতে নির্বাচিত সুবিধাভোগী সদস্যদের নিয়ে ৫টি উপ-কমিটি (বন নিরাপত্তা ও সংরক্ষণ কমিটি, অর্থ ও হিসাব কমিটি, ঋণ ও সঞ্চয় কমিটি, ক্রয় কমিটি ও সামাজিক নিরীক্ষা কমিটি) গঠন এবং তাদের দায়িত্ব প্রদান;
- কমিউনিটি উন্নয়ন তহবিলের আওতায় উন্নয়নমূলক কর্মসূচি বাস্তবায়ন এবং জীবিকা উন্নয়ন তহবিল ব্যবস্থাপনার জন্য যথাক্রমে অর্থ ও হিসাব কমিটি এবং ঋণ ও সঞ্চয় কমিটির সাথে আলোচনা করে এতদসংক্রান্ত বিধি-বিধান ও দিক-নির্দেশনা প্রণয়ন;

- কমিউনিটি উন্নয়ন তহবিলের আওতায় উপ-প্রকল্প প্রস্তাবনা তৈরি ও বাস্তবায়নের জন্য উপ-প্রকল্প কমিটি (SPC) গঠন;
- অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিতে কমিউনিটি উন্নয়ন তহবিলের আওতায় উপ-প্রকল্প প্রস্তাবনা তৈরি করার জন্য উপ-প্রকল্প কমিটি/অর্থ ও হিসাব কমিটিকে সহায়তা প্রদান;
- অর্থ ও হিসাব কমিটি কর্তৃক প্রক্রিয়াকৃত কমিউনিটি উন্নয়ন তহবিলের আওতায় উপ-প্রকল্প প্রস্তাবনা প্রাক্-যাচাই এবং অনুমোদন পূর্বক সুপারিশ সহকারে বিভাগীয় বন কর্মকর্তার দপ্তরে প্রেরণ;
- জীবিকা উন্নয়ন তহবিল থেকে ঋণ প্রাপ্তির জন্য ঋণ ও সঞ্চয় কমিটির সহায়তায় সুবিধাভোগীদের বিকল্প আয়বর্ধক কাজের প্রস্তাবনা তৈরিতে সহায়তা প্রদান, প্রাক্-যাচাই এবং অনুমোদন পূর্বক সুপারিশ সহকারে বিভাগীয় বন কর্মকর্তার দপ্তরে প্রেরণ;
- অনুমোদিত কমিউনিটি উন্নয়ন তহবিল, জীবিকা উন্নয়ন তহবিল (এলডিএফ) এবং অন্যান্য তহবিলের ব্যবস্থাপনা তদারকি করা;
- অর্থ ও হিসাব কমিটি এবং ঋণ ও সঞ্চয় কমিটির সদস্যগণকে কমিউনিটি উন্নয়ন তহবিল/জীবিকা উন্নয়ন তহবিল সংক্রান্ত হিসাব সংরক্ষণ ও নথিপত্র হালনাগাদ রাখার জন্য সহায়তা প্রদান;
- বন সংরক্ষণ গ্রাম (FCV) এর সাধারণ সভা এবং সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনা কমিটি (CFMC) এর সভা আহ্বান এবং সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ কার্যবিবরণী বহিতে লিপিবদ্ধকরণ;
- প্রকল্প থেকে আর্থিক সহায়তা প্রাপ্তির জন্য বন বিভাগের সাথে অর্থায়ন চুক্তিনামা সম্পাদন;
- সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনা কমিটি (CFMC) এর সভায় সামগ্রিক কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা, পরিকল্পনা প্রণয়ন, ব্যয় অনুমোদন, বিভিন্ন উপ-কমিটির প্রতিবেদন পর্যালোচনা এবং নতুন সিদ্ধান্ত নেয়া;
- বন বিভাগকে স্থান ভিত্তিক পরিকল্পনা (SSP) তৈরি, স্থান নির্বাচন, বাগান সৃজন ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজে সহায়তা প্রদান;
- নথিপত্র রক্ষক (Book-keepers) ও কমিউনিটি প্রফেশনাল (CP) নিয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতা, পারিশ্রমিক ও নিয়োগের মেয়াদ নির্ধারণ এবং অন্যান্য শর্তাবলীর বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ;
- উপ-কমিটিগুলোর (FPCC, VCSC, PC, SAC and FAC) পরিকল্পনা অনুমোদন;
- উপ-কমিটিগুলোর চূড়ান্ত হিসাব বিবরণী (মাসিক/ত্রৈমাসিক/অর্ধ-বার্ষিক/বার্ষিক) অনুমোদন;
- যে কোনো ধরণের আর্থিক দুর্নীতির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে আইনী ব্যবস্থা গ্রহণ;
- উপ-কমিটিগুলো- এফপিসিসি, ভিসিএসসি, পিসি, এসএসি এবং এফএসি কর্তৃক পরিচালিত কার্যক্রমের অনুমোদন;
- অভিজ্ঞতা বিনিময় সফর, দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণের আয়োজন;
- সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনা কমিটি (CFMC) এর নামে সভাপতি ও সদস্য-সচিবের যৌথ স্বাক্ষরে একটি ব্যাংক হিসাব খোলা হবে। হিসাবটি পরিচালনার জন্য দু'জনের স্বাক্ষর বাধ্যতামূলক হবে। অর্থ ও হিসাব কমিটির কোষাধ্যক্ষ ব্যাংক হিসাব পরিচালনা এবং প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সংরক্ষণে সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনা কমিটিকে কারনিক সহায়তা প্রদান করবেন;
- সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনা কমিটি (CFMC) প্রকল্প থেকে কস্ট সেন্টার/বিভাগীয় বন কর্মকর্তার দপ্তরের মাধ্যমে দু'ধরণের তহবিল পাবে- কমিউনিটি উন্নয়ন তহবিল এবং জীবিকা উন্নয়ন তহবিল। পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করার জন্য কমিউনিটি উন্নয়ন তহবিল 'অর্থ ও হিসাব কমিটি' এর ব্যাংক হিসাবে

এবং জীবিকা উন্নয়ন তহবিল 'ঋণ ও সঞ্চয় কমিটি' এর ব্যাংক হিসাবে হস্তান্তর করবে। জীবিকা উন্নয়ন তহবিল থেকে ঋণ সহায়তা গ্রহণ করার জন্য সুবিধাভোগীদের নামে পৃথক ব্যাংক হিসাব থাকবে।

- রক্ষিত এলাকার ক্ষেত্রে উপরে বর্ণিত দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহ রক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০১৭ অনুযায়ী সহ-ব্যবস্থাপনা নির্বাহী কমিটি পালন করবে।

চিত্র ৪: গ্রামে সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনা কমিটির (সিএফএমসি) সভা

২.৪ উপ-কমিটিসমূহ

বিট পর্যায়ে সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম বাস্তবায়ন এবং বাস্তবায়নাধীন কার্যক্রম পরিবীক্ষণের জন্য প্রতিটি সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনা কমিটির আওতায় ৫টি করে উপ-কমিটি গঠন করা হবে। এ সব উপ-কমিটি সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনা কমিটির নিকট তাদের কৃতকর্মের জন্য দায়ী থাকবে। উপ-কমিটিগুলো হলো:

১. বন নিরাপত্তা ও সংরক্ষণ কমিটি (এফপিসিসি): ১৮ সদস্য-বিশিষ্ট (৯ জন পুরুষ এবং ৯ জন মহিলা)
২. সামাজিক নীরিক্ষা কমিটি (এসএসি): ৪ সদস্য-বিশিষ্ট (২ জন পুরুষ ও ২ জন মহিলা)
৩. অর্থ ও হিসাব কমিটি (এফএসি): ৪ সদস্য-বিশিষ্ট (২ জন পুরুষ ও ২ জন মহিলা)
৪. ক্রয় কমিটি (পিসি): ৪ সদস্য-বিশিষ্ট (২ জন পুরুষ ও ২ জন মহিলা)
৫. ঋণ ও সঞ্চয় কমিটি (ভিসিএসসি): ৬ সদস্য-বিশিষ্ট (৩ জন পুরুষ ও ৩ জন মহিলা)

উপ-কমিটিসমূহের গঠন, দায়িত্ব ও কার্যাবলী

২.৪.১ বন নিরাপত্তা ও সংরক্ষণ কমিটি (এফপিসিসি):

বন সংরক্ষণ গ্রাম থেকে সিআইপি পদ্ধতিতে সনাক্তকৃত সুবিধাভোগী পরিবারের সদস্যদের নিয়ে এফপিসিসি গঠিত হবে। এ কমিটির উদ্দেশ্য সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনায় অবদান রাখা এবং এর মাধ্যমে বন-নির্ভর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবিকার উন্নয়ন ও কল্যাণ নিশ্চিত করা। বনের ভিতরে এবং আশে পাশে বসবাসরত বন

নির্ভর জনগোষ্ঠী সুফল প্রকল্পের প্রাথমিক ও মূল অংশীদার। তাই বনের নিরাপত্তা ও জীব-বৈচিত্র্য সংরক্ষণ কার্যক্রমসমূহে বন নির্ভর জনগোষ্ঠীর সক্রিয় ও কার্যকর অংশগ্রহণে সুফল প্রকল্প উৎসাহ প্রদান করবে। সুফল প্রকল্প দরিদ্র, নারী ও ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীসহ জনসাধারণকে বন সংরক্ষণ ও সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবে।

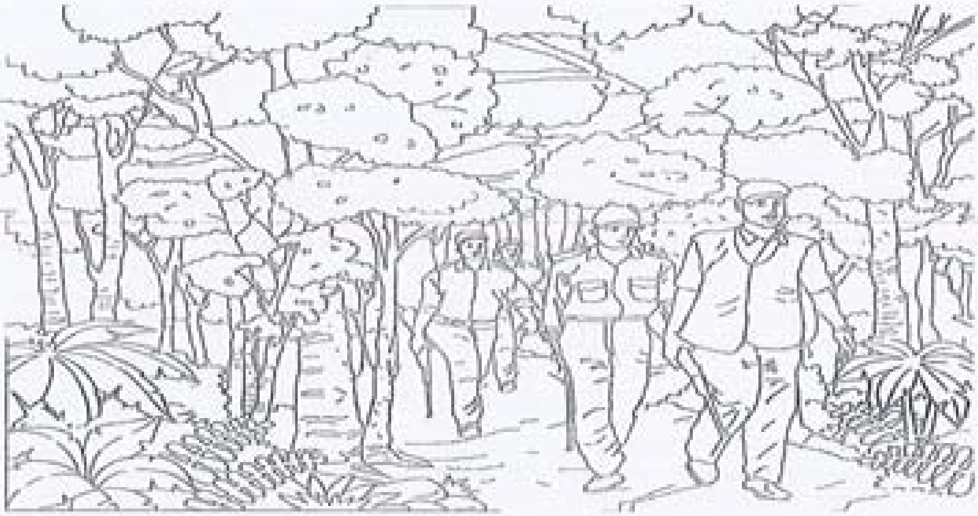

চিত্র ৫ : বন নিরাপত্তা ও সংরক্ষণ কমিটির সদস্যরা বন বিভাগের সহযোগিতায় বনে টহল কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করছেন

এফপিসিসি-র সদস্যগণ বনায়ন ও পুনবনায়ন, বনায়নের জন্য স্থান নির্বাচন, গাছের প্রজাতি নির্বাচন, বাগান সৃজন, বন্যপ্রাণী এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ কার্যক্রমে অংশ গ্রহণ করবেন। বনায়ন ও পুনবনায়ন কর্মসূচিতে দেশীয় প্রজাতি ব্যবহার করা হবে। স্থানীয় জনগণ বীজ ব্যাংক প্রতিষ্ঠা, নার্সারিতে চারা উৎপাদন এবং সময়মত ও যথাযথভাবে বনায়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নে সাহায্য করবেন। বনায়ন ও পুনবনায়ন কার্যক্রম বনের জীববৈচিত্র্য এবং সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করবে।

বন নিরাপত্তা ও সংরক্ষণ কমিটি (এফপিসিসি) জনগণের প্রতিনিধি হিসেবে বনজ সম্পদের নিরাপত্তা, বন পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ কার্যক্রমে বন বিভাগকে সহযোগিতা প্রদান করবে। কমিটির সদস্যগণ বন বিভাগের বিট কর্মকর্তা ও রেঞ্জ কর্মকর্তাসহ বন প্রশাসনের স্থানীয় পর্যায়ের সাথে কাজ করবেন।

- বন নিরাপত্তা ও সংরক্ষণ কমিটি (এফপিসিসি) ১৮ সদস্য-বিশিষ্ট হবে;
- এ কমিটি পুরুষ ও নারী উভয় ধরণের সদস্যগণকে নিয়ে গঠিত হবে এবং অন্তত: ৫০% সদস্য নারী হবে;
- চরম দরিদ্র ও দরিদ্র পরিবার থেকে কেবল মাত্র একজন সদস্য কমিটিতে অন্তর্ভূক্ত হতে পারবে।

এফপিসিসি-র ভূমিকা এবং দায়িত্ব:

- গ্রামের পার্শবর্তী বিভিন্ন প্রকার বন সনাক্তকরণ এবং তদবিষয়ে আলোচনা (প্রাকৃতিক সম্পদ ও প্রতিবেশ পরিষেবার প্রকৃতি এবং প্রকারভেদ) এবং বন ও রক্ষিত এলাকার বনজ সম্পদ ও বন্যপ্রাণী সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ানো;

- বন ধ্বংস ও অবক্ষয়ের জন্য দায়ী মনুষ্যসৃষ্ট এবং প্রাকৃতিক ও জলবায়ু পরিবর্তনের কারণসমূহ সম্পর্কে বন নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীর সাথে আলোচনা পূর্বক তাদের উদ্বুদ্ধকরণ;
- সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনা, কমিউনিটি পেট্রোলিং, ওয়াচিং, বনের নিরাপত্তা ও সংরক্ষণে অংশ গ্রহণ করা;
- বৃক্ষ ও বন্যপ্রাণী সম্পদের অবৈধ আহরণ থেকে বন রক্ষা করা এবং প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বন বিভাগের সাথে যোগাযোগ করা। এফপিসিসি সদস্যগণ সরাসরি সিএফএমসি-র তত্ত্বাবধানে কাজ করবেন এবং বিটের টহল পরিকল্পনা মোতাবেক তাদের দলনেতা কর্তৃক প্রদত্ত কমিউনিটি পেট্রোলিং ও ওয়াচিং এর দায়িত্ব পালন করবেন;
- কমিটির সদস্যগণ নিজেরা বন সংরক্ষণ কার্যক্রমে অংশ গ্রহণ করবেন এবং বনায়ন, বিকল্প আয়বর্ধক কাজ ও কমিউনিটি পেট্রোলিং এর মাধ্যমে জীবিকা উন্নয়নের সুযোগ পাবেন;
- বনের নিরাপত্তা ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য স্থানীয়, গ্রাম এবং বিট পর্যায়ে সমন্বয়ের উন্নয়ন করবেন;
- এফপিসিসি সদস্যগণ সাপ্তাহিক/পাক্ষিকভাবে একটি নির্দিষ্ট দিনে বা তাদের জন্য সুবিধাজনক ব্যবধানে সভায় মিলিত হবেন;
- বিভিন্ন অংশীজন, বন বিভাগের কর্মকর্তা এবং উন্নয়ন সহযোগীদের সাথে সমন্বয় করবেন এবং সুবিধাভোগীদের জন্য ও বনের নিরাপত্তায় তাদের প্রদত্ত পরিষেবাসমূহ অবহিত করবেন;
- সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের উন্নয়নের জন্য বন ধ্বংস সম্পর্কিত বিষয়গুলো চিহ্নিত করণ এবং প্রয়োজনে অন্যান্য উপ-কমিটিগুলোকে তাদের দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালনে সহায়তা প্রদান;
- সদস্যগণ বন ও জীব-বৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা বিষয়ক তৎপরতা এবং ফলাফল পরিবীক্ষণে অংশ গ্রহণ করবেন;
- উপ-কমিটির সদস্যদের মধ্যে থেকে ১ জন দলনেতা, ২ জন সহকারি দলনেতা এবং ২ জন যোগাযোগকারী নির্বাচন করা হবে।

চিত্র ৬ : স্থানীয় জনগণ কর্তৃক বন থেকে জ্বালানী কাঠ সংগ্রহ, যেখানে পঁচিশ প্রজাতির বিভিন্ন গাছের চারা নষ্ট করা হয়েছে।

২.৪.২ ঋণ ও সঞ্চয় কমিটি (ভিসিএসসি)

- সিএফএমসি কর্তৃক বন সংরক্ষণ গ্রামের নির্বাচিত সুবিধাভোগী সদস্যদের সমন্বয়ে ঋণ ও সঞ্চয় কমিটি (ভিসিএসসি) গঠন করা হবে।
- ভিসিএসসি ৬ সদস্য-বিশিষ্ট হবে (৩ জন পুরুষ ও ৩ জন নারী)।
- ভিসিএসসি-র কার্যক্রম পরিচালনা/দায়িত্ব পালন করার জন্য সিএফএমসি কর্তৃক সদস্যদের মধ্য থেকে **একজন আহ্বায়ক, একজন সেক্রেটারি এবং একজন কোষাধ্যক্ষ** (নারী সদস্য) এবং তিনজন সাধারণ সদস্য নির্বাচন করা হবে।

ভিসিএসসি-র ভূমিকা ও দায়িত্বসমূহ:

- সঞ্চয় কার্যক্রম পরিচালনা, জীবিকা উন্নয়ন তহবিল থেকে ঋণ প্রাপ্তির জন্য প্রস্তাবনা তৈরি ও প্রক্রিয়াকরণ এবং ঋণ বিতরণ, অভ্যন্তরীণ ও অন্যান্য তহবিল থেকে ঋণ বিতরণ;
- নির্বাচিত সুবিধাভোগীদের (সিআইপি প্রক্রিয়ায় নির্বাচিত) জীবিকা সহায়তার প্রয়োজনীয়তা সনাক্তকরণ (প্রশিক্ষণ, সক্ষমতা তৈরি, সম্পদ, আর্থিক সহায়তা, ঋণ ইত্যাদি);
- নির্বাচিত সুবিধাভোগীদের (সিআইপি প্রক্রিয়ায় নির্বাচিত) বিকল্প আয়বর্ধক কার্যক্রম শুরু করার জন্য ঋণ প্রাপ্তির বিষয়ে প্রস্তাবনা তৈরি করতে সহায়তা প্রদান;
- ঘূর্ণায়মান তহবিল থেকে ঋণ প্রাপ্তির জন্য সুবিধাভোগীগণ কর্তৃক দাখিলকৃত প্রস্তাবনার সম্ভাব্যতা যাচাই এবং সুপারিশ সহকারে সিএফএমসি এর নিকট প্রেরণ;
- ভিসিএসসি-র কোষাধ্যক্ষ সিএফএমসি-র প্রতিনিধি হিসেবে ব্যক্তিগত সঞ্চয় এবং ঋণের কিস্তি আদায়ের দায়িত্ব পালন করবেন এবং প্রয়োজনে অন্যান্য সদস্যগণের সাহায্য নেবেন;
- ভিসিএসসি সদস্যগণ প্রয়োজন অনুসারে সভায় মিলিত হবেন, মাসে অন্ততঃ একবার অনুষ্ঠিত সভায় ব্যক্তিগত সঞ্চয় ও ঋণ কার্যক্রম এবং জীবিকা উন্নয়ন তহবিলের ব্যবহারের বিষয়ে আলোচনা করবেন;

চিত্র ৭: গ্রামে ঋণ ও সঞ্চয় কমিটির (ভিসিএসসি) সভা

- লেন-দেনের হিসাব, পাশবই এবং সভার সিদ্ধান্ত সংক্রান্ত নথিপত্র যথাযথ সংরক্ষণ করা, তহবিল ভিত্তিক ক্যাশ বই, লেজার বই, মাসিক লেন-দেনের বিবরণী (আর্থিক প্রবাহ), আয়-ব্যয়ের বিবরণী, ব্যালেন্স শিট, চেক রেজিস্টার, চেক বই, আমানত স্লিপ, ব্যাংক বিবরণী ইত্যাদি কোষাধ্যক্ষ কর্তৃক যথাযথভাবে প্রস্তুত, রক্ষণাবেক্ষণ এবং হেফাজত করা;
- ঋণ বিতরণ ও আদায় সংক্রান্ত হিসাব সংরক্ষণ এবং ঋণ কার্যক্রমের উপর মাসিক/ত্রৈমাসিক/অর্ধ-বার্ষিক/বার্ষিক প্রতিবেদন তৈরি পূর্বক সিএফএমসি এর নিকট দাখিল করা;
- ব্যক্তিগত সঞ্চয়, ঋণ এবং কিস্তি আদায় সংক্রান্ত নথিপত্র নীরিক্ষার জন্য সামাজিক নিরীক্ষা কমিটি (এসএসি) কে সরবরাহ করা;
- দলীয় সঞ্চয় জমা এবং বন বিভাগ থেকে জীবিকা উন্নয়ন তহবিলের অর্থ গ্রহণ করার জন্য কমিটির নামে পৃথক ব্যাংক হিসাব খোলা হবে। আহ্বায়ক/সদস্য-সচিব এবং কোষাধ্যক্ষের যৌথ স্বাক্ষর দ্বারা ব্যাংক হিসাব পরিচালিত হবে এবং কোষাধ্যক্ষের স্বাক্ষর বাধ্যতামূলক হবে।

২.৪.৩ সামাজিক নিরীক্ষা কমিটি (এসএসি)

- সিএফএমসি সামাজিক নিরীক্ষা কমিটি (এসএসি) এর মাধ্যমে ভিসিএসসি, এফপিসিসি, এফএসি, পিসি এবং অন্যান্য উপ-কমিটির কার্যক্রম পরিবীক্ষণ করবে।
- সামাজিক নিরীক্ষা কমিটি (এসএসি) ৪ সদস্য-বিশিষ্ট হবে (২ জন পুরুষ ও ২ জন নারী) এবং তারা সিআইপি পদ্ধতিতে নির্বাচিত সুবিধাভোগীদের মধ্য থেকে সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনা কমিটি (সিএফএমসি) কর্তৃক সরাসরি নিয়োজিত হবেন । কমিটির ১ জন আহ্বায়ক থাকবেন।
- সামাজিক নিরীক্ষা কমিটির (এসএসি) সদস্যগণ সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনা কমিটির (সিএফএমসি) বা অন্য কোন কমিটির নেতা (আহ্বায়ক বা সদস্য-সচিব) হতে পারবেন না।

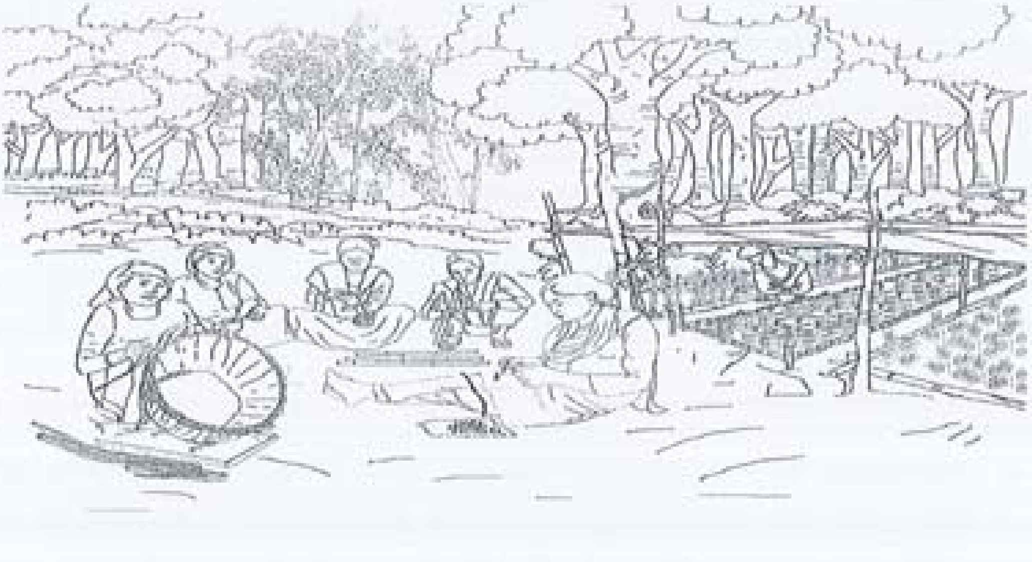

চিত্র ৮: বন সংরক্ষণ গ্রামের সদস্যরা বিকল্প আয়বর্ধক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে

- এসএসি সদস্যদের বিভিন্ন উপ-কমিটির কার্যক্রম সম্পর্কে ভাল জ্ঞান থাকতে হবে, যেমন- ক্রয়, হিসাব সংরক্ষণ, আর্থিক লেন-দেন, উপ- প্রকল্প কার্যক্রম, প্রকল্পের সভা ইত্যাদি।
- এসএসি সদস্যগণ তাদের ন্যায়পরায়নতা ও সততার জন্য সুপরিচিত হবেন।
- তাঁরা গ্রামের কোন গোষ্ঠীর পক্ষে পক্ষপাতিত্ব করবেন না।

সামাজিক নিরীক্ষা কমিটির (এসএসি) ভূমিকা এবং দায়িত্বসমূহ:

- উপ-কমিটিসমূহের (এফপিসিসি, ভিসিএসসি, এফএসি, পিসি এবং অন্যান্য কমিটি) কর্মকান্ড পরিবীক্ষণ ও নিরীক্ষা করা- তাদের কর্তৃক সমস্ত ১০টি মূল নীতিমালা (কোর ভ্যালু) এবং 'কম' নির্দেশনা যথাযথভাবে অনুসরণ করা হচ্ছে কি না;
- ঋণ ও সঞ্চয় কমিটি (ভিসিএসসি), অর্থ ও হিসাব কমিটি (এফএসি) এবং অন্যান্য উপ-কমিটির নথিপত্র যাচাই করে কমিটির সভায় প্রতিবেদন উপস্থাপন এবং সিএফএমসি এর নিকট দাখিল করার জন্য পর্যবেক্ষণসহ সুপারিশ তৈরি করা;
- এসএসি কর্তৃক কোনও অনিয়ম উদঘাটিত হলে সমস্যাটি নিরসনের জন্য পরবর্তী এসএসি সভায় আলোচনা করা এবং প্রতিবেদন তৈরি করে পরবর্তী পদক্ষেপের জন্য সিএফএমসি এর নিকট দাখিল করা;
- সকল ঋণ আবেদন যাচাই করা, ঋণ রেজিস্টার ও পাশবই পুনর্যাচাই করা;
- অর্থ ও হিসাব কমিটির (এফএসি) নথিপত্র ব্যাংক বিবরণীর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কি না এবং বিভিন্ন উপ-প্রকল্পের খরচের স্বপক্ষে আসল বিল-ভাউচার জমা দেয়া হয়েছে কি না তা পরীক্ষা করা;
- উপ-প্রকল্প প্রস্তাবনা এবং বিকল্প আয়বর্ধক কাজের প্রস্তাবসমূহ এবং কমিউনিটি উন্নয়ন তহবিল ও জীবিকা উন্নয়ন তহবিল এর প্রতি কিস্তির অর্থ ছাড়ের প্রস্তাবসমূহ সম্পাদিত কাজের প্রকৃত অর্জন/মাইলফলক প্রাক্-মূল্যায়ন পূর্বক সুপারিশ প্রদান;
- দলীয় সঞ্চয়, কিস্তি আদায় এবং ব্যাংকে জমা যাচাই করা;
- খেলাপি ঋণ যাচাই এবং কারণ অনুসন্ধান করা। কোন প্রকার আর্থিক দুর্নীতি এবং জালিয়াতির ক্ষেত্রে আইনী পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সিএফএমসি এবং সিএফএমসিসি কে পরামর্শ প্রদান;
- সিএফএমসি এর চাহিদা অনুযায়ী যে কোন অভিযোগ, দ্বন্দ্ব এবং অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করা;
- এসএসি সকল ক্রয় কার্যক্রম এবং খরচসমূহ খতিয়ে দেখবে।

২.৪.৪ অর্থ ও হিসাব কমিটি

- অর্থ ও হিসাব কমিটি (এফএসি) সিএফএমসি-র আর্থিক বিষয়াদির জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কমিটি যা বন সংরক্ষণ গ্রাম থেকে সিআইপি পদ্ধতিতে নির্বাচিত ৪ জন সুবিধাভোগী সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হবে। কমিটির একজন আহ্বায়ক, একজন সদস্য-সচিব, একজন কোষাধ্যক্ষ এবং একজন সাধারণ সদস্য থাকবে;
- ৪ জন সদস্যের মধ্যে ২ জন পুরুষ ও ২ জন নারী সদস্য থাকবেন;
- অর্থ ও হিসাব কমিটির সদস্যগণ আর্থিক বিষয়াদি ও 'কম' পুস্তিকার উপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করবেন;

- কমিটির কোষাধ্যক্ষ স্বীয় দায়িত্বের অতিরিক্ত হিসেবে সিএফএমসি কে ব্যাংক হিসাব পরিচালনা এবং এতদসংক্রান্ত নথিপত্র সংরক্ষণ ও হেফাজতের জন্য কারনিক সহায়তা প্রদান করবেন।

চিত্র ৯: সামাজিক নিরীক্ষা কমিটির সভায় প্রকল্পের কর্মসূচি নিরীক্ষার ফলাফল বিশ্লেষণ করা হচ্ছে

অর্থ ও হিসাব কমিটির প্রধান ভূমিকা ও দায়িত্বসমূহ:

- অর্থ ও হিসাব কমিটি উপ-প্রকল্প প্রস্তাবনা তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহে সহায়তা করবে এবং কমিউনিটি উন্নয়ন তহবিলের আওতায় আর্থিক সহায়তা প্রাপ্তির জন্য বিস্তারিত প্রকল্প প্রস্তাব তৈরি করে সিএফএমসি থেকে অনুমোদন গ্রহণ করবে;
- অর্থ ও হিসাব কমিটি কমিউনিটি উন্নয়ন তহবিলের আওতায় গৃহীত উপ-প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়ন ও তত্ত্বাবধান করবে।
- অর্থ ও হিসাব কমিটির কোষাধ্যক্ষ তহবিল ভিত্তিক ক্যাশবই ও লেজার বই, মাসিক লেন-দেনের বিবরণী (আর্থিক প্রবাহ), আয়-ব্যয়ের বিবরণী, ব্যালেন্স শিট, চেক রেজিস্টার, চেক বই, জমা স্লিপ, ব্যাংক বিবরণী ইত্যাদি যথাযথভাবে প্রস্তুত, রক্ষণাবেক্ষণ এবং হেফাজত করবে;
- নিরীক্ষার জন্য সমস্ত হিসাব সংক্রান্ত নথিপত্র সামাজিক নিরীক্ষা কমিটিকে (এসএসি) সরবরাহ করবে;
- কমিউনিটি উন্নয়ন তহবিলের আওতাধীন খরচের সকল ধরণের বিল-ভাউচার কোষাধ্যক্ষ সংরক্ষণ করবেন;
- প্রকল্পের তহবিল খরচের মাসিক হিসাব ও অগ্রগতি প্রতিবেদন তৈরি করা এবং পরবর্তী মাসের পাঁচ তারিখের মধ্যে বিভাগীয় বন কর্মকর্তার দপ্তরে দাখিল নিশ্চিত করা;
- আহ্বায়ক, সদস্য-সচিব এবং কোষাধ্যক্ষের যৌথ নামে একটি ব্যাংক হিসাব খোলা হবে। ব্যাংক হিসাব পরিচালনা করার জন্য যে কোন দু'জনের স্বাক্ষর বাধ্যতামূলক হবে;
- সিএফএমসি কর্তৃক অনুমোদিত পণ্য, সেবা ও কার্য সরবরাহকারীর বিল পরিশোধ করা;
- বার্ষিক বাজেট ও কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন;

- ছোটখাট জরুরী খরচ নির্বাহ করার জন্য কোষাধ্যক্ষের নিকট ১,০০০ টাকার নগদ তহবিল সংরক্ষণ করা;
- সর্বদা ত্রুটিহীন আর্থিক লেনদেন নিশ্চিত করা এবং নিরীক্ষা প্রতিবেদন পর্যালোচনা করা;
- ১০,০০০ টাকার উপরের যে কোনও ধরণের লেনদেন ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে সম্পন্ন করা;
- প্রতি মাসে কমিটির অন্ততঃ একটি সভা অনুষ্ঠিত হবে যেখানে সকল ধরণের বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা করা হবে;
- সিএফএমসি এর একজন সদস্য ছাড়া এ কমিটির সদস্যগণ অন্য কমিটিতে জড়িত থাকতে পারবেন না।

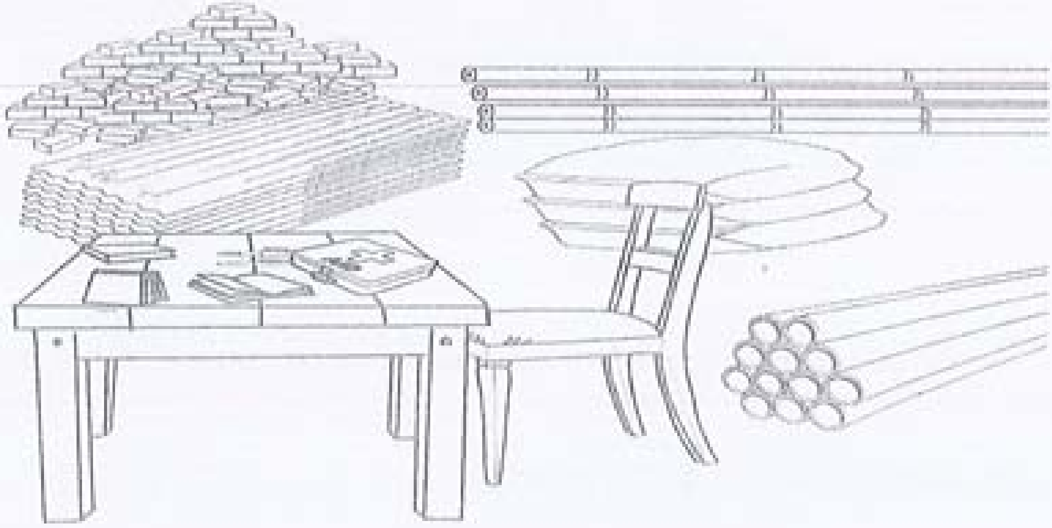

চিত্র ১০: গ্রামে কমিউনিটি উন্নয়ন কাজের জন্য সংগৃহীত দ্রব্যাদি

২.৪.৫ ক্রয় কমিটি (পিসি)

- সিএফএমসি কর্তৃক বন সংরক্ষণ গ্রাম (এফসিভি) থেকে ৪ জন সুবিধাভোগী সদস্য নিয়ে এ কমিটি গঠন করা হবে। কমিটির একজন আহ্বায়ক এবং অন্যরা সাধারণ সদস্য হিসেবে থাকবেন।
- ৪ সদস্যের মধ্যে ২ জন পুরুষ এবং ২ জন নারী সদস্য থাকবেন।

কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলী:

- একক ক্ষেত্রে ২৫,০০০ টাকার উপরের যে কোনও প্রকারের কেনাকাটা ক্রয় কমিটির মাধ্যমে করতে হবে;
- ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত কেনাকাটা কোটেশনের মাধ্যমে সম্পন্ন করতে হবে;
- ৫ লক্ষ টাকার উপরে ক্রয়ের ক্ষেত্রে পত্র-পত্রিকা, ম্যাগাজিন, ইন্টারনেট ইত্যাদিতে দরপত্র বিজ্ঞপ্তি প্রচার করতে হবে। দরপত্র বিজ্ঞপ্তি সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত স্থান, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের অফিসসমূহ ইত্যাদিতে প্রদর্শিত হতে হবে;
- ক্রয় সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় কমিটির কমপক্ষে ৫০% সদস্যকে উপস্থিত থাকতে হবে;
- ক্রয় কমিটি কোনও বিশেষ ক্রয়ের সময় কোনও বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির কাছ থেকে কারিগরী সহায়তা নিতে পারবে।

উপ-কমিটির সদস্যগণ সংশ্লিষ্ট উপ-কমিটির বিশেষ দায়িত্ব পালন ছাড়াও নিম্নেবর্ণিত সাধারণ দায়িত্বসমূহ পালন করবেন:

- নিয়মিত দলীয় সভায় অংশ গ্রহণ করবেন এবং ঋণ ও সঞ্চয় কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে সিএফএমসি কর্তৃক অনুমোদিত হারে নিয়মিত ব্যক্তিগত সঞ্চয় করবেন;
- প্রয়োজন মোতাবেক প্রশিক্ষণ কর্মসূচীতে অংশ গ্রহণ করবেন;
- অন্যান্য সকল সুবিধাভোগীদের মত প্রকল্পের 'কোর ভ্যালু' মেনে চলবেন;
- আয়বর্ধক কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য ঘুর্ণায়মান তহবিল থেকে ঋণ গ্রহণ করবেন;
- অভ্যন্তরীণ ও ঘুর্ণায়মান, উভয় তহবিল থেকে গৃহীত ঋণের কিস্তি সার্ভিস চার্জসহ সময়মত পরিশোধ করবেন এবং ২৪ ঘন্টার মধ্যে তা ঋণ ও সঞ্চয় কমিটির নিকট জমা নিশ্চিত করবেন;
- ঋণ গ্রহণ প্রক্রিয়ার অন্যান্য দলীয় সদস্যদের পক্ষে জিম্মাদার হবেন;
- এফপিসিসি বা বন বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত অন্য কোনও কার্যক্রম সম্পাদন করবেন এবং বনের নিরাপত্তা ও সংরক্ষণ কার্যক্রম সম্পর্কে আলোচনা এবং সেগুলো অনুসরণ করবেন।

২.৫ সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটি (সিএফএমসিসি)

কোনও বিটে একাধিক সিএফএমসির ক্ষেত্রে সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনা কমিটিসমূহের প্রতিনিধিগণের সমন্বয়ে সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটি গঠনের প্রয়োজন হতে পারে। এ কমিটির রূপরেখা নিম্নরূপ হবে:

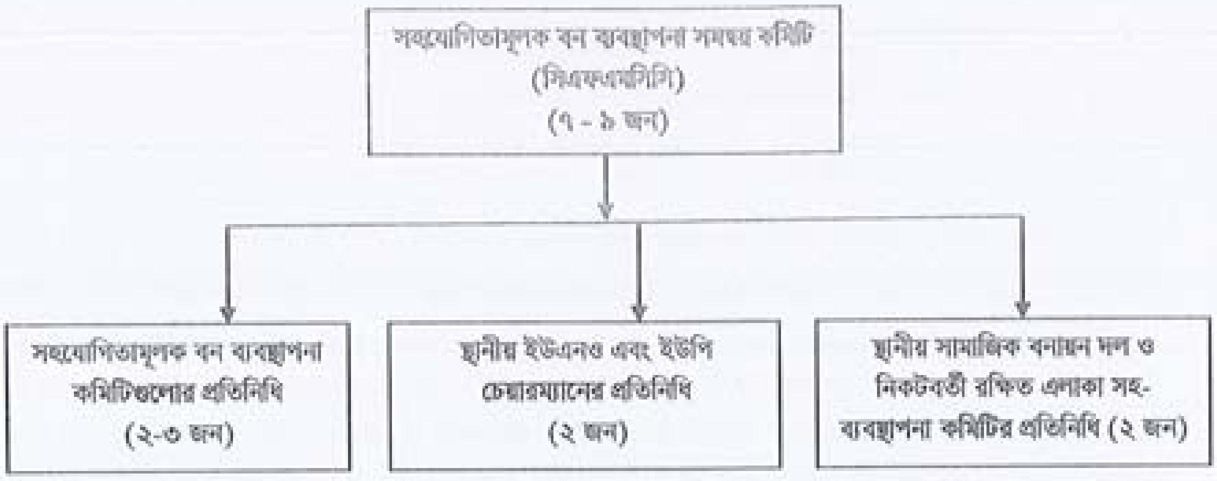

চিত্র ১১: সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটির (সিএফএমসিসি) কাঠামো

সিএফএমসিসি গঠন: সিএফএমসিসমূহ থেকে একজন (১) করে প্রতিনিধি নিয়ে ৭ - ৯ সদস্য-বিশিষ্ট সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটি (সিএফএমসিসি) গঠন করা হবে। সংশ্লিষ্ট ইউএনও এই কমিটির জন্য একজন (১) পুরুষ/মহিলা সদস্য এবং ইউপি চেয়ারম্যান একজন (১) মহিলা সদস্য মনোনীত করবেন। স্থানীয় সামাজিক বনায়ন কমিটি থেকে একজন (১) এবং নিকটবর্তী রক্ষিত এলাকার একজন (১) প্রতিনিধি কমিটির সদস্য হিসেবে অন্তর্ভূক্ত হবেন। সদস্যগণ তাদের মধ্যে একজনকে চেয়ারপারসন নির্বাচিত করবেন।

বিট কর্মকর্তা (বিও) তার বিট অধিক্ষেত্রে এ কমিটির সদস্য-সচিব হিসাবে দায়িত্ব পালন করবেন। সমান ভোটের ক্ষেত্রে বিট কর্মকর্তা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন। এ কমিটি সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনা কমিটিসমূহ (সিএফএমসি), অন্যান্য উপ-কমিটি এবং মাঠের সকল কাজে সংশ্লিষ্ট বিট এলাকায় সমন্বয়কের ভূমিকা পালন করবে।

২.৫.১ চেয়ারপারসন ও সদস্য-সচিবের দায়িত্ব ও কর্তব্য:

ক) চেয়ারপারসন

- সভায় সভাপতিত্ব করা এবং পরিচালনা করা;
- চেয়ারপারসনের অনুপস্থিতিতে যে কোন একজন সদস্যকে সভার সভাপতি নির্বাচিত করা হবে;
- সভার আলোচ্য বিষয়সমূহ চূড়ান্তভাবে নির্ধারণ করা;
- সভায় কোন দ্বন্দ্ব দেখা দিলে তা নিরসন করা;
- গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি সভায় উত্থাপন এবং সভার মাধ্যমে তা সমাধান;
- বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান/সংস্থার সাথে যোগাযোগ করা; এবং
- সদস্য-সচিবের মাধ্যমে সভা আহ্বান করা।

খ) সদস্য-সচিব

- চেয়ারপারসনের অনুমতিক্রমে সিএফএমসিসি-র সভা আয়োজন করা
- সভার কার্যবিবরণী লিপিবদ্ধ করা;
- সকল নথিপত্র সংরক্ষণ ও নিরাপদ হেফাজতে রাখা;
- সভা পরিচালনায় চেয়ারপারসনকে সহায়তা করা;

২.৬. রক্ষিত এলাকা সহ-ব্যবস্থাপনা

কিছু নির্বাচিত রক্ষিত এলাকা সুফল প্রকল্পের ব্যবস্থাপনার আওতায় এনে সেখানে বিদ্যমান সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটিকে পুনর্গঠিত ও সক্রিয় করা বা কমিটি না থাকলে সেখানে নতুন কমিটি গঠন করে রক্ষিত এলাকাগুলোর ব্যবস্থাপনা শক্তিশালী করা হবে এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হবে। সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনগুলোর গঠন এবং এগুলোর দায়িত্ব ও কার্যাবলী রক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০১৭ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে। তবে সুফল প্রকল্পের কর্মসূচি সুচারুরূপে বাস্তবায়নে সহায়তার জন্য বিশেষতঃ রক্ষিত এলাকা প্রভাবিত এলাকায় কমিউনিটি উন্নয়ন এবং বিকল্প আয়বর্ধক কার্যক্রম শুরু করার জন্য রক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০১৭ এর বিধি ৩১(২) অনুযায়ী গ্রাম পর্যায়ের সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনসমূহের কাঠামোতে কিছু বিশেষ ব্যবস্থা রাখা হবে। প্রত্যেক বিটের অধিক্ষেত্রাধীন যে সব গ্রামের রক্ষিত এলাকার উপর বিশেষ প্রভাব রয়েছে সে সব গ্রাম পূর্বে বর্ণিত সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিতে ব্যবহৃত বন সংরক্ষণ গ্রাম নির্বাচনের বৈশিষ্ট্যসমূহের ভিত্তিতে নির্বাচন করা হবে। 'কম' এর চতুর্থ অধ্যায়ে বর্ণিত সিএফএম পদ্ধতিতে ব্যবহৃত একই পদ্ধতি ও বৈশিষ্ট্য অনুসরণ করে প্রকল্পের সুবিধাভোগী সনাক্ত করা হবে যাদের দ্বারা ভিলেজ কনজারভেশন ফোরাম (ভিসিএফ) গঠিত হবে। প্রত্যেক গ্রামে ভিসিএফ সদস্যদের সমন্বয়ে একটি গ্রাম সংরক্ষণ ফোরামের নির্বাহী কমিটি (ভিসিএফ-ইসি) এবং ৪টি উপ-কমিটি, যথা: অর্থ ও হিসাব কমিটি, ঋণ ও সঞ্চয় কমিটি, ক্রয় কমিটি ও সামাজিক নিরীক্ষা কমিটি গঠন করা হবে। অধিকতর যোগ্যতা সম্পন্ন ভিসিএফ সদস্যদের অন্তর্ভুক্ত

করে বিদ্যমান কমিউনিটি পেট্রোল গ্রুপগুলোকে (সিপিজি) পুনর্গঠিত ও শক্তিশালী করা হবে। সহ-ব্যবস্থাপনা নির্বাহী কমিটি (সিএমইসি) পিপল'স ফোরামের সহায়তায় ভিসিএফ সভায় কমিটিগুলো গঠন করবে।

সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির পিপল'স ফোরাম, ভিসিএফ নির্বাহী কমিটি, কমিউনিটি পেট্রোল গ্রুপ (সিপিজি), এফএসি, ভিসিএসসি, পিসি ও এসএসি এর ভূমিকা ও দায়িত্বসমূহ যথাক্রমে সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির সিএফএমসিসি, এফপিসিসি, এফএসি, ভিসিএসসি, পিসি ও এসএসি এর অনুরূপ হবে।

সকল প্রকার আর্থিক সহায়তার প্রস্তাব ভিসিএফ নির্বাহী কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে এবং সহ-ব্যবস্থাপনা নির্বাহী কমিটি কর্তৃক প্রতিস্বাক্ষরিত হতে হবে। কস্ট সেন্টার থেকে প্রকল্পের তহবিল (কমিউনিটি উন্নয়ন তহবিল, জীবিকা উন্নয়ন তহবিল ইত্যাদি) সরাসরি সহ-ব্যবস্থাপনা নির্বাহী কমিটিকে বরাদ্দ করা হবে যা পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ভিসিএফ নির্বাহী কমিটির মাধ্যমে অবশেষে এফএসি/ভিসিএসসি এর ব্যাংক হিসাবে স্থানান্তর করা হবে।

মাসিক হিসাব বিবরণী ও অগ্রগতি প্রতিবেদনসহ সকল প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট উপ-কমিটি পর্যায়ে তৈরি হবে এবং কস্ট সেন্টারে প্রেরণের পূর্বে ভিসিএফ নির্বাহী কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে এবং সহ-ব্যবস্থাপনা নির্বাহী কমিটি কর্তৃক প্রতিস্বাক্ষরিত হতে হবে।

২.৬.১ ভিসিএফ নির্বাহী কমিটি গঠন (ভিসিএফ-ইসি)

ভিসিএফ নির্বাহী কমিটি নয় (৯) সদস্য-বিশিষ্ট হবে। সিআইপি পদ্ধতিতে নির্বাচিত ভিসিএফ সদস্যদের (সুবিধাভোগী) মধ্য থেকে একজনকে সভাপতি নির্বাচন/বাছাই করা হবে এবং সংশ্লিষ্ট বিট কর্মকর্তা বা তৎকর্তৃক মনোনীত একজন বন কর্মচারী কমিটির সদস্য-সচিবের দায়িত্ব পালন করবেন। পাঁচটি উপ-কমিটি থেকে পাঁচ (৫) জন সদস্যকে এ কমিটির সদস্য হিসেবে মনোনীত করা হবে। স্থানীয় সামাজিক বনায়ন কমিটি থেকে এক (১) জন প্রতিনিধি এ কমিটির সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হবেন। সহ-ব্যবস্থাপনা নির্বাহী কমিটি তাদের একজন প্রতিনিধিকে এ কমিটির সদস্য হিসেবে মনোনয়ন দেবে।

ভিসিএফ নির্বাহী কমিটি মাসে অন্ততঃ একবার সভায় মিলিত হয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিবে। সভায় গৃহীত সকল সিদ্ধান্ত সভার কার্যবিবরণী বহিতে লিপিবদ্ধ করা হবে।

গ্রাম পর্যায়ের সংগঠনগুলোর (ভিসিএফ-ইসি, ভিসিএসসি, এসএসি, এফএসি, পিসি ও সিপিজি) মেয়াদ হবে দু'বছর এবং প্রতি দু'বছর পর পর তা পুনর্গঠন করা হবে। প্রতি মেয়াদান্তে, অন্যান্য সম্ভাবনাময় ভিসিএফ সদস্যদের কমিটির নেতৃত্বে আসার সুযোগ সৃষ্টি করে দিতে হবে এবং কোন সদস্য পর পর দু'বার কমিটির গুরুত্বপূর্ণ পদগুলোতে (সভাপতি/কোষাধ্যক্ষ) অধিষ্ঠিত হতে পারবেন না। সহ-ব্যবস্থাপনা নির্বাহী কমিটি স্বচ্ছ এবং সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য সকল পদক্ষেপ ও ব্যবস্থা অনুমোদন ও আয়োজন করবে। ভিসিএফ নির্বাহী কমিটি ও অন্যান্য উপ-কমিটিগুলো গঠন কাজে এনজিও সহায়তা করবে এবং সংশ্লিষ্ট বিট কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ তা তদারক করবেন।

ভিসিএফ নির্বাহী কমিটির রূপরেখা:

চিত্র ১২: ভিসিএফ নির্বাহী কমিটির রূপরেখা

চিত্র ১৩: রক্ষিত এলাকার জন্য গ্রাম পর্যায়ের সংগঠনসমূহের কাঠামো বিন্যাস

<u>পরিশিষ্ট - ১</u>

বন নির্ভর পরিবারের জন্য নিবন্ধন রেজিস্টার এর ছক

রেঞ্জ/বিট :

গ্রামের নাম/মৌজা/পাড়া :

পরিবার প্রধান নাম :

সদস্যদের শ্রেণী বিভাগ :

- চরম দরিদ্র বন নির্ভরশীল
- দরিদ্র বন নির্ভরশীল
- অসহায় বন নির্ভরশীল (অক্ষম, নারী, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী, বয়স্ক ইত্যাদি)
- অন্যান্য

পরিবারের সদস্যদের বিবরণ:

ক্রমিক নং	নাম	সম্পর্ক	লিঙ্গ	বয়স	শিক্ষাগত যোগ্যতা	পেশা

মালিকানাধীন সম্পদের বিবরণ:

১. ঘর বাড়ির ধরণ :

২. জমির বিবরণ :

৩. অন্যান্য সম্পদ :

অন্য প্রকল্প থেকে প্রাপ্ত সুবিধাদি:

ক্রমিক নং	নাম	সুবিধাদির বিবরণ			মন্তব্য
		প্রাপ্তির তারিখ	সুবিধার ধরণ	সুবিধার পরিমাণ (টাকা)	

তৃতীয় অধ্যায়

গ্রাম পর্যায়ের সংগঠন তৈরির কার্যপ্রণালী

৩.১ গ্রাম সংগঠন তৈরির ধাপসমূহ

৩.১.১ যোগাযোগ প্রচারণা: বন বিভাগ কর্তৃক এনজিও-র সহায়তায় গ্রাম পর্যায়ে তথ্য প্রচারের জন্য সভার আয়োজন করা হবে। সভায় সুফল প্রকল্পের মূল নীতি, অংগসমূহ, কাজের পদ্ধতি ও ধাপসমূহ আলোচনা করা হবে। এর মাধ্যমে সম্ভাব্য সুবিধাভোগীরা নির্বাচন প্রক্রিয়া, সুবিধাভোগী সনাক্তকরণ প্রক্রিয়ার ধাপসমূহ ইত্যাদিসহ প্রকল্পের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি সম্পর্কে জানতে পারবে। যোগাযোগ প্রচারণা সমাপ্তির পর বন কর্মকর্তাগণের সাথে আলোচনা করে এনজিও প্রকল্পের কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য গ্রাম নির্বাচনের উৎসাহ যাচাই অনুশীলন সম্পন্ন করবে।

৩.১.২ সম্মতি জ্ঞাপক সিদ্ধান্তের আদর্শ কার্যবিবরণী: যে সব উৎসাহী গ্রাম প্রকল্প সম্পর্কে এবং প্রকল্প থেকে হতদরিদ্র এবং দরিদ্র বন নির্ভর পরিবারের জন্য প্রদত্ত সুবিধাদি সম্পর্কে জানার পর তাদের আগ্রহ ও সম্মতি প্রকাশ করবে এনজিও বন বিভাগের নিবিড় তত্ত্বাবধানে সে সব গ্রামে প্রকল্পের কর্মসূচি বাস্তবায়ন করবে। অবশেষে এ ধরণের নির্বাচিত গ্রাম তাদের উৎসাহ প্রদর্শন করে সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে এবং অধিকাংশ হতদরিদ্র ও দরিদ্র বন নির্ভর পরিবারগুলো নিজেদের কল্যাণের সাথে সাথে সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনা, বনের নিরাপত্তা, পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়নে বন বিভাগের সাথে একত্রে কাজ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ পূর্বক এগিয়ে আসবে। সম্মতি জ্ঞাপক সিদ্ধান্তের আদর্শ কার্যবিবরণীর নমুনা পরিশিষ্ট- ২ এ সংযুক্ত করা হল।

৩.১.৩ কমিউনিটি দরিদ্র সনাক্তকরণ (সিআইপি) পদ্ধতি: বন নির্ভর জনগোষ্ঠী এ প্রকল্পের প্রাথমিক অংশীজন- বিষয়টি মনে রেখে অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিতে নির্দিষ্ট সুবিধাভোগী সনাক্তকরণে বন বিভাগ ও এনজিও সহায়তা প্রদান করবে। জনগণ কর্তৃক দরিদ্র বন নির্ভরশীল সুবিধাভোগী স্বনির্বাচন (সিআইপি) পদ্ধতিতে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে হতদরিদ্র, দরিদ্র, অসহায়, ঝুঁকিগ্রস্থ এবং নারী প্রধান বন নির্ভর পরিবার সনাক্তকরণ ও তাদের তালিকা তৈরি করা হয় যা 'কম' পুস্তিকার চতুর্থ অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

৩.১.৪ সামাজিক জাগরণ: নির্বাচিত গ্রামসমূহের বন নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীকে প্রকল্পের বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়নে এগিয়ে আসতে হবে। গ্রামের বন নির্ভর পরিবার সনাক্তকরণের পর তাদের দারিদ্রতার কারণ, নিজেদের সমস্যা সমাধানের উপায়সমূহ, তাদের সংগঠিত হওয়ার প্রয়োজনীয়তা, নেতৃত্ব ও নেতার প্রয়োজনীয়তা, সুফল প্রকল্পের প্রতি তাদের উদ্যোগী হওয়ার গুরুত্ব ইত্যাদি বিষয়ে এনজিও ছোট ছোট দলে আলোচনার আয়োজন করবে। বন কর্মকর্তাগণের সাথে পরামর্শ করে এবং তাঁদের সক্রিয় অংশ গ্রহণের মাধ্যমে এনজিও এ সব প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে সহায়তা করবে।

৩.১.৫ দল ও কমিটি গঠন এবং নেতৃত্ব নির্বাচন: গ্রামের সকলের পক্ষে তাদের কল্যাণ ও উন্নয়নের দায়িত্ব নেয়া সম্ভব হয় না। সুতরাং উন্নয়নমূলক কাজ পরিচালনার জন্য একটি সংগঠন/প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন। সামাজিক জাগরণের পর জনগণ গ্রাম পর্যায়ে সংগঠন ও কমিটি গঠন করবে। তারা দ্বিতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত বন নিরাপত্তা ও সংরক্ষণ কমিটি, ঋণ ও সঞ্চয় কমিটি, অর্থ ও হিসাব কমিটি, ক্রয় কমিটি, সামাজিক নিরীক্ষা কমিটি এবং বিভিন্ন উপ-কমিটি গঠন করবে।

৩.১.৬ কমিউনিটি অপারেশনস্ ম্যানুয়াল (কম) এর উপর কমিটির সদস্য/নেতৃত্বকে প্রশিক্ষণ প্রদান: গ্রাম পর্যায়ের সংগঠনগুলো দক্ষতার সাথে এবং সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য কমিটির সদস্যদের সাংগঠনিক ব্যবস্থাপনা/বিষয়ের উপর দক্ষতা বৃদ্ধি করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। দক্ষতা বাড়ানোর লক্ষ্যে নথিপত্র রক্ষক, কমিটির সদস্যবৃন্দ এবং অন্যান্য জনগোষ্ঠীর জন্য 'কম' পুস্তিকা, সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনা, বনের নিরাপত্তা এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়ের উপর এনজিও প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন করবে, যেমন-

- সকল গ্রামবাসী এবং অন্যান্য অংশীজনদের প্রকল্পের 'মূল নীতি' সম্পর্কে অবহিত করা;
- গ্রামের জনগণকে প্রকল্পের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে জানানো;
- অন্যান্য প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করে তাদের ভাল উদ্যোগসমূহ সম্পর্কে শিক্ষা গ্রহণ করা;
- গ্রামের উন্নয়নের জন্য আরও অতিরিক্ত তথ্য সংগ্রহ করা।

৩.২ কমিটির সদস্যদের মেয়াদ

সুফল প্রকল্পের অধীনে গঠিত সকল গ্রাম সংগঠন এবং কমিটির অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে নেতৃত্বের বিকাশ ঘটাতে হবে। প্রথম কমিটি/গ্রাম প্রতিষ্ঠানসমূহ (সিএফএমসি/ভিসিএফ-ইসি, ভিসিএসসি, এফপিসিসি/সিপিজি, এসএসি, এফএসি, পিসি ইত্যাদি) দু'বছর মেয়াদের জন্য গঠিত হবে এবং পরবর্তীতে প্রতি দু'বছর পর পর কমিটিগুলো পুনর্গঠন করা হবে। প্রতি মেয়াদ শেষে অন্যান্য সম্ভাবনাময় সদস্যদেরকে কমিটির নেতৃত্ব গ্রহণের সুযোগ দেয়া হবে এবং কোন সদস্য পরপর দু'মেয়াদে কমিটির গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হতে পারবেন না। স্বচ্ছ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য সিএফএমসি সমস্ত পদক্ষেপ ও ব্যবস্থা অনুমোদন ও আয়োজন করবে। এনজিও/সিএফএমসি/ভিসিএফ-ইসি অন্যান্য কমিটি গঠনের প্রক্রিয়ায় সহায়কের ভূমিকা পালন করবে।

৩.৩ সামাজিক সুরক্ষা নীতিমালা

প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য গ্রাম পর্যায়ে বন নির্ভর জনগোষ্ঠী নিবার্চন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিতে বন নির্ভর সম্প্রদায়গুলো বনের স্থায়ীত্বের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে তাদের জীবিকা নির্বাহ করবে। সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিচালনা এবং সুবিধাভোগী বাছাইয়ের জন্য জনগণের সাথে আচরণের ক্ষেত্রে সামাজিক সুরক্ষা নীতি অনুসরণ করা হবে। প্রকল্পের জন্য পরিবেশগত এবং সামাজিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো (ইএসএমএফ) ২০১৮ প্রস্তুত করা হয়েছে। এ উদ্দেশ্যে প্রকল্পের আওতায় যে কোন কর্মসূচি ও কার্যক্রম বাস্তবায়নের পূর্বে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সাথে প্রাক-অবহিতকরণ মুক্ত আলোচনা সভা করা হবে। প্রকল্পে নিয়োজিত সামাজিক সুরক্ষা বিশেষজ্ঞ প্রকল্পের জন্য তৈরিকৃত ইএসএমএফ, পুনর্বাসন প্রক্রিয়া কাঠামো (আরপিএফ) এবং ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী উন্নয়ন কাঠামো (এসইসিডিএফ) বাস্তবায়নে সহায়তা দিবেন এবং নীতিগুলো অনুসরণ নিশ্চিত করবেন। ইএসএমএফ, ২০১৮ এর বিষয়ে সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে এবং বাস্তবায়নে সচেতন করে তোলা হবে। ইএসএমএফ সমন্বয়ক প্রকল্প বাস্তবায়নকালে পরিবেশগত সুরক্ষা কাঠামো বাস্তবায়ন নিশ্চিত করবেন এবং এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, রেঞ্জ কর্মকর্তা এবং বিট কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। জেন্ডার সুরক্ষা বিশেষজ্ঞ জেন্ডার বৈষম্য কমানো এবং প্রকল্পের অধীনে জেন্ডার সংবেদনশীল আয়বর্ধক কার্যক্রমের সুযোগ সৃষ্টিতে কাজ করবেন। প্রকল্পের কাজ সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য বন নির্ভর জনগোষ্ঠী ও সংশ্লিষ্ট বন কর্মকর্তাদের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে।

৩.৪ অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা

সামাজিক ব্যবস্থাপনা কাঠামোসহ প্রকল্পের কর্মসূচি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রাপ্ত অভিযোগ ও ক্ষোভ নিরসনের জন্য বন অধিদপ্তরের অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা অনুসরণ করা হবে। সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের সাথে আলোচনা ও ঐকামত্যের ভিত্তিতে অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা কমিটি সমঝোতা ও দ্রুততার সাথে সমস্যা/দ্বন্দ্ব নিরসনের চেষ্টা করবে যাতে প্রকল্পের কর্মসূচি বাস্তবায়ন ব্যাহত না হয়।

বন নির্ভর জনগোষ্ঠী কর্তৃক সুফল প্রকল্পে অংশগ্রহণের সম্মতি সূচক সিদ্ধান্তের কার্যবিবরণী

রেঞ্জ/বিটের নাম:

বন সংরক্ষণ গ্রামের নাম: ....

আমরা সংযুক্ত তালিকায় (সংযুক্তি- ২.১) স্ব স্ব নামের পাশে স্বাক্ষরকারী .... গ্রামে বসবাসকারী জনগণ .... তারিখে .... স্থানে জনাব .... এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক সভায় বন অধিদপ্তরের আওতায় বাস্তবায়নাধীন 'সুফল' প্রকল্পের কার্যক্রমে অংশ গ্রহণে সম্মতি জ্ঞাপন করছি এবং উপস্থিত সকলের সাথে আলোচনা পূর্বক নিম্নেবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নে প্রতিশ্রুতি প্রদান করছি:

১। অতঃপর সকল কর্মসূচীতে প্রকল্পের অলঙ্ঘনীয় 'মূল নীতি' অনুসরন করা হবে।

২। গ্রামের সাধারণ পরিষদকে 'বন সংরক্ষণ গ্রাম' (এফসিভি)/'গ্রাম সংরক্ষণ ফোরাম' (ভিসিএফ) বলা হবে; এবং

- 'বন সংরক্ষণ গ্রাম' (এফসিভি)/'গ্রাম সংরক্ষণ ফোরাম' (ভিসিএফ) এর সকল সদস্যের বিস্তারিত তথ্য স্ব স্ব স্বাক্ষরসহ সদস্য বহিতে সংরক্ষণ করা হবে;
- গ্রামের ৬০% পরিবারের প্রতিনিধিগণের উপস্থিতিতে 'বন সংরক্ষণ গ্রাম' (এফসিভি)/'গ্রাম সংরক্ষণ ফোরাম' (ভিসিএফ) এর সভার কোরাম পূর্ণ হবে। গ্রামবাসীর বা সিএফএমসি/সিএমইসি এর প্রয়োজন অনুসারে বা 'বন সংরক্ষণ গ্রাম' (এফসিভি)/'গ্রাম সংরক্ষণ ফোরাম' (ভিসিএফ) এর সভা আয়োজন করা হবে এবং এর একটি বার্ষিক সাধারণ সভা হিসেবে বিবেচিত হবে;
- এফসিভি/ভিসিএফ, সিএফএমসি/ভিসিএফ-ইসি, এফপিসিসি/সিপিজি, ভিসিএসসি, এফএসি, পিসি এবং এসএসি এর সকল সদস্যগণ অবশ্যই 'কম' এ বর্ণিত স্ব স্ব উপ-কমিটির সকল দায়িত্বাবলী যথাযথভাবে পালন করতে বাধ্য থাকবেন;
- প্রকল্পের কর্মসূচী বাস্তবায়নের বিষয়ে এফসিভি/ভিসিএফ সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নে সকল বন নির্ভর জনগোষ্ঠী বাধ্য থাকবেন।

৩। বন সংরক্ষণ গ্রাম/ভিলেজ কনজারভেশন ফোরাম এর নির্বাহী কমিটি হিসেবে 'সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনা কমিটি' (সিএফএমসি)/'গ্রাম সংরক্ষণ ফোরাম এর নির্বাহী কমিটি' (ভিসিএফ-ইসি) গঠন করতে সম্মতি প্রদান করছি; এবং

- বন সংরক্ষণ গ্রাম/গ্রাম সংরক্ষণ ফোরাম এর নির্বাহী কমিটি হিসেবে 'সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনা কমিটি' (সিএফএমসি)/'গ্রাম সংরক্ষণ ফোরাম নির্বাহী কমিটি' (ভিসিএফ-ইসি) এর প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা থাকবে;
- সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনা কমিটি (সিএফএমসি)/গ্রাম সংরক্ষণ ফোরাম নির্বাহী কমিটি (ভিসিএফ-ইসি) এর বন সংরক্ষণ গ্রাম/ভিলেজ কনজারভেশন ফোরাম এর সভায় গৃহীত সকল সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের ক্ষমতা থাকবে; সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনা কমিটি (সিএফএমসি)/গ্রাম সংরক্ষণ ফোরাম নির্বাহী কমিটি (ভিসিএফ-ইসি) নয় (৯) সদস্য-বিশিষ্ট হবে;

- **কমপক্ষে ছয় (৬) জন সদস্যের উপস্থিতিতে সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনা কমিটি** (সিএফএমসি)/গ্রাম সংরক্ষণ ফোরাম নির্বাহী কমিটি (ভিসিএফ-ইসি) এর সভার কোরাম পূর্ণ হবে।

৪। সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনা কমিটি (সিএফএমসি)/গ্রাম সংরক্ষণ ফোরাম নির্বাহী কমিটি (ভিসিএফ-ইসি) বনের নিরাপত্তা, পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণসহ প্রকল্পের অন্যান্য কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য হতদরিদ্র ও দরিদ্র বন নির্ভর পরিবারের সদস্যদের সমন্বয়ে অন্যান্য উপ-কমিটিগুলো গঠন করবে।

৫। **প্রকল্প থেকে প্রাপ্ত সুবিধাদি সর্বপ্রথম গ্রামের বন নির্ভর ঝুঁকিগ্রস্থ পরিবারের যেমন- অক্ষম, নিঃস্ব, দরিদ্র ক্ষুদ্র** নৃ-গোষ্ঠী এবং বয়স্ক সদস্যদের কল্যাণার্থে ব্যবহারে সম্মতি প্রদান করছি।

৬। বন অধিদপ্তরের বরাবরে টেকসই বন ও জীবিকা (সুফল) প্রকল্পের আওতায় সহায়তা প্রাপ্তির আবেদন করতে সম্মতি প্রদান করছি।

তারিখঃ ....

(স্বাক্ষর)
সভার সভাপতি
নাম এবং পদবী

পরিশিষ্ট - ১

বন নির্ভর পরিবারের জন্য নিবন্ধন রেজিস্টার এর ছক

রেঞ্জ/বিট :

গ্রামের নাম/মৌজা/পাড়া :

পরিবার প্রধান নাম :

সদস্যদের শ্রেণী বিভাগ :

- চরম দরিদ্র বন নির্ভরশীল
- দরিদ্র বন নির্ভরশীল
- অসহায় বন নির্ভরশীল (অক্ষম, নারী, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী, বয়স্ক ইত্যাদি)
- অন্যান্য

পরিবারের সদস্যদের বিবরণ:

ক্রমিক নং	নাম	সম্পর্ক	লিঙ্গ	বয়স	শিক্ষাগত যোগ্যতা	পেশা

মালিকানাধীন সম্পদের বিবরণ:

১. ঘর বাড়ির ধরণ :

২. জমির বিবরণ :

৩. অন্যান্য সম্পদ :

অন্য প্রকল্প থেকে প্রাপ্ত সুবিধাদি:

ক্রমিক নং	নাম	সুবিধাদির বিবরণ			মন্তব্য
		প্রাপ্তির তারিখ	সুবিধার ধরণ	সুবিধার পরিমাণ (টাকা)	

তৃতীয় অধ্যায়

গ্রাম পর্যায়ের সংগঠন তৈরির কার্যপ্রণালী

নমুনা - বন সংরক্ষণ গ্রাম/ গ্রাম সংরক্ষণ ফোরাম এর সভায় অংশগ্রহণকারীগণের তালিকা

রেঞ্জ/বিটের নামঃ

গ্রামের নাম/ মৌজা/পাড়া :

ক্রমিক নং	নাম	পিতা/স্বামীর নাম	মোবাইল নম্বর	স্বাক্ষর

চতুর্থ অধ্যায়

কমিউনিটি দরিদ্র সনাক্তকরণ (সিআইপি) পদ্ধতিতে

প্রকল্পের সুবিধাভোগী নির্বাচন

৪.১ কারা বন নির্ভরশীল দরিদ্র পরিবার সনাক্ত করবে?

হতদরিদ্র, ঝুঁকিগ্রস্থ, নারী, অক্ষম, বয়স্ক এবং ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সম্প্রদায়ের বন নির্ভর জনগোষ্ঠী এ প্রকল্পের প্রত্যাশিত সুবিধাভোগী। প্রকৃত দরিদ্র, হতদরিদ্র, দরিদ্র বন নির্ভর প্রকল্পের সুবিধাভোগী পরিবার নির্বাচন একটি অত্যন্ত দুরুহ কাজ। গ্রামের উপযুক্ত গরীব ও হতদরিদ্র প্রত্যাশিত বন নির্ভর পরিবারগুলো সনাক্তকরণে এবং স্বচ্ছল পরিবারগুলোকে বাদ দেয়ার ক্ষেত্রে সম্ভাব্য সকল ভুল-ত্রুটিগুলো এড়াতে কমিউনিটি দরিদ্র সনাক্তকরণ (সিআইপি) পদ্ধতি অনুসরণ করা হবে। এনজিও নিম্নোল্লিখিত বৈশিষ্ট্য ও প্রক্রিয়া অনুসরণ করে নির্বাচিত গ্রামের প্রকল্পের প্রত্যাশিত সুবিধাভোগী পরিবারগুলো সনাক্ত এবং নির্বাচন করবে।

৪.২ প্রকল্পের সুবিধাভোগী নির্বাচনের বৈশিষ্ট্যসমূহ:

জীবিকার জন্য বনের উপর অত্যন্ত নির্ভরশীল দরিদ্র, চরম দরিদ্র, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী, অসহায়, বয়স্ক এবং নারী প্রধান পরিবারের সদস্যরা সুফল প্রকল্পের সুবিধাভোগী হবেন। প্রকল্পের লক্ষ্য দেশের ২৮ টি জেলার ৬০০ টি গ্রামের প্রায় ৪০,০০০ পরিবার। সুবিধাভোগী সনাক্তকরণের সব যোগ্যতা/নির্বাচনী বৈশিষ্ট্য যেমন- দরিদ্রতা ও সুখের মাত্রা, লিঙ্গ বা জাতিগত বা সামাজিক অবস্থানের ভিত্তিতে প্রান্তিকীকরণ এবং বনজ সম্পদের উপর নির্ভরশীলতার পরিমাপ ও স্কোর প্রদান করা হবে।

সুবিধাভোগী নির্বাচনের ক্ষেত্রে সুফল প্রকল্পে বন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত সিআরপিএআরপি প্রকল্পের একই যোগ্যতার বৈশিষ্ট্যসমূহ অনুসরণ করা হবে তবে যে সব চরম দরিদ্র পরিবারের আয়ের ৫০% এর বেশি বনভূমি অথবা বনজ সম্পদের উপর নির্ভরশীল এবং যারা তাদের কাজের সময়ের ৫০% এর বেশি সময় বনে ব্যয় করে তাদের অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে।

নির্বাচিত পরিবারের তালিকা বন সংরক্ষণ গ্রাম/গ্রাম সংরক্ষণ ফোরামের সভায় অনুমোদন করতে হবে। কোন এলাকায় প্রকল্পের জন্য নির্বাচিত বন নির্ভর জনগোষ্ঠীর মধ্যে অগ্রাধিকার তালিকার ভিত্তিতে শুধুমাত্র প্রয়োজনীয় সংখ্যক সদস্যকে সুবিধাভোগীদের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হবে। মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় সর্বোচ্চ স্কোরধারী এবং এফসিভি/ভিসিএফ সভায় অনুমোদিত ৬০ - ৭০ টি পরিবারকে একটি গ্রামে সুফল প্রকল্পের সুবিধাভোগী হিসেবে নির্বাচন করা হবে এবং শুধুমাত্র তারাই বিকল্প আয়বর্ধক তহবিলের জন্য যোগ্য বিবেচিত হবেন।

বিভিন্ন অবস্থা ও স্থানভেদে প্রযোজ্য পিআরএ পদ্ধতি ব্যবহার করে এনজিও সুবিধাভোগীদের নির্বাচনে সহায়তা করবে।

৪.৩ সুফল প্রকল্পে গ্রাম নির্বাচনের বৈশিষ্ট্যসমূহ:

এসএসপিতে প্রস্তাবিত বনায়ন/পুনবনায়নের স্থান, প্রাকৃতিক বন/রক্ষিত এলাকার নিকটবর্তীতা, জলবায়ু পরিবর্তনের বিদ্যমান/সম্ভাব্য প্রভাবের মাত্রা, বনায়ন/পুনবনায়ন পরিকল্পনাধীন এলাকার পরিমাণ এবং দারিদ্র্যের মাত্রা ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে প্রায় ৬০০ টি গ্রাম নির্বাচন করা হবে। বনের সীমানার এক (১) কিলোমিটার দূরত্বের মধ্যে অবস্থিত এবং বনায়ন/পুনবনায়ন স্থান থেকে সবচেয়ে নিকটবর্তী গ্রামগুলোকে সারণী-১ এ বর্ণিত স্কোরিং পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে স্কোর প্রদান করা হবে এবং সর্বোচ্চ স্কোরধারী ৬০০ গ্রামকে সুফল প্রকল্পের জন্য নির্বাচিত করা হবে।

সারণী ১: সুফল প্রকল্পের জন্য গ্রাম নির্বাচনের বৈশিষ্ট্যসমূহ

ক্রমিক নং	বৈশিষ্ট্যসমূহ	সংজ্ঞা	স্কোর
১	প্রস্তাবিত বনায়ন/পুনঃবনায়ন স্থানের নিকটবর্তীতা	০ - ১ কি.মি.	৩
		১ - ২ কি.মি.	২
		২ - ৩ কি.মি.	১
২	প্রাকৃতিক বন/রক্ষিত এলাকার নিকটবর্তীতা (বন নির্ভর জনগোষ্ঠী সংজ্ঞায়িত করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ সূচক)	০ - ১ কি.মি.	৩
		১ -২ কি.মি.	২
		২ - ৩ কি.মি.	১
৩	জলবায়ু পরিবর্তনের বর্তমান এবং সম্ভাব্য প্রভাবের মাত্রা (ভূমিক্ষয়/ভূমিধস, পানি ধারণ ক্ষমতা, জলোচ্ছ্বাসের আশংকা, লবণাক্ততা)	অতি উচ্চ	৪
		উচ্চ	৩
		মধ্যম	২
		কম	১
৪	বনায়ন/পুনঃবনায়ন পরিকল্পনাধীন এলাকার আকার	৫০ হেক্টরের বেশি	৩
		২০ - ৫০ হেঃ	২
		১০ - ২০ হেঃ	১
		১০ হেক্টরের কম	০
৫	দারিদ্র্যের স্তর (সর্বশেষ হালনাগাদকৃত পরিসংখ্যানগত উপাত্ত যেমন- ২০০৯ সালের বাংলাদেশের দারিদ্রের ম্যাপ এবং গ্রামের দারিদ্রতা সম্পর্কিত ইউনিয়ন পরিষদের তথ্যের ভিত্তিতে)	অতি উচ্চ	৪
		উচ্চ	৩
		মধ্যম	২
		কম	১
	সর্বমোট স্কোর	(সব স্কোরের সমষ্টি)	

অগ্রাধিকার ভিত্তিক গ্রামের তালিকা প্রণয়নের জন্য এ সব বৈশিষ্ট্যসমূহ পরিমাপ করা হবে এবং সুফল প্রকল্পের জন্য তালিকাভুক্ত প্রত্যেক গ্রামকে নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যের বিপরীতে স্কোর প্রদান করা হবে। প্রাথমিকভাবে সুফল প্রকল্পের কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য ৬০০টি গ্রাম নির্বাচন করা হবে। কোন ক্ষেত্রে যদি অপ্রত্যাশিত কোন কারণ বশতঃ কিছু গ্রাম বাদ পড়ে সে ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার তালিকা থেকে পরবর্তী গ্রামগুলো নির্বাচন করা হবে। ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

৪.৪ কমিউনিটি দরিদ্র সনাক্তকরণ (সিআইপি) প্রক্রিয়ায় বন নির্ভর সুবিধাভোগী নির্বাচন:

কমিউনিটি দরিদ্র সনাক্তকরণ (সিআইপি) প্রক্রিয়ায় বন নির্ভর সুবিধাভোগী পরিবার নির্বাচন করার কাজ অত্যন্ত সতর্কতার সাথে ধাপে ধাপে বাস্তবায়ন করতে হবে যা প্রত্যাশিত সুবিধাভোগী সনাক্তকরণে এবং গ্রামে

বসবাসরত চরম দরিদ্র ও দরিদ্র, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী, অক্ষম, নারী এবং দুর্যোগ ঝুঁকিগ্রস্তদের তালিকাভুক্ত করতে সহায়তা করবে। সিআইপি পদ্ধতিতে নিম্নোল্লিখিত মানদন্ড ও ধাপ রয়েছেঃ

- একটি চার্ট পেপারে গ্রামের পরিবারগুলো এবং সম্পদসমূহ প্রদর্শন করে একটি মানচিত্র তৈরি করতে হবে।
- প্রস্তুতকৃত মানচিত্রের উপর ভিত্তি করে গ্রামের সকল পরিবারের একটি তালিকা তৈরি করতে হবে।
- তালিকা অনুযায়ী প্রতিটি পরিবার প্রধানের নাম একটি পৃথক কাগজের কার্ডে লিখে প্রতিটি কার্ডে পৃথক ক্রমিক নম্বর প্রদান করতে হবে।
- অতঃপর এ কার্ডগুলো সম্পদের বিভিন্ন পরিমাপ অনুসারে তিনটি ভিন্ন অর্থনৈতিক গ্রুপে বিতরণ করতে হবে যেমন- দরিদ্র, তত দরিদ্র নয় এবং স্বচ্ছল পরিবার। এটা ঐক্যমত্যের ভিত্তিতে করতে হবে অর্থাৎ একটি বিশেষ পরিবারকে একটি নির্দিষ্ট শ্রেণীভুক্ত করার আগে সকলকে একমত হতে হবে। এ জন্য নিজেদের মধ্যে অনেক আলাপ-আলোচনার প্রয়োজন হতে পারে।
- বিভিন্ন অর্থনৈতিক গ্রুপ যেমন- দরিদ্র, তত দরিদ্র নয় এবং স্বচ্ছল চিহ্নিত করার আগে তাদের জানতে হবে যে কারা দরিদ্র, তত দরিদ্র নয় এবং স্বচ্ছল অর্থাৎ কি কারণে মানুষ দরিদ্র, কম দরিদ্র এবং স্বচ্ছল হয়।
- এনজিও নির্বাচিত গ্রামের আওতাভুক্ত প্রতিটি পাড়া/মৌজার জন্য সিআইপি কার্যক্রম পরিচালনা করবে। সিআইপি কার্যক্রম পুরো গ্রামে একবারই করা হবে।
- বিভিন্ন সহজ অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি ব্যবহার করে সিআইপি সম্পন্ন করা হয়, ফলে সকল গ্রামবাসী এ কার্যক্রমে অংশ নিতে পারে।
- বন বিভাগ, এনজিও এবং অন্যান্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কমিউনিটি প্রফেশনালগণ সিআইপি অনুশীলনে সহায়তা করবে।
- এ পদ্ধতিতে অভিযোগ গ্রহণ এবং ভুল সংশোধন করার সুযোগ রয়েছে। এবং
- সিআইপি কার্যক্রম শেষে গ্রামের অসহায়, অক্ষম, চরম দরিদ্র, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী এবং দুর্যোগ ঝুঁকিগ্রস্থ বন নির্ভর পরিবারের সর্বসম্মত একটি তালিকা পাওয়া যাবে।

৪.৪.১ কমিউনিটি দরিদ্র সনাক্তকরণের (সিআইপি) যৌক্তিকতা

অন্যান্য অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতির তুলনায় সিআইপি (কমিউনিটি দরিদ্র সনাক্তকরণ) পদ্ধতির নিম্নলিখিত সুবিধা রয়েছেঃ

- এটি সকলকে একত্রে কাজ করার এবং প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নে জনগণের সক্ষমতা প্রদর্শনের সুযোগ করে দেয়;
- এর মাধ্যমে গ্রামের প্রকৃত অবস্থা বুঝা যায়, যেমন- গ্রামে কতজন চরম দরিদ্র ও দরিদ্র বন নির্ভর মানুষ বাস করে ইত্যাদি;
- কিভাবে গ্রামে দরিদ্রতা কমানো যায় সে সম্পর্কে চিন্তা করার সুযোগ করে দেয়;
- এটি স্বল্প ব্যয়ে এবং স্বল্প সময়ে সম্পন্ন করা যায়;

- যেহেতু গ্রামের সবাইকে নিয়ে প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করা হয় এবং এটি একটি সহজ পদ্ধতি, তাই গ্রামের প্রত্যেকে এটি সম্পর্কে জানেন এবং চূড়ান্ত তালিকা সম্পর্কে একমত হন; এবং
- প্রকল্পটি আনুষ্ঠানিকভাবে চালু করার আগে সিআইপি পদ্ধতির মাধ্যমে গ্রামের সার্বিক পরিস্থিতি নথিভুক্ত করা হয় এবং তাই এটিকে গ্রামের বেসলাইন ডাটা বলা হয়।

৪.৫ গ্রামে/ মৌজা/ পাড়ায় সিআইপির ধাপসমূহ

সিআইপি ধাপে ধাপে বাস্তবায়ন করতে হবে। এই পদক্ষেপগুলো বাস্তবায়নে অভিজ্ঞ এনজিও, বন বিভাগের কর্মকর্তা (এসিএফ /রেঞ্জ কর্মকর্তা/বিট কর্মকর্তা ইত্যাদি) এবং অন্য গ্রামের প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কমিউনিটি প্রফেশনালগণ (সিপি) সহায়তা প্রদান করবেন। সিআইপি অনুশীলন সম্পন্ন করার জন্য যে পদক্ষেপগুলো নিতে হবে তা ধারাবাহিকভাবে নীচে দেয়া হল।

ধাপ -১: গ্রামসভা- এ সভার মাধ্যমে জনগণকে নিম্নেবর্ণিত তথ্যসমূহ অবহিত করা:

- সিআইপি প্রক্রিয়া শুরু করার আগে সিআইপি অনুশীলনের জন্য গ্রামকে প্রস্তুত করতে হবে এবং পথ নাটিকা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, পোস্টার ও প্রচারপত্র ইত্যাদি বিলির মাধ্যমে সিআইপি এবং এতে গ্রামবাসীর ভূমিকা সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করা।
- পূর্ব নির্ধারিত তারিখ ও সময়ে গ্রামের সকলের জন্য সুবিধাজনক একটি জায়গায় গ্রামবাসী একত্রিত হবেন। স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) একজন মহিলা/পুরুষ প্রতিনিধি এবং গ্রামের সকল সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি সেখানে উপস্থিত থাকার বিষয়টি এনজিও নিশ্চিত করবে। উপরন্তু, বন বিভাগের কর্মকর্তা, স্থানীয় সংগঠনগুলোর প্রতিনিধি এবং কমিউনিটি প্রফেশনালকে এ প্রক্রিয়াতে অংশগ্রহনের জন্য আমন্ত্রণ জানাতে হবে। এনজিও কর্মীরা সমস্ত প্রক্রিয়াটি পর্যবেক্ষণ করবেন, নথিবদ্ধ করবেন এবং প্রয়োজনে দিক-নির্দেশনা দিবেন।
- চরম দরিদ্র, দরিদ্র, অসহায়, নারী এবং তরুণ-তরুণীসহ (অতি দরিদ্র ও দরিদ্র পরিবারের) গ্রামের সকল বন নির্ভর জনগোষ্ঠীকে সিআইপি কার্যক্রমে অংশ গ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হবে।

এই ধাপের অধীনে নীচের কাজগুলো সম্পন্ন করা হবে:

- গ্রামের প্রধান স্থানগুলোতে (রাস্তার সংযোগস্থল/গ্রামের মসজিদ/দোকানের সামনে) পোস্টার লাগানো/ টাঙানো এবং গ্রামবাসীদের মধ্যে হ্যান্ডবিল/ লিফলেট বিতরণের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- স্থানীয় প্রচার মাধ্যমের সাহায্যে প্রচারণা চালানো;
- খানা পরিদর্শন, ছোট দলীয় আলোচনা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, ইত্যাদি- এ গুলোর যে কোন একটি বা একাধিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

চিত্র ১৪: গ্রামে সিআইপি অনুশীলনের জন্য আয়োজিত সভা

এই ধাপের কাজ বাস্তবায়নে এনজিও কর্মী, বন বিভাগের কর্মকর্তা এবং কমিউনিটি প্রফেশনাল/নেতারা সহায়কের ভূমিকা পালন করবেন। এই ধাপের কার্যক্রম সমাপ্তির পর মূল ফলাফল অর্জিত হবে যখন গ্রামের অধিকাংশ অতিদরিদ্র, দরিদ্র ও অসহায় বন নির্ভর জনগোষ্ঠী জানতে পারবে যে, বনজ সম্পদের উপর নির্ভরশীলতা হ্রাস করা, অবক্ষয়িত বন সংরক্ষণ ও পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং তাদের জীবন ও জীবিকা উন্নয়নের জন্য উক্ত গ্রামে বন বিভাগ সুফল প্রকল্পের আওতায় বিকল্প জীবিকায়ন কার্যক্রম শুরু করতে যাচ্ছে।

ধাপ ২: সিআইপি পরিচালনা করার জন্য দল গঠন

এ ধাপের উদ্দেশ্য হবে ৭ - ৯ সদস্য বিশিষ্ট স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন করা যারা সিআইপি পদক্ষেপগুলো বাস্তবায়নে সহযোগিতা করবে এবং বন কর্মকর্তা ও এনজিও কর্মীদের সাথে সমন্বয় করবে। এ দলটি বন নির্ভরশীল জনগোষ্ঠী দ্বারা সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচিত হবে (বন নির্ভর জনগোষ্ঠীর ৫ জন প্রতিনিধি, বন বিভাগের (সহকারী বন সংরক্ষক/রেঞ্জ কর্মকর্তা/বিট কর্মকর্তা/সিএমও ইত্যাদি) ২ জন সদস্য, এনজিও কর্মী ১ জন এবং ইউপি সদস্য -১ জন) এবং এটি গ্রামের সিআইপি দল হিসেবে পরিচিত হবে।

এ ধাপের অধীনে সম্পাদিত মূল কার্যক্রমগুলো হল:

- বৈঠকে সভাপতিত্ব করার জন্য বন নির্ভর জনগোষ্ঠীর মধ্য থেকে একজনকে সভাপতি নির্বাচনে সহায়তা করা;
- জনসাধারণকে প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহিত করা;
- জনসাধারণকে সিআইপি সম্পর্কে বিস্তারিত জানানো, সিআইপি বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয়তা, সুবিধাদি এবং বিভিন্ন পদক্ষেপের সার-সংক্ষেপ অবহিত করা;
- গ্রাম থেকে সিআইপি দল গঠনের জন্য ৫ জন সদস্য নির্বাচন করার বিষয়ে বৈঠকে অবহিত করা ও নির্বাচিত করা; এবং

- প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এনজিও কর্মী, বন বিভাগের কর্মকর্তা এবং অন্য গ্রামের কমিউনিটি প্রফেশনাল এ প্রক্রিয়ায় সহায়কের ভূমিকা পালন করবেন।

চিত্র ১৫: সিআইপি টিম সম্মিলিতভাবে গ্রাম পরিভ্রমণ করছে

ধাপ ৩: সিআইপি দলের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ

এ ধাপের প্রধান উদ্দেশ্য সিআইপি দলকে প্রশিক্ষিত করা। সিআইপি দলকে নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করাতে হবে:

- প্রকল্পের সাংগঠনিক কাঠামো, সামাজিক দায়বদ্ধতা এবং 'কোর ভ্যালু' সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ধারণা প্রদান করা;
- সিআইপি পদ্ধতিতে বাস্তবায়িতব্য বিভিন্ন পদক্ষেপ এবং কার্যক্রম বোঝানো;
- অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি ব্যবহার যথা: গ্রাম পরিভ্রমণ, সামাজিক ম্যাপিং এবং সম্পদের স্তর বিন্যাস পদ্ধতি; এবং
- প্রকল্পের সফলতার জন্য বন নির্ভর সকল জনগোষ্ঠীর সদস্যদের সক্রিয় অংশগ্রহণের গুরুত্ব সম্পর্কে বোঝানো।

সিআইপি দলের প্রশিক্ষণে যে সব মূল কাজগুলো সম্পন্ন করা হবে:

<u>১ম দিন: ঘরোয়া প্রশিক্ষণসূচি</u>

- প্রথম অধিবেশনে প্রকল্পের মূলনীতি, সাংগঠনিক কাঠামো, কোর ভ্যালু এবং সামাজিক দায়বদ্ধতা সম্পর্কিত বিষয়াদি;

- পরের অধিবেশনে চরম দরিদ্র, দরিদ্র এবং অসহায় বন নির্ভর পরিবার নির্বাচনের গুরুত্ব এবং সিআইপি কার্যক্রমের তাৎপর্য ও গুরুত্ব;
- কিভাবে গ্রাম পরিভ্রমণ, সামাজিক ম্যাপিং এবং সম্পদের স্তর বিন্যাস করা হবে তা পরবর্তী অধিবেশনে অন্তর্ভূক্ত থাকবে;
- পুরো কার্যক্রমের গুণগতমান নিশ্চিতকরণ, সিআইপি তালিকা প্রদর্শন, তালিকার উপর প্রাপ্ত অভিযোগ সংশোধন এবং এফসিডি/ভিসিএফ সভায় তালিকা চূড়ান্তকরণ ও অনুমোদন; এবং
- সিআইপি অনুশীলনের নথিসমূহ সংরক্ষণ পদ্ধতি এবং সিআইপি বাস্তবায়নকালে জনগণকে সম্পৃক্ত করার কলাকৌশল এ সেশনে অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

চিত্র ১৬: গ্রাম পর্যায়ে এনজিও প্রশিক্ষক কর্তৃক প্রশিক্ষণে সহায়তা প্রদান

<u>২য় দিন: মাঠ প্রশিক্ষণ</u>

- সিআইপি কার্যক্রম হাতে কলমে শেখার জন্য মাঠ পর্যায়ে গ্রাম পরিভ্রমণ, সামাজিক ম্যাপিং এবং সম্পদের স্তর বিন্যাসের পরীক্ষামূলক অনুশীলন করা। অনুশীলন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ অভিজ্ঞতা এবং শিক্ষণীয় বিষয়াদি নিয়ে মতবিনিময়ের জন্য পুনরায় একত্রিত হবেন;
- প্রশিক্ষণ কর্মসূচি সহায়ক ও প্রশিক্ষকগণ সিআইপি বাস্তবায়কালে মাঠ পর্যায়ে যে সব সমস্যা দেখা দিতে পারে তা গুরুত্বের সাথে তুলে ধরবেন এবং সমস্যাগুলোর সম্ভাব্য সমাধান নিয়ে আলোচনা করবেন; এবং
- সিআইপি প্রশিক্ষণ শেষে গ্রামে বসবাসরত সকলকে অন্তর্ভূক্ত করে সিআইপি কার্যক্রম বাস্তবায়নের একটি বিস্তারিত মাঠ কর্মসূচি তৈরি করা হবে।

সিআইপি দলের সকল সদস্যগণ এই প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের অংশগ্রহণকারী এবং অন্য গ্রামের কমিউনিটি প্রফেশনাল, এনজিও কর্মী এবং বন বিভাগের কর্মকর্তাগণ সহায়তাকারীর ভূমিকা পালন করবেন।

ধাপ ৪: গ্রাম পরিভ্রমণ

গ্রাম পরিভ্রমণ একটি অন্যতম সুপরিচিত পিআরএ পদ্ধতি যা সঠিক অংশগ্রহণকারী নির্বাচনের উদ্দেশ্যের সাথে সংগতিপূর্ণভাবে প্রয়োগ করা হয়। যেহেতু সিআইপি দলের কিছু সদস্য একই গ্রামের, বন কর্মকর্তা ও এনজিও কর্মীগণ তাদের সাথে গ্রাম পরিভ্রমনের মাধ্যমে গ্রামের মূল বিষয়গুলি পর্যবেক্ষণ করবেন এবং চলতি পথে ভ্রমনকালে গ্রামবাসীদের সাথে অনানুষ্ঠানিক মতবিনিময় করবেন।

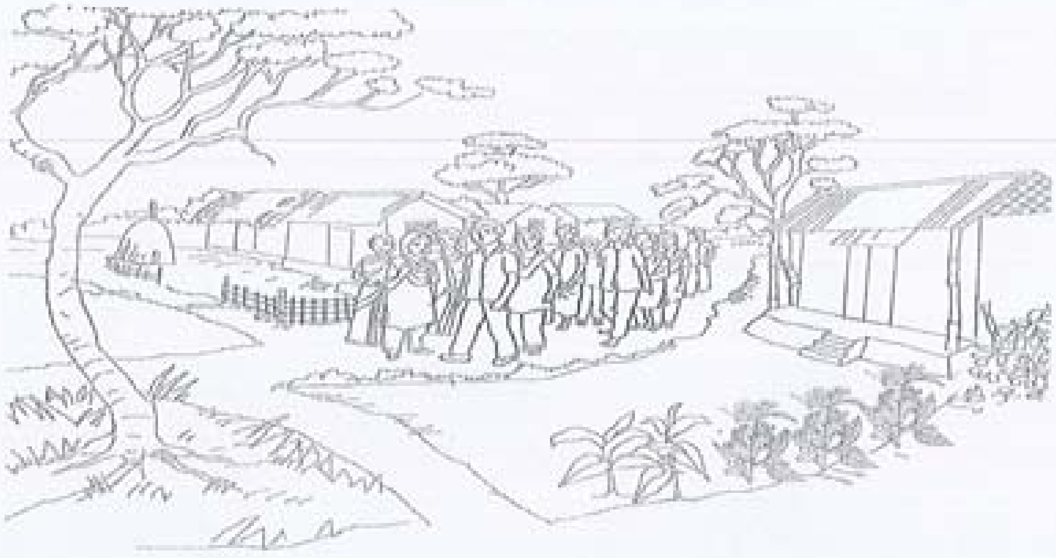

চিত্র ১৭ : সিআইপি টিমের গ্রাম পরিভ্রমণকালে গ্রামবাসীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করছেন

গ্রাম পরিভ্রমণের উদ্দেশ্য-

- সিআইপি দলকে সরাসরি পর্যবেক্ষণ ও গ্রামবাসীর সাথে অনানুষ্ঠানিক মতবিনিময়ের মাধ্যমে গ্রামের বিভিন্ন তথ্যাদির বিষয়ে ধারণা পুনরুজ্জীবিত ও পুনউপলব্ধিতে সহায়তা করা;
- গ্রামের পরিস্থিতি, পারিপার্শ্বিকতা এবং সামগ্রিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করা;
- গ্রামের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ।

গ্রাম পরিভ্রমণকালীন সিআইপি দলের কার্যক্রমসমূহ:

- সিআইপি দল গ্রাম পরিভ্রমণের জন্য একটি পথ নির্ধারণ করবে যাতে ঐপথে ভ্রমণ করে সমগ্র গ্রামটি সম্পর্কে পর্যাপ্ত ধারণা লাভ করতে পারে। সিআইপি দল কতিপয় বন নির্ভর লোকজন এবং অন্য গ্রামের কমিউনিটি প্রফেশনালসহ গ্রাম পরিভ্রমণ করবেন। গ্রামের গুরুত্বপূর্ণ বা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ স্থানে দলটি থামবে এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি সম্পর্কে আলোচনা করবে; এবং
- গ্রাম পরিভ্রমণ শেষে দলটি একত্রিত হয়ে প্রধান পর্যবেক্ষণসমূহ যেমন- গ্রামের সাধারণ অবস্থা, বনজ সম্পদ নির্ভরতা, বাড়ি ঘরের ধরণ, গ্রামবাসীর জীবিকা, সম্পদের পর্যাপ্ততা, গ্রামবাসী যে সব গুরুত্বপূর্ণ

সমস্যা মোকাবেলা করে ইত্যাদি বিষয়ে একটি সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন তৈরি করবে এবং গ্রামের সকল গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যসমূহ প্রদর্শন পূর্বক গ্রামের একটি খসড়া চিত্র সংযুক্ত করবে।

ধাপ ৫: সামাজিক মানচিত্র তৈরি

এ ধাপের উদ্দেশ্য হচ্ছে সিআইপি দলের নেতৃত্বে অন্যান্য বন নির্ভর জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণে গ্রামের কোন একটি সাধারণ স্থানে মাটিতে স্থানীয়ভাবে সহজলভ্য উপকরণ যেমন চক, রঙিন পাউডার, পাথর, নুড়ি পাথর ইত্যাদি ব্যবহার করে গ্রামের মানচিত্র তৈরি করবে। সামাজিক মানচিত্র সিআইপি দল এবং অন্যান্য গ্রামবাসীকে তাদের ঘরবাড়ি, অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো, বনজ সম্পদ, যোগাযোগ ব্যবস্থা ইত্যাদি চিহ্নিত করতে সহায়তা করবে এবং সিআইপি কার্যক্রমে যাতে গ্রামের কেউ বাদ না পড়ে তা নিশ্চিত করবে।

সামাজিক মানচিত্র তৈরির জন্য পূর্ব প্রস্তুতি:

সামাজিক মানচিত্র তৈরির জন্য একটি প্রশস্ত জায়গা প্রয়োজন যাতে কমিউনিটির অন্যান্য সদস্যরা তা পর্যবেক্ষণ করে পরামর্শ প্রদানের সুযোগ পান। সামাজিক মানচিত্র তৈরির নির্ধারিত তারিখের যথেষ্ট পূর্বে বন নির্ভর পরিবারের সকলকে, যাদের জন্য এ ম্যাপ তৈরি করা হবে তাদেরকে অবহিত করতে এবং আমন্ত্রণ জানাতে হবে। সম্পূর্ণ তথ্য বিবরণ লিপিবদ্ধ করার জন্য একটি রেজিস্টার এবং অন্যান্য কাগজ, কলম ইত্যাদি প্রয়োজন হবে। পরিবারের পরিপূর্ণ তথ্য সংগ্রহের জন্য মুদ্রিত তথ্য কার্ড (যার নমুনা নীচে দেয়া হয়েছে) প্রস্তুত রাখতে হবে।

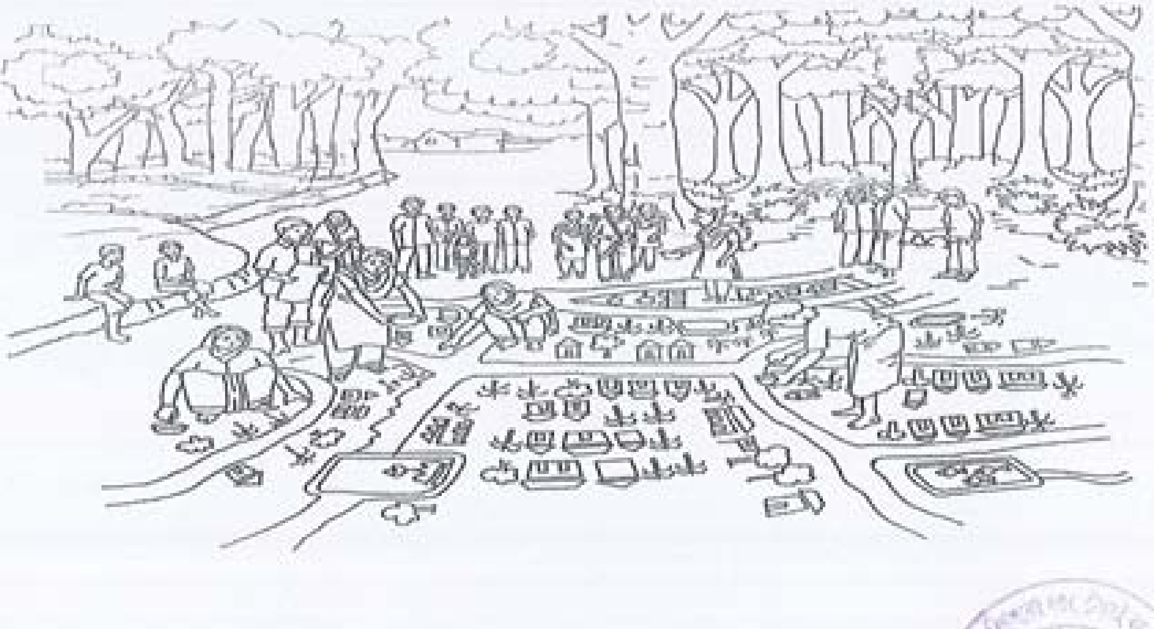

চিত্র ১৮: গ্রামবাসী কর্তৃক গ্রামের সামাজিক মানচিত্র তৈরি করা হচ্ছে

সামাজিক মানচিত্র তৈরির সময়কালীন মূল কার্যক্রমসমূহ:

- সিআইপি দলটি ছোট ছোট দলে বিভক্ত হবে যেমন:
  - 'সহায়ক দল'- ভূমিতে মানচিত্র এঁকে সেখানে বিস্তারিত চিহ্নিতকরণের জন্য;
  - 'ডকুমেন্টেশন টিম'- ফ্লিপচার্টে মানচিত্র অংকন এবং তথ্য কার্ড এবং অন্য রেজিস্টারে তথ্য লিপিবদ্ধকরণে সহায়ক দলকে সহায়তা করার জন্য;
  - 'গেইট কীপার দল' সামাজিক মানচিত্র তৈরীকালীন বাইরের কারও অনধিকার প্রভাব বিস্তার রোধ এবং শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য;
  - 'আয়োজক দল' সকল আয়োজন, কমিউনিটিকে আমন্ত্রণ আনানো এবং মাঠ যাচাইকালে সহায়ক দলকে সাহায্য করার জন্য।
- সহায়ক দল কমিউনিটির কাছে সামাজিক মানচিত্র তৈরির উদ্দেশ্য, সিআইপি কার্যক্রম সম্পন্ন করার জন্য গ্রামবাসীর সহায়তা ও ভূমিকাসহ সার্বিক আয়োজন সম্পর্কে ব্যাখ্যা করবে;
- সহায়ক দল প্রথমে চক ব্যবহার করে গ্রামের রূপরেখা আঁকবে। তাদের কাজে সহায়তা করার জন্য গ্রামের কিছু অভিজ্ঞ ও বয়স্ক সদস্যকে আমন্ত্রণ জানাতে পারে;
- তারপর গ্রামের প্রধান সড়ক ও পথগুলো চিহ্নিত করে অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলো যেমন- স্কুল, পুকুর, স্বাস্থ্য/পুষ্টি কেন্দ্র, সরকারী নলকূপ, খাল, কৃষি জমি, বন ইত্যাদি অংকন করা হবে;
- বন নির্ভর জনগোষ্ঠী অংকিত মানচিত্রের সঠিকতার ব্যাপারে সম্মত হলে মানচিত্রে গ্রামের ঘরগুলো অঙ্কন শুরু করা হবে। গ্রামবাসীদের সাথে সম্মত হয়ে ঘরগুলো অংকনের জন্য বিভিন্ন ধরণের ঘর যেমন- বাঁশের তৈরী, টিনের তৈরী, আধা পাকা এবং টিনের ছাউনীযুক্ত ইটের দেয়ালের পাকা বাড়ি ইত্যাদি চিহ্নিত করতে ভিন্ন ভিন্ন রং বা প্রতীক ব্যবহার করা হবে; এবং
- সিআইপি দলের একজন সদস্য ম্যাপের উপর তাদের বাড়িগুলো সনাক্ত করতে এলোমেলোভাবে গ্রামবাসীকে অনুরোধ করবেন। সকল গ্রামবাসীকে মানচিত্রটি যাচাই এবং ভুল-ত্রুটিগুলো চিহ্নিত করতে অনুরোধ করা হবে। সিআইপি দল উপস্থিত জনগণকে কিছু সংখ্যক ঘর দেখিয়ে সেগুলো কার ঘর তা জানতে চাইবে।
- যখন গ্রামবাসী একমত হবেন যে সকল বাড়ি সঠিকভাবে অংকন করা হয়েছে, তখন নিম্নলিখিত নিয়ম অনুসরণ করে প্রতিটি বাড়িতে নম্বর প্রদান করা হবে:
  - ঘরের ধরণ বিবেচনা না করে ধারাবাহিকভাবে ঘরের ক্রমিক নম্বর প্রদান করতে হবে; যদি একই পরিবারের একাধিক ঘর থাকে, সেগুলো একই পাড়ায় হোক বা অন্য পাড়ায় হোক, সকল বাড়ির জন্য একই ক্রমিক নম্বর প্রদান করতে হবে;
  - ভাড়াটিয়ার ক্ষেত্রে গ্রামবাসী সিদ্ধান্ত নিবে যে ভাড়াটিয়া স্থায়ী বাসিন্দা কিনা। যদি তিনি স্থায়ী বাসিন্দা হিসেবে গণ্য হন, তাহলে তার বাড়ির জন্য আলাদা ক্রমিক নম্বর প্রদান করতে হবে;

- যদি কোন ব্যক্তি বা পরিবার কোন মসজিদ, মন্দির, গির্জা ইত্যাদির মত একটি সাধারণ স্থানে বসবাস করে এবং যদি ব্যক্তিটি গ্রামের স্থায়ী বাসিন্দা হন এবং অস্থায়ী দর্শণার্থী বা স্থানান্তরিত না হয়ে থাকেন, সে ক্ষেত্রে আলাদা ক্রমিক নম্বর প্রদান করতে হবে;
- কিছু ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সম্প্রদায়ের স্থায়ী বাসিন্দা যারা বছরের কিছু সময় অন্য গ্রামে স্থানান্তরিত হয়ে থাকেন তাদেরকে চিহ্নিত করে ক্রমিক নম্বর প্রদান করা প্রয়োজন;
- কোন বয়স্ক ব্যক্তি যদি সন্তানের সাহায্য নিয়ে আলাদাভাবে বসবাস করে তার জন্য আলাদা ক্রমিক নম্বরের প্রয়োজন নেই। তবে নিঃস্ব বয়স্ক ব্যক্তি যদি অন্যের সাহায্য ছাড়াই আলাদাভাবে বসবাস করে, তাদের আলাদা ক্রমিক নম্বর দিতে হবে;
- কোনও বিতর্ক বা বিভ্রান্তির ক্ষেত্রে আয়োজক দল গ্রামের স্বেচ্ছাসেবকের সহায়তায় সংশ্লিষ্ট ঘর পরিদর্শন করে তাদের পর্যবেক্ষণ অবিলম্বে জানাবে। তাদের সুপারিশের ভিত্তিতে গ্রামবাসী সিদ্ধান্ত নিবে সে ঘরের জন্য পৃথক নম্বর দিতে হবে কি না; এবং
- ধারাবাহিকভাবে ক্রমিক নম্বর প্রদানের পর যদি দেখা যায় যে ম্যাপে কিছু ঘর বাদ পড়েছে, সে সকল ঘর অংকন করে নিকটস্থ ঘরের নম্বরের সাথে ক, খ, বা গ বর্ণমালা দিয়ে ক্রমিক নম্বর প্রদান করতে হবে।

- যখন সকল বাড়ির ক্রমিক নম্বর প্রদান সম্পন্ন হবে এবং উপস্থিত গ্রামবাসীরা মানচিত্রের সাথে ঐক্যমত্য পোষণ করবেন, তখন সহায়ক দল ক্রমিক নম্বর ও পরিবার প্রধানের নাম লিখে তথ্য কার্ডগুলো পূরণ করবে এবং প্রত্যেক বাড়ির চিহ্নিত স্থানে রাখবে।
- মাটিতে অংকিত মানচিত্রের একটি প্রতিলিপি বড় মোটা কাগজে অংকন করা হবে। কাগজে অংকিত মানচিত্রটি গ্রামবাসীর সম্মুখে প্রদর্শন করে মাটিতে অংকিত মানচিত্রের সাথে কাগজে অংকিত মানচিত্রের কোন পার্থক্য আছে কিনা তা জানতে হবে।
- তারপর সিআইপি দলটি উপস্থিত গ্রামবাসীদের জিজ্ঞাসা করে তথ্য কার্ডের বাকী তথ্যসমূহ পূরণ করবে।
- ডকুমেন্টেশন দলটি সামাজিক মানচিত্রে চিহ্নিত গ্রামের/মৌজা/পাড়ার ঘরগুলির সম্পূর্ণ তালিকা প্রস্তুত করবে এবং অস্থায়ী রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করবে।

<u>অস্থায়ী রেজিস্টারের নমুনা:</u>

ক্রমিক নং	বাড়ির নম্বর	পরিবার প্রধানের নাম	বাড়ির ধরণ	মন্তব্য

সামাজিক মানচিত্র তৈরিতে যারা অংশগ্রহণকারী তারা মূলতঃ গ্রামের সকল পরিবারের প্রতিনিধি যাদের জন্য সামাজিক মানচিত্রটি তেরি করা হয়েছে।

প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সিআইপি দলের সদস্যরা (এনজিও কর্মী) এ ধাপের কার্যক্রম বাস্তবায়নে সহায়তা করবেন। বন বিভাগের কর্মকর্তা এবং কমিউনিটি প্রফেশনাল প্রক্রিয়াটি পর্যবেক্ষণ করবেন এবং নির্দেশনা দেবেন।

<u>সামাজিক মানচিত্র তৈরী শেষে যে ফলাফল অর্জিত হবে:</u>

- একটি সামাজিক মানচিত্রে গ্রামের পরিস্থিতি প্রতিফলিত হবে এবং গ্রামের সমস্ত ঘরবাড়ি ক্রমিক সংখ্যা ও ধরণ সহকারে প্রদর্শিত হবে;
- গ্রামের সকল পরিবারের মৌলিক তথ্যাদি সম্বলিত তথ্য কার্ড পাওয়া যাবে; এবং
- বন নির্ভরশীল অত্যন্ত অসহায়, অক্ষম, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী ও দুর্যোগ ঝুঁকিগ্রস্তসহ গ্রামের সকল পরিবারগুলো চিহ্নিত করা যাবে। সামাজিক মানচিত্র তৈরির সময় সংগৃহীত তথ্যের মাধ্যমে অসহায় পরিবারগুলো সনাক্ত হবে এবং একই সাথে তাদের সম্পদের স্তর সম্পর্কেও স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাবে। এভাবে সনাক্তকরণের মূল উদ্দেশ্য গ্রামের বন নির্ভর পরিবারের তালিকা তৈরি করা হবে।

ধাপ ৬: সম্পদের স্তর বিন্যাস

সামাজিক মানচিত্র অংকনের সাথে সাথে সম্পদের স্তর বিন্যাস ও ঝুঁকি নিরূপণ আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। সামাজিক মানচিত্রে চিহ্নিত ও ক্রমিক নম্বর প্রদত্ত পরিবারগুলোর মধ্যে যারা আয় ও সম্পদ স্বল্পতায় ভুগছেন তাদেরকে চিহ্নিত করাই সম্পদের স্তর বিন্যাস ও ঝুঁকি নিরূপণের লক্ষ্য।

<u>সম্পদের স্তর বিন্যাসের উদ্দেশ্য:</u>

গ্রামের বন নির্ভর পরিবারগুলোকে চরম দরিদ্র, দরিদ্র, মধ্যবিত্ত ও ধনী হিসেবে চিহ্নিত ও শ্রেণীবিন্যাস করণের জন্য সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করা সম্পদের স্তর বিন্যাসের উদ্দেশ্য। সিআইপি দল গ্রামবাসীর সাথে আলোচনা করে চরম দরিদ্র, দরিদ্র, মধ্যবিত্ত এবং ধনী পরিবারগুলো শ্রেণীবিন্যাস করবে।

<u>সম্পদের স্তর বিন্যাস এবং ঝুঁকি নিরূপণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমসমূহ:</u>

- সিআইপি দল একত্রিত হয়ে সিআইপি প্রশিক্ষণকালীন সম্পদের স্তর বিন্যাস সম্পর্কে যা শিখেছিলেন তা নিয়ে আলোচনা করবে;
- সিআইপি দলের সদস্যরা একসঙ্গে আলোচনা করে চরম দরিদ্র, দরিদ্র, মধ্যবিত্ত এবং ধনী পরিবার চিহ্নিত করার জন্য বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সম্মত হবেন। বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করার সময় নিম্নোক্ত বিষয়গুলো বিবেচনায় নিতে হবে:
    - বৈশিষ্ট্যসমূহ সুনির্দিষ্ট এবং খানা পরিদর্শনকালে যাচাইযোগ্য হতে হবে;

- বৈশিষ্ট্যসমূহ সংশ্লিষ্ট গ্রাম/মৌজা/পাড়ার জন্য প্রযোজ্য হতে হবে;
- বৈশিষ্ট্যসমূহ প্রয়োগ করে চরম দরিদ্র, দরিদ্র বা অন্যান্যদের সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা যাবে;
- বৈশিষ্ট্যসমূহ গ্রামবাসীর নিকট গ্রহণযোগ্য হতে হবে; এবং
- বৈশিষ্ট্যসমূহ গ্রামে কোনো বিতর্ক বা ক্ষোভের সৃষ্টি করবে না।

চিত্র ১৯: সম্পদের স্তর বিন্যাসের বিষয়ে বন নির্ভরশীল গ্রামবাসীর সাথে সিআইপি দলের মতবিনিময় সভা

বৈশিষ্ট্যসমূহ সম্পর্কে সম্মত হওয়ার পর চরম দরিদ্র, দরিদ্র, মধ্যবিত্ত এবং ধনীদের জন্য পৃথক ফ্লিপচার্টে স্পষ্টভাবে বৈশিষ্ট্যসমূহ লিখতে হবে। প্রতিটি শ্রেণীর জন্য পৃথক রঙিন ফ্লিপচার্ট ব্যবহার করা যেতে পারে। গ্রামে/মৌজা/পাড়ায় ব্যবহারের জন্য সিআইপি দল দ্বারা তৈরিকৃত বৈশিষ্ট্যসমূহের একটি সেট নীচে দেওয়া হল।

সারণী ২: সম্পদের স্তর বিন্যাসের জন্য তৈরিকৃত বৈশিষ্ট্যসমূহের উদাহরণ

শ্রেণী	বৈশিষ্ট্যসমূহ
অতি দরিদ্র	• ঘরগুলো ছোট • বনজ সম্পদ সংগ্রহ করেন (জ্বালানী কাঠ, বাঁশ, ঔষধি গাছপালা, কাঠ ও অপ্রধান বনজদ্রব্য ইত্যাদি) • দারিদ্রতার কারণে উপযুক্ত চিকিৎসা করাতে পারেন না • বছরে ৬ মাসের কর্মসংস্থান হয়, অন্য ৬ মাস বেকার থাকে • কেউ কেউ অন্যের জমিতে বসবাস করেন, আর কারও সামান্য জমি আছে • উপরে বর্ণিত কিছু বৈশিষ্ট্যসহ নারী প্রধান পরিবার • বনজ সম্পদ সংগ্রহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়াদি যা আর্থিক দুর্বলতা সৃষ্টি করে
দরিদ্র	• বিভিন্ন বনজ সম্পদ সংগ্রহের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করেন • বসতবাটিসহ ১০-৫০ শতাংশ জমি আছে

	• কিছু বনজ সম্পদ সংগ্রহ করেন (জ্বালানী কাঠ, বাঁশ, ঔষধি উদ্ভিদ, কাঠ, অপ্রধান বনজদ্রব্য ইত্যাদি) • একটি গরু বা দু'টি ছাগল আছে • নিজস্ব তহবিল বা এনজিও থেকে ঋণ নিয়ে ছোট ব্যবসা করেন • ৯-১০ মাসের কর্মসংস্থান হয় এবং বাকি ১-২ মাস বেকার থাকেন • একটি মাঝারি টিন/বেড়ার ঘরে বাস করেন • বনজ সম্পদ সংগ্রহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়াদি যা আর্থিক দুর্বলতা সৃষ্টি করে
মধ্যবিত্ত	• ৫০ শতাংশের অধিক কিন্তু ১০০ শতাংশের কম জমি আছে • অন্ততঃ ৩-৪ গরু আছে • শিশুদের স্কুলে পাঠাতে সক্ষম • টিন-শেড/ইটের তৈরি ঘর আছে • অভুক্ত থাকেন না • নিজস্ব আয়ে পরিবারের খরচ নির্বাহ করতে সক্ষম • বাড়িতে একটি টিভি সেট আছে • চাকুরি/ব্যবসায় জড়িত
ধনী	• ১০০ শতাংশের অধিক জমি আছে • সরকারি/বেসরকারী চাকরি করেন • শিশুদের জন্য মানসম্মত শিক্ষার ব্যবস্থা করতে সক্ষম • কারও ইটের তৈরি ঘর থাকতে পারে • নিজস্ব পানির পাম্প এবং ট্রাক্টর বা অন্য গাড়ি আছে • বড় ব্যবসা করেন • নিজের জমিতে ১০-১২ জন শ্রমিক নিয়োগ করেন

- বৈশিষ্ট্যসমূহ চূড়ান্ত হয়ে যাওয়ার পর যে গ্রামে সামাজিক মানচিত্র তৈরির কাজ হয়েছে সে গ্রামের পৃথক তিনটি স্থানে সিআইপি দল আলাদাভাবে বন নির্ভর জনগোষ্ঠীর সাথে পৃথক ছোট গ্রুপে আলোচনা করবে।

- <u>ছোট গ্রুপ আলোচনা- ১ (এসজিডি- ১)</u>

গ্রামের এক প্রান্তে প্রথম ছোট গ্রুপ আলোচনা করার জন্য ৯ থেকে ১২ জন প্রতিনিধিকে আমন্ত্রণ জানাতে হবে। তারপর নিম্নলিখিত কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবেঃ

- সিআইপি দলের সদস্যরা সার্বিক সিআইপি প্রক্রিয়া, সম্পদের স্তর বিন্যাসের গুরুত্ব এবং বন নির্ভর চরম দরিদ্র, দরিদ্র, মধ্যবিত্ত এবং ধনী ব্যক্তিদের চিহ্নিতকরণের বৈশিষ্ট্যসমূহ ব্যাখ্যা করবেন। বৈশিষ্ট্যসমূহ লিখা ফ্লিপচার্ট এবং সামাজিক মানচিত্রের কপি প্রদর্শন করতে হবেঃ

চিত্র ২০: কমিউনিটিতে ছোট গ্রুপে আলোচনা

- সিআইপি দলের সদস্যগণ একটি একটি করে তথ্য কার্ড হাতে নিয়ে গ্রুপের সদস্যদের জিজ্ঞাসা করবেন যে ফ্লিপচার্টে বর্ণিত বৈশিষ্ট্য অনুসারে কার্ডে উল্লিখিত পরিবারটি চরম দরিদ্র, দরিদ্র, মধ্যবিত্ত বা ধনী কোন শ্রেণীতে যাবে। গ্রুপ সদস্যদের সম্মতির ভিত্তিতে তথ্য কার্ডগুলো বিভিন্ন শ্রেণীতে যেমন চরম দরিদ্র, দরিদ্র, মধ্যবিত্ত এবং ধনী শ্রেণীর জন্য আলাদা করা হবে। প্রত্যেক শ্রেণীর কার্ডগুলো আলাদাভাবে গ্রুপের সদস্যদের সামনে রাখা হবে;
- গ্রুপ সদস্যরা সামাজিক মানচিত্রে পরিবারটির অবস্থান চিহ্নিত করবে এবং অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করে পরিবারটি কোন শ্রেণীভুক্ত হবে সে সিদ্ধান্তে পৌঁছাবে;
- কোন শ্রেণীর কোন পরিবারের বিষয়ে আপত্তি পাওয়া গেলে সিআইপি টিমের উপ-কমিটি সরেজমিনে বাড়িটি যাচাই করে তাদের পর্যবেক্ষণসহ প্রতিবেদন দেবে। উক্ত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে তথ্য কার্ডটি সঠিক শ্রেণীতে অন্তর্ভূক্ত করা হবে;
- প্রতি শ্রেণীভুক্ত তথ্য কার্ডগুলো আলাদাভাবে বাঁধা হবে এবং প্রতিটি শ্রেণীর তালিকা আলাদা কাগজে তৈরি করা হবে।

- <u>ছোট গ্রুপ আলোচনা- ২ (এসজিডি- ২)</u>

সিআইপি দল সংশ্লিষ্ট গ্রামের অপর প্রান্তে গমন করবে এবং ছোট গ্রুপ আলোচনা- ১ (এসজিডি- ১) এর মত করে আরও একটি আলোচনা সম্পন্ন করবে। এ ক্ষেত্রে যে বিষয়গুলো বিবেচনা করতে হবে:

- ছোট গ্রুপ আলোচনা- ২ এ অংশগ্রহণকারী প্রতিনিধিগণ যথাসম্ভব নতুন সদস্য হবেন এবং ছোট গ্রুপ আলোচনা- ১ এ অংশগ্রহণকারী কেউ এতে অংশগ্রহণ করবেন না। যদি কোন সদস্য ছোট গ্রুপ আলোচনা- ১ এ অংশ নিয়ে থাকেন সে ক্ষেত্রে তিনি/তারা শুধুমাত্র দর্শক হিসেবে অংশ নিতে পারবেন, কোন মতামত দিতে পারবেন না;

- উভয় আলোচনায় যে সব পরিবারের শ্রেণীভুক্তি অপরিবর্তিত থাকবে, তালিকায় সে সব পরিবারকে ঠিক চিহ্ন দেয়া হবে;
- যে সব তথ্য কার্ড সম্পর্কে আলোচনাকালে পরিবারগুলো অন্য শ্রেণীভুক্ত করা উচিত বলে গ্রুপ- ২ মতামত প্রদান করলে সে সব কার্ডগুলো পৃথক করে রাখতে হবে এবং তালিকায় সে সব পরিবার চিহ্নিত করে তার বিপরীতে প্রাপ্ত নতুন মন্তব্য লিখে রাখতে হবে।

- ছোট গ্রুপ আলোচনা- ৩ (এসজিডি- ৩)

তৃতীয় ছোট গ্রুপ আলোচনা গ্রামের মাঝামাঝি স্থানে ৯ - ১২ জন প্রতিনিধির উপস্থিতিতে করতে হবে এবং নিম্নেবর্ণিত কাজগুলো সম্পন্ন করতে হবে:

- গ্রুপ- ১ এবং গ্রুপ- ২ এ যে সব পরিবার এর শ্রেণী বিন্যাস সম্পর্কে ভিন্নমত পাওয়া গেছে শুধুমাত্র সে সব কার্ডগুলো নিয়ে ছোট গ্রুপ- ৩ এ আলোচনা করা হবে;
- সিআইপি দল উক্ত তথ্য কার্ডগুলো নিয়ে পূর্বের ন্যায় উপস্থিত প্রতিনিধিগণের মতামত নেবেন; এবং
- দু'টি গ্রুপ আলোচনায় যে সব পরিবারের শ্রেণী বিন্যাস সম্পর্কে একই মত পাওয়া যাবে সিআইপি দল সেটি চূড়ান্ত হিসেবে গ্রহণ করবে।

এভাবে বন নির্ভর চরম দরিদ্র, দরিদ্র, মধ্যবিত্ত ও ধনী পরিবারগুলোর চূড়ান্ত তালিকা তৈরি করা হবে এবং প্রতিটি বিভাগের জন্য তথ্য কার্ডগুলো পৃথকভাবে প্যাক করা হবে।

সম্পদের স্তর বিন্যাসের সময় সিআইপি দল বন বিভাগ, এনজিও এবং কমিউনিটি প্রফেশনালগণ সহায়তা প্রদান করবেন।

সম্পদের স্তর বিন্যাসের শেষে অর্জিত মূল ফলাফলসমূহ:

গ্রাম/মৌজা/পাড়ার চরম দরিদ্র, দরিদ্র, মধ্যবিত্ত ও ধনী পরিবারগুলোর একটি যথার্থ বৈধতাপ্রাপ্ত ও ত্রিমাত্রিক প্রক্রিয়ায় যাচাই বাছাইকৃত তালিকা তৈরি করা হবে। তিনটি ছোট গ্রুপ দ্বারা তালিকাটির সঠিকতা নিরূপণ করা এবং সরেজমিনে যাচাই করে সকল অভিযোগ নিষ্পত্তি পূর্বক তালিকাটি চূড়ান্ত করা হবে।

তথ্য সংরক্ষণ:

- তথ্য সংরক্ষণের সময় পাড়া ভিত্তিক তৈরিকৃত সিআইপি তালিকাগুলো সংযুক্ত করে প্রতিটি গ্রামের জন্য একটি সিআইপি তালিকা তৈরি করা হবে।
- এই তালিকাটিকে খসড়া সিআইপি তালিকা বলা হবে। খসড়া সিআইপি তালিকার একটি ছক পরিশিষ্ট- ৪ এ দেয়া হল।
- সম্পদের স্তর বিন্যাস থেকে প্রাপ্ত অতিদরিদ্র, দরিদ্র, মধ্যবিত্ত ও ধনী প্রত্যেক শ্রেণির জন্য পৃথক পৃষ্ঠা ব্যবহার করতে হবে ।
- তথ্য সংরক্ষণের কাজটি সিআইপি দল কমিউনিটি প্রফেশনাল এর সহায়তায় সম্পন্ন করবে এটি নিশ্চিত করতে হবে।

তথ্য সংরক্ষণের মাধ্যমে নিম্নোল্লিখিত ফলাফল অর্জিত হবে:

- সামাজিক মানচিত্র;
- চরম দরিদ্র, দরিদ্র, মধ্যবিত্ত এবং ধনী শ্রেণীকরণসহ সিআইপি তালিকা; এবং
- সিআইপি রেজিস্টার।

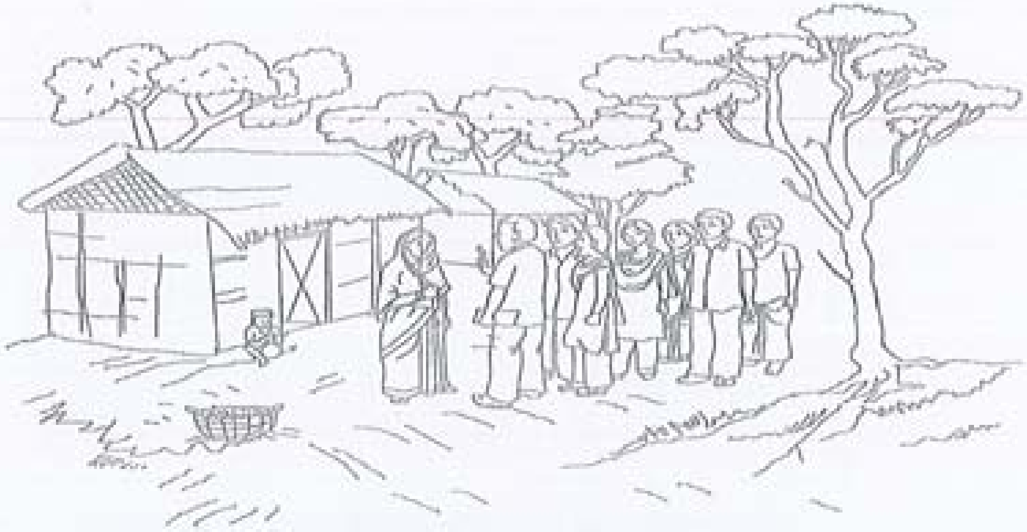

চিত্র ২১: সিআইপি টিম দ্বারা সরেজমিনে তথ্য যাচাই বাছাই

ধাপ ৭: দরিদ্র বন নির্ভর পরিবারের তালিকা প্রদর্শন

খসড়া সিআইপি তালিকা তৈরি হওয়ার পর এটি গ্রামের বিশিষ্ট স্থানে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করতে হবে যাতে প্রত্যেক গ্রামবাসী তার নাম তালিকায় অন্তর্ভূক্ত হয়েছে কি না এবং তা সঠিক শ্রেণীভুক্ত হয়েছে কিনা তা সহজে জানার সুযোগ পান।

<u>খসড়া সিআইপি তালিকা প্রদর্শনের সময় করণীয়সমূহ:</u>

- তৈরিকৃত খসড়া তালিকার শিরোনাম হবে "কমিউনিটি অংশগ্রহণমূলক দরিদ্র সনাক্তকরণ পদ্ধতিতে তৈরীকৃত অতি দরিদ্র, দরিদ্র, মধ্যবিত্ত ও ধনী ব্যক্তিদের তালিকা"। এ তালিকায় প্রদর্শিত তথ্যের ব্যাপারে কারও কোন আপত্তি থাকলে অথবা তালিকায় কোন ভুল-ত্রুটি থাকলে কিংবা তালিকার বিষয়ে কারও কোন সুপারিশ থাকলে -------- তারিখের মধ্যে নিম্নোল্লিখিত সিআইপি দলের সদস্যদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। এ তালিকাটি ---------- তারিখে অনুষ্ঠিতব্য এফসিভি/ভিসিএফ সভায় অনুমোদন করা হবে। গ্রামের সকলকে এফসিভি/ভিসিএফ সভায় যোগ দিতে আমন্ত্রণ জানানো হলো।

সংশ্লিষ্ট কমিউনিটি প্রফেশনাল ও বন বিভাগের কর্মকর্তাদের নাম ও মোবাইল নাম্বারের তালিকা নিচে দেওয়া হল।

- প্রদর্শনী বোর্ডগুলো জনসমাগম স্থানে ঝুলিয়ে সিআইপি তালিকাগুলো সেখানে সেটিয়ে দিতে হবে। তালিকাগুলো অন্যান্য জনসমাগম স্থানে যেমন- পুষ্টি /স্বাস্থ্য কেন্দ্র, মসজিদ, মন্দির, গির্জা এবং অন্যান্য বিশিষ্ট স্থান ইত্যাদিতে প্রদর্শন করতে হবে। তালিকা অন্ততঃ এক সপ্তাহের জন্য প্রদর্শিত হতে হবে। খসড়া সিআইপি তালিকা প্রদর্শনের বিষয়টি সিআইপি দল কর্তৃক গ্রামের সব পরিবারের মধ্যে প্রচারের প্রয়োজন হবে।

চিত্র ২২: নোটিশ বোর্ডে বন নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীর নামের তালিকা প্রদর্শন

ধাপ ৮: অভিযোগ নিরসন

গ্রামবাসী কর্তৃক দাখিলকৃত সকল আপত্তি ও পরামর্শ একটি রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করে রাখতে হবে। আপত্তিগুলো লিপিবদ্ধ করতে নিম্নলিখিত নমুনা ছক ব্যবহার করা যেতে পারে:

ক্রমিক নং	অভিযোগকারীর নাম	সিআইপি তালিকায় ক্রমিক নং ও বাড়ির নং (সূত্র)	অভিযোগের বিবরণ	প্রস্তাবিত সমাধান	সিআইপি দলের সদস্যের স্বাক্ষর

- খসড়া সিআইপি তালিকা প্রদর্শনের পর সিআইপি দল নিজেরা সব অভিযোগ নিয়ে আলোচনা করবে, অভিযোগে প্রদত্ত তথ্য যাচাই করার জন্য সরেজমিনে পরিদর্শন করবেন এবং অভিযোগকারী ও অন্যান্য প্রতিবেশী গ্রামবাসীদের সাথে যোগাযোগ করবে। সিআইপি দল সংগৃহীত সকল তথ্য নিয়ে একসঙ্গে বসবে এবং অভিযোগটি সমাধানের একটি পথ বের করবে এবং নিবন্ধন বইয়ে এটি লিপিবদ্ধ করবে।

- অভিযোগ সম্পর্কে সংগৃহীত তথ্য, ব্যাখ্যা এবং পরামর্শ/সমাধান এফসিডি/ভিসিএফ সভায় উত্থাপন করা হবে।
- সিআইপির মাধ্যমে তালিকাভুক্ত পরিবারসমূহের অধিকাংশ প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে প্রাপ্ত অভিযোগসমূহ নিষ্পত্তি পূর্বক খসড়া সিআইপি তালিকা চূড়ান্তকরণের জন্য পূর্ব নির্ধারিত তারিখ, সময় এবং স্থানে এফসিডি/ভিসিএফ এর একটি সভা অনুষ্ঠিত হবে। সিআইপি তালিকার খসড়াটি পরবর্তীতে এফসিডি/ভিসিএফ কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে।

<u>যে সব কার্যক্রম চালানো হবে-</u>

- ঐক্যমত্যের ভিত্তিতে সিআইপি দল বোর্ডে উল্লিখিত তারিখের ভিত্তিতে সভার তারিখ নির্ধারণ ও নিশ্চিত করবে;
- সভাস্থলে সকল গ্রামবাসী উপস্থিত হওয়ার পর তাদের মধ্য থেকে একজনকে সভার সভাপতি নির্বাচিত করা হবে;
- একজন সিআইপি সদস্য সিআইপি অনুশীলনের সকল ধাপসমূহ সংক্ষিপ্ত আকারে বর্ণনা করবেন। তারপর অভিযোগসমূহ এক এক করে উত্থাপন করে তার সমাধান বর্ণনা করা হবে;
- তারপর সভাপতি সদস্যদেরকে সিআইপি খসড়া তালিকা অনুমোদনের জন্য অনুরোধ করবেন;
- তৈরিকৃত সামাজিক ম্যাপ, তথ্য কার্ড, নিবন্ধন বই এবং অন্যান্য তথ্যসমূহ সংরক্ষণ করার জন্য এফসিডি সিদ্ধান্ত নিবে যা পরবর্তীতে সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনা কমিটির (সিএফএমসি)/গ্রাম সংরক্ষণ ফোরাম নির্বাহী কমিটি (ভিসিএফ-ইসি) এর নিকট হস্তান্তর করা হবে;
- সভায় উপস্থিত সকল সদস্যদের নাম রেজিস্টারে লিখা হবে এবং সকলে স্বাক্ষর করবেন;
- সভাপতি উপস্থিত একজন কমিউনিটি সদস্যকে সিআইপি দলকে গ্রামের জন্য কাজ করার জন্য ধন্যবাদ জানানোর জন্য অনুরোধ করবেন; এবং
- সভাপতি সমাপনী বক্তব্যের মাধ্যমে সভা সমাপ্ত করবেন।

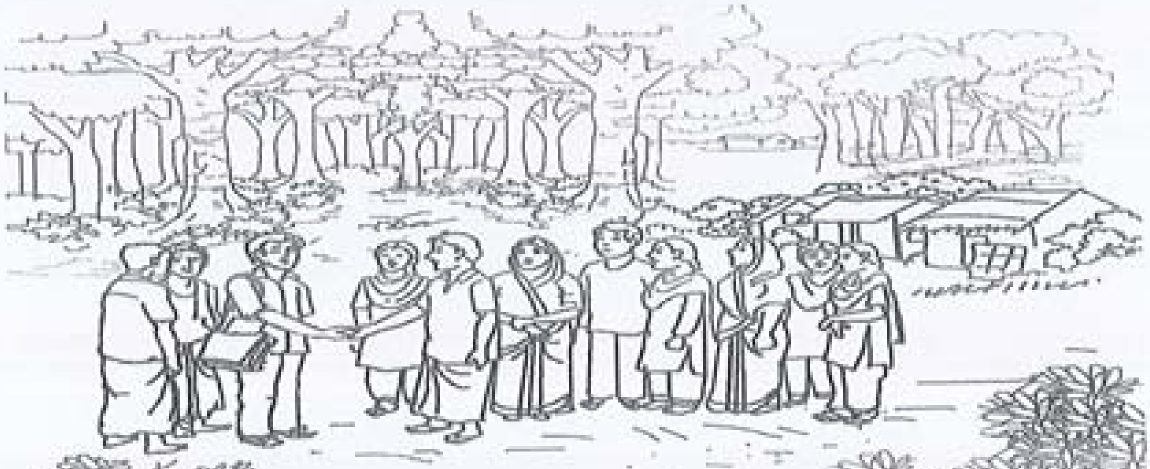

চিত্র ২৩: সিআইপি গ্রাম পরিদর্শনকালে বন নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীর সাথে মতবিনিময় করছে

ধাপ ৯: প্রকল্পের সুবিধাভোগী পরিবারের তালিকা এফসিভির সভায় অনুমোদন

এটি গ্রাম/মৌজা/পাড়ায় কমিউনিটি দরিদ্র সনাক্তকরণ পদ্ধতিতে বন নির্ভর পরিবার নির্বাচনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। সিআইপির খসড়া তালিকাটি সমস্ত কার্যক্রম সম্পন্ন করার পর বন নির্ভর জনগোষ্ঠী দ্বারা অনুমোদিত হতে হবে। তৈরিকৃত এ তালিকাটি পরবর্তীতে এফসিভির সভায় অনুমোদনের প্রয়োজন হবে এবং এ তালিকাটিই প্রকল্পের অফিসিয়াল তালিকা বলে বিবেচিত হবে।

ধাপ ১০: প্রকল্পের সুবিধাভোগীর তালিকা চূড়ান্তকরণ

কোন এলাকার নির্বাচিত সুবিধাভোগীর তালিকায় শুধুমাত্র প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক সুবিধাভোগী অন্তর্ভূক্ত থাকবে। সুবিধাভোগী সনাক্তকরণের সব যোগ্যতা/নির্বাচনী বৈশিষ্ট্য যেমন- দারিদ্রতা ও সুখের মাত্রা, লিঙ্গ বা জাতিগত বা সামাজিক অবস্থানের ভিত্তিতে প্রান্তিকীকরণ এবং বনজ সম্পদের উপর নির্ভরশীলতা ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যসমূহের ভিত্তিতে (টেবিল- ৩) পরিমাপ ও স্কোর প্রদান করা হবে। মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় সর্বোচ্চ স্কোরধারী এবং এফসিভি/ভিসিএফ সভায় অনুমোদিত ৬০ - ৭০ টি পরিবারকে একটি গ্রামে সুফল প্রকল্পের সুবিধাভোগী হিসেবে নির্বাচন করা হবে এবং শুধুমাত্র তারাই বিকল্প আয়বর্ধক তহবিলের জন্য যোগ্য বিবেচিত হবেন।

বিভিন্ন অবস্থা ও স্থানভেদে সংশ্লিষ্ট সিএমও/রেঞ্জ কর্মকর্তা/বিট কর্মকর্তার নিবিড় তত্ত্বাবধানে প্রযোজ্য পিআরএ পদ্ধতি ব্যবহার করে এনজিও সুবিধাভোগীদের নির্বাচনে সহায়তা করবে।

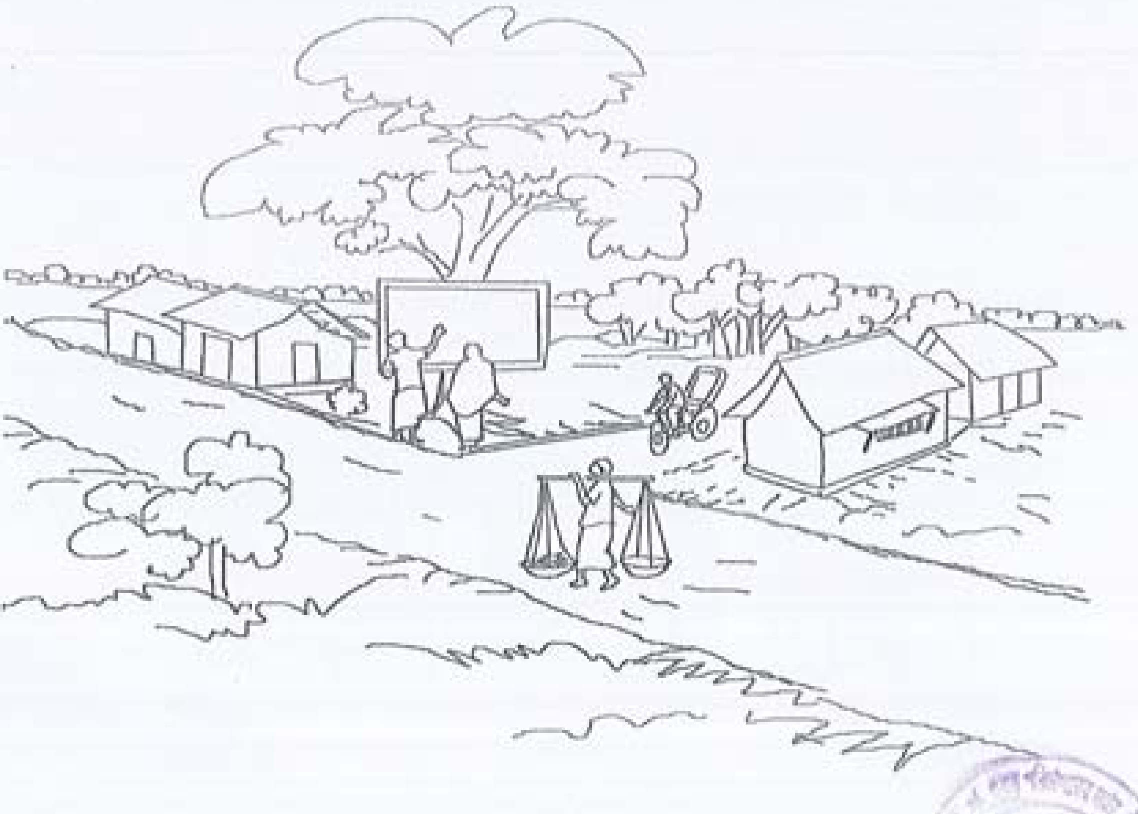

চিত্র ২৪: রাস্তার সংযোগস্থলে স্থাপিত নোটিশ বোর্ডে তথ্যাদি প্রদর্শন

সারণী ৩: সুফল প্রকল্পের আওতায় বন নির্ভর সুবিধাভোগী পরিবার নির্বাচনের জন্য বৈশিষ্ট্যসমূহ

ক্রমিক নং	বৈশিষ্ট্যসমূহ	সংজ্ঞা	স্কোর
১	বন নির্ভরতা (বন থেকে পরিবারের আয় %)	৫০% এর বেশি কিন্তু ৭০% এর কম	২
		৭০% এর বেশি কিন্তু ৯০% এর কম	৪
		৯০-১০০%	৬
		৫০% এর কম	০
২	পরিবারের প্রতি সদস্যের মাসিক আয় (প্রক্সি হিসেবে মাসিক পারিবারিক ব্যয় ব্যবহার করে)	৪ হাজার টাকার বেশী কিন্তু ৫,৫০০ টাকা থেকে কম	১
		৩০০০-৪০০০ টাকা।	২
		৩০০০ টাকার কম	৩
		৫,৫০০ টাকা থেকে বেশি	০
৩	জনসংখ্যাতাত্ত্বিক/সামাজিক	ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সম্প্রদায়ভুক্ত পরিবার	৪
		নারী প্রধান পরিবার	৪
		প্রতিবন্ধী/অসহায় মহিলা প্রধান পরিবার	৪
		কিশোরী মেয়ে	৪
		উপরের কোনটি নয়	০
৪	বাসস্থানের জমি	নিজ মালিকানাধীন	১
		আত্মীয়ের মালিকানাধীন	২
		লীজকৃত জমি	৩
		পাশাপাশি অন্য জমিও আছে	০
৫	বাসস্থান	স্থায়ী (কাঠের তৈরি, পাকা)	১
		আধা-অস্থায়ী (বাঁশ বা কাঠের তৈরি, টিনের ছাউনী এবং আধা-পাকা ফ্লোর)	২
		অস্থায়ী (কাঁদা, বাঁশ বা তাল পাতার তৈরি এবং কাঁচা ফ্লোর বিশিষ্ট)	৩
		কাঠ/ইট দিয়ে তৈরি ঘর	০
৬	পানীয় জলের সুযোগ	টিউবওয়েল থেকে	১
		পুকুর থেকে	২
		অন্যান্য অস্থায়ী উৎস থেকে	৩
		নিজস্ব পানি সরবরাহের ব্যবস্থা আছে	০
৭	স্যানিটারি সুবিধা	স্থায়ী শৌচাগার	১
		অস্থায়ী শৌচাগার	২
		কোন শৌচাগার নেই	৩
		স্বয়ংসম্পূর্ণ শৌচাগার আছে	০
৮	পারিবারিক সম্পদ (ভূমি, গৃহপালিত পশু, উৎপাদনশীল সম্পদ, ব্যবহার্য সরঞ্জাম এবং	২০ - ৩০ লক্ষ টাকা	১
		১০ - ২০ লক্ষ টাকা	২

	অনুৎপাদনশীল সম্পদসহ সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ সম্পদগুলোর একটি সেটের মূল্যমান)	১ লক্ষ টাকার কম	৩
		৩০ লক্ষ টাকার বেশি	০
৯	বাগান এলাকা থেকে গ্রামের দূরত্ব (১ কি.মি. ব্যাসার্ধের মধ্যে)	১ কিলোমিটারের বেশী	০
		৫০০ মিটারের মধ্যে	২
		৩০০ মিটারের মধ্যে	৪
		১০০ মিটারের মধ্যে	৬
	সম্পূর্ণ ফলাফল	(সকল স্কোরের সমষ্টি)	

সূত্র : CRPARP প্রকল্প থেকে সংশোধিত

৪.৬ সিআইপির জন্য বাজেট

সিআইপি কার্যক্রমগুলো পরিচালনার জন্য কিছু আর্থিক খরচের প্রয়োজন হবে। তাই প্রক্রিয়াটি যথাসম্ভব স্বল্প খরচে সম্পন্ন করা গুরুত্বপূর্ণ। খরচ কমানোর জন্য গ্রামে সহজপ্রাপ্য উপকরণ এবং সম্পদসমূহ ব্যবহার করা যেতে পারে। এনজিও প্রয়োজনীয় উপকরণ এবং তহবিল সরবরাহ করবে।

<u>সিআইপির জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ/সম্পদসমূহ:</u>

- প্রকল্প ও সিআইপি সম্পর্কিত ব্যানার, পোস্টার, বিলবোর্ড;
- সাদা কাগজ, নোট বই, কলম, ফ্লিপচার্ট, মুদ্রিত তথ্য কার্ড, রেজিস্টার;
- বিভিন্ন রং এর চক, রঙের গুড়া;
- নুড়ি পাথর, বীজ, ফুল;
- গ্রাম পরিভ্রমণ, সম্পদের স্তর বিন্যাস, তথ্য সংরক্ষণ, অভিযোগের সরেজমিন যাচাইকরণ;
- সামাজিক মানচিত্র তৈরির কাজের জন্য আলো ও মাইকিং এর ব্যবস্থা; এবং
- সব পদক্ষেপের ছবি গ্রহণ।

পরিশিষ্ট- ৩

পরিবার ভিত্তিক তথ্য কার্ডের নমুনা

বন বিভাগের নাম	উপজেলার নাম	ইউনিয়নের নাম	গ্রাম/ মৌজা/পাড়ার নাম:

পাড়া/স্থানের নাম:		বাসা নং:		ঘরের ধরণ:	

পরিবার প্রধানের নাম:	
পিতা/স্বামী/স্ত্রীর নাম:	
পরিবার প্রধানের বর্তমান পেশা:	
অন্যান্য উপার্জনক্ষম সদস্যদের সংখ্যা এবং পেশা:	
১৮ বছরের উপরে পুরুষ সদস্যের সংখ্যা:	
১৮ বছরের উপরে নারী সদস্যের সংখ্যা:	
পরিবারে বেকার যুবক/যুবতীর সংখ্যা:	পুরুষ: মহিলা:
পরিবারে মোট শিশুর সংখ্যা:	
স্কুলগামী শিশুর সংখ্যা:	

মালিকানাধীন সম্পদের ধরন

জমির মালিকানা		গবাদপশু		যানবাহন		অন্যান্য সম্পদ	
ধরন	পরিমাণ	ধরণ	সংখ্যা	ধরণ	সংখ্যা	ধরণ	পরিমাণ

অক্ষম সদস্যদের নাম	বয়স	পুরুষ/মহিলা	সম্পর্ক	অক্ষমতার ধরন
সহায়-সম্বলহীন সদস্যদের নাম	বয়স	পুরুষ/মহিলা	সম্পর্ক	অসহায়ত্বের ধরন

ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সম্প্রদায়ের নাম:	

বনজ সম্পদ নির্ভরশীলতা এবং সম্পদের ধরণ:	বেশী: মধ্যম: কম:	

দুর্যোগ ঝুঁকির ধরন:	ঝুঁকির মাত্রা:		
	বেশী	মধ্যম	কম

পরিশিষ্ট- ৪

খসড়া সিআইপি তালিকার নমুনা

ক্রমিক নং	বাড়ি নম্বর (যা সামাজিক মানচিত্রে দেয়া হয়েছে)	পরিবার প্রধানের নাম	পিতা/স্বামী /স্ত্রীর নাম	বাড়ির ধরণ	শ্রেণী (অতি দরিদ্র/দরিদ্র/ মধ্যবিত্ত/ধনী- সম্পদের স্তর বিন্যাস অনুযায়ী)

তথ্য কার্ডের সকল তথ্যসহ তালিকাটি রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করতে হবে। স্থায়ী রেজিস্টারের ছক নীচে দেয়া হলঃ

ক্রমিক নং	বাড়ি নং	পরিবার প্রধানের নাম	প্রাপ্ত বয়স্ক সদস্য সংখ্যা (১৮ বছরের বেশী বয়স)		শিশুর সংখ্যা	মোট সদস্য সংখ্যা	ঘরের ধরন	স্থায়ী সম্পদের মালিকানার ধরণ	
			পুরুষ	মহিলা				জমির ধরন ও পরিমাণ	অন্যান্য সম্পদ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০

সম্পদের মালিকানা		পেশা (কাঠ/জ্বালানী কাঠ সংগ্রহ)	উপার্জনক্ষম ব্যক্তির সংখ্যা	অসহায়ত্ব/ঝুঁকি			দুর্যোগ ঝুঁকির মাত্রা	গৃহীত ঋণের পরিমাণ	মন্তব্য
গবাদি পশুর সংখ্যা	যানবাহন			নাম	বয়স	ধরণ			
১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০

পঞ্চম অধ্যায়

কমিউনিটি তহবিল

কমিউনিটি উন্নয়ন তহবিল (সিডিএফ)

এবং

জীবিকা উন্নয়ন তহবিল (এলডিএফ)

৫.১ কমিউনিটি তহবিল ব্যবহারের নীতিমালা:

এই অধ্যায়ে কমিউনিটি তহবিলের আওতায় বাস্তবায়নযোগ্য কার্যাবলী, মূল নীতিমালা এবং কমিউনিটি তহবিল ব্যবহারের জন্য অনুসরণীয় বাস্তবায়ন পদক্ষেপগুলো সম্পর্কে বলা হয়েছে। অন্যান্য প্রকল্পের মত না হলেও টেকসই বন ও জীবিকা (সুফল) প্রকল্পের পিএমইউ কর্তৃক বরাদ্দকৃত কমিউনিটি তহবিল কস্ট সেন্টার/বিভাগীয় বন কর্মকর্তার দপ্তর থেকে কমিউনিটির ব্যাংকে হিসাবে হস্তান্তর করা হবে। কমিউনিটির কল্যাণের জন্য যে তহবিল বন বিভাগ (এফডি) থেকে পাওয়া যাবে তাকে কমিউনিটি তহবিল (সিডিএফ) বলা হবে। এই তহবিল পাওয়ার যোগ্যতা অর্জনের জন্য "কম" এর নীতিমালা অনুযায়ী কমিউনিটিকে কতিপয় দায়িত্ব পালন করতে হবে।

৫.২ কমিউনিটি তহবিলের প্রকারভেদ

কমিউনিটি তহবিলকে (সিএফ) প্রধানতঃ দু'টি প্রধান উপ-তহবিলে ভাগ করা হয়েছে, যা নীচে দেখানো হলঃ

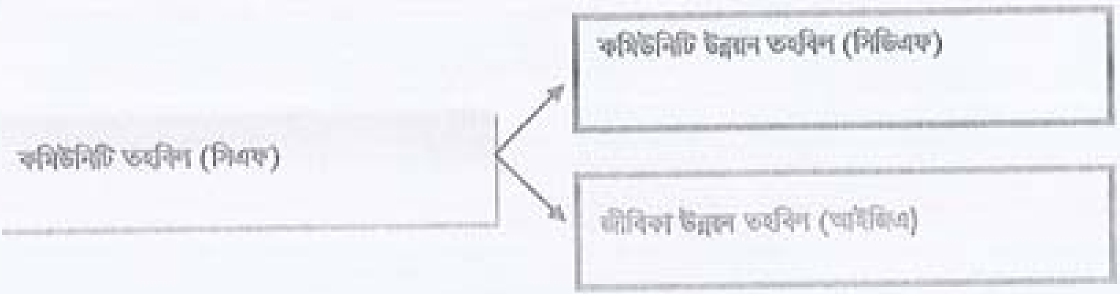

চিত্র- ২৫: কমিউনিটি তহবিলের প্রকারভেদ

বন নির্ভর জনগোষ্ঠী অবগত আছেন যে তারা প্রকল্প থেকে কমিউনিটির উন্নয়ন, জীবিকার উন্নয়ন এবং সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনা ও বন সংরক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য আর্থিক সহায়তা পাবেন। এটি মূলতঃ কমিউনিটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা, দরিদ্র বন নির্ভর পরিবার ও ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীকে সহায়তা এবং তাদের আর্থ-সামাজিক কল্যাণের প্রয়োজনীয়তা ও অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে প্রদান করা হবে।

৫.২.১ কমিউনিটি উন্নয়ন তহবিল (সিডিএফ):

উদ্দেশ্যঃ

জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন, যোগাযোগের উন্নতি এবং জনসাধারণের মৌলিক সেবাগুলো নিশ্চিত করণের জন্য বন নির্ভর জনগোষ্ঠীকে অবকাঠামোগত উন্নয়ন করতে হবে। এ তহবিলটি ভৌত অবকাঠামো নির্মাণের জন্য ব্যবহার করা হবে যা জনসাধারণের জীবন যাত্রার মানোন্নয়ন এবং সহজ যোগাযোগ ব্যবস্থা ও নিকটবর্তী বাজার ও গ্রোথ সেন্টারে নিজেদের উৎপাদিত পণ্যের বিপণনে সহায়তা করবে।

উপযুক্ত কার্যক্রমসমূহঃ

- পানি সরবরাহ ব্যবস্থা/পানি পরিশোধনাগার স্থাপন এবং পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন;
- রক্ষা প্রাচীর (retaining wall) নির্মাণ;

- রাস্তা, কালভার্ট ইত্যাদি নির্মাণ/মেরামত;
- কমিউনিটির জন্য বিদ্যুৎ ও বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপন;
- স্কুল মেরামত/সংস্কার;
- কমিউনিটির জন্য টিউব ওয়েল স্থাপন;

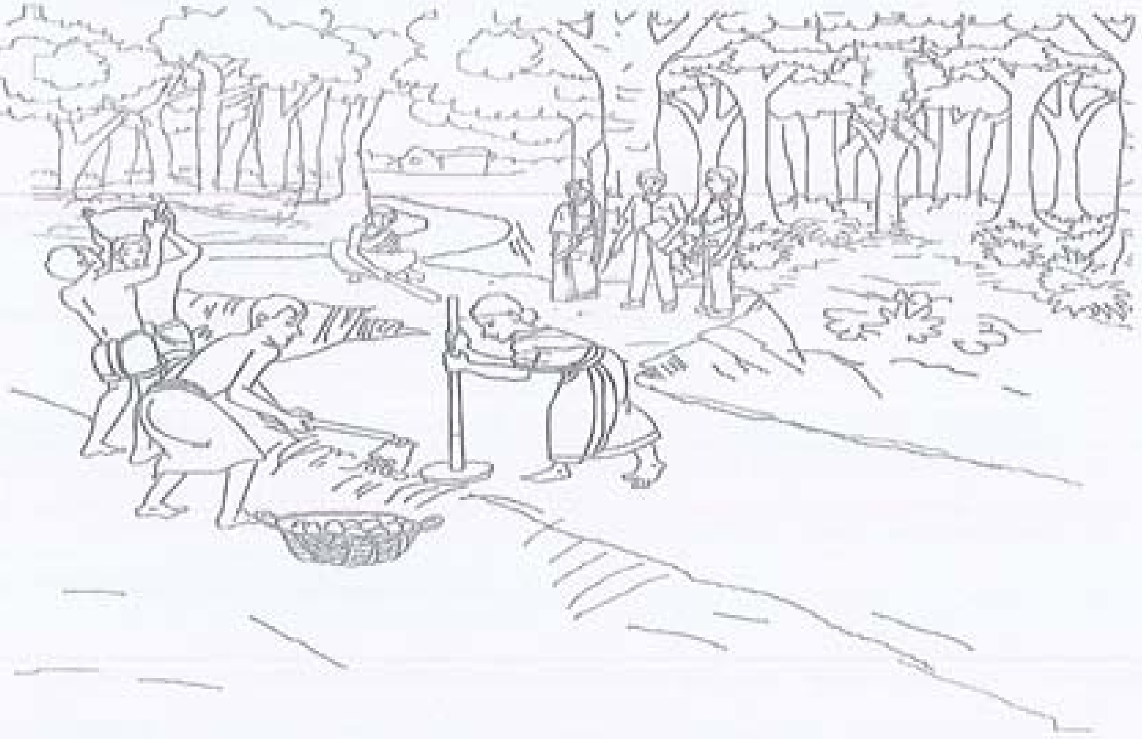

চিত্র ২৬: গ্রামে কমিউনিটি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন

মূল নিয়মাবলী:

- কমিউনিটি উন্নয়ন তহবিলের আওতায় অর্থায়নের জন্য উপ-প্রকল্প প্রস্তাবনাগুলো সনাক্তকরণ এবং অগ্রাধিকারভুক্ত করা।
- সমাজের অধিকাংশ জনগোষ্ঠী বিশেষতঃ যারা চরম দরিদ্র ও দরিদ্র এবং বনের উপর নির্ভরশীল তাদের কল্যাণের জন্য ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন করা।
- উপ-প্রকল্পগুলোর পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য এফএসি দায়িত্বশীল থাকবে এবং তারা একটি পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ উপ-কমিটির মাধ্যমে এসব কার্যক্রম বাস্তবায়ন করবেন।
- প্রতিটি উপ-প্রকল্প পৃথকভাবে মূল্যায়ন এবং অর্থায়ন করা হবে।
- সকল মূল্যানুমান স্থানীয় বাজার দর অনুযায়ী তৈরি করা উচিত।
- কাজের জবাবদিহিতা এবং স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার জন্য সামাজিক নিরীক্ষা কমিটি (এসএসি) সকল কর্মকান্ড দেখাশোনা এবং প্রত্যায়ন করবে।

উপ-প্রকল্প প্রস্তাবনা তৈরি, প্রক্রিয়াকরণ, যাচাই এবং বাস্তবায়নের ধাপসমূহ:

ধাপ ১: সিএফএমসি/ভিসিএফ-ইসি কর্তৃক ভৌত অবকাঠামো এবং অন্যান্য উপ-প্রকল্প সনাক্তকরণের জন্য অংশগ্রহণমূলক ঝুঁকি নিরূপণ ও বিশ্লেষণ

উদ্দেশ্য
অংশগ্রহণমূলক ঝুঁকি নিরূপণ ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে গ্রামবাসী গ্রামের ঝুঁকিপূর্ণ ক্ষেত্রসমূহ সম্পর্কে জানতে পারবে যেগুলো প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও অভিঘাতে ভোগে এবং জনগণের শারীরিক গতিবিধি বিঘ্নিত হয়।

ঝুঁকি নিরূপণ ও বিশ্লেষণ
নিম্নোক্ত সারণীর মাধ্যমে গ্রামবাসী ঝুঁকি নিরূপণ ও বিশ্লেষণ করতে পারে:

সারণী- ৪: প্রস্তাবিত উপ-প্রকল্পের ঝুঁকি বিশ্লেষণ ম্যাট্রিক্স

ঝুঁকির বিষয়সমূহ	তীব্রতা	অভিষ্ট জনসংখ্যা	অবকাঠামো নির্মাণ/ মেরামত ইত্যাদি	তহবিলের প্রাপ্যতা

ফলাফল
গ্রামবাসী ঝুঁকির বিষয়ে উদ্বিগ্ন থাকেন এবং তারা এ ধাপের মাধ্যমে ঝুঁকি হ্রাস ও অভিযোজন ক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে জীবন ও জীবিকা উন্নয়নের নিমিত্তে ভৌত অবকাঠামো নির্মাণের জন্য উপ-প্রকল্প সনাক্তকরণ করতে সক্ষম হবে।

ধাপ ২: উপ-প্রকল্পগুলোর অগ্রাধিকার নির্ধারণ

উদ্দেশ্য
দরিদ্র ও অতিদরিদ্র বন নির্ভর পরিবারগুলোর প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা বিবেচনা করে কমিউনিটি উন্নয়ন তহবিলের (সিডিএফ) পর্যাপ্ততার ভিত্তিতে বাস্তবায়নের জন্য গ্রামবাসী কর্তৃক উপ-প্রকল্পগুলো সনাক্তকরণ ও অগ্রাধিকার নির্ধারণ করা।

কর্মকান্ড
অগ্রাধিকার নির্ধারণের জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলো বিবেচনা করা হবে:

- প্রস্তাবিত উপ-প্রকল্প /অবকাঠামোর প্রয়োজনীয়তার গুরুত্ব পরিমাপ;
- প্রকল্পের কর্মকান্ড বাস্তবায়নের ফলে উপকৃত পরিবারের সংখ্যা;
- এফএসিকর্তৃক উপ-প্রকল্পগুলোর জন্য বাজেট প্রণয়ন;
- স্থানীয় সম্পদ ব্যবহারের একটি আনুমানিক পরিকল্পনা তৈরি।

ফলাফল

সম্ভাব্য দুর্বলতা হ্রাস ও ঝুঁকি নিরসনের মাধ্যমে জীবন ও জীবিকার মানোন্নয়নের জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিক উপ-প্রকল্পগুলো চিহ্নিত হবে।

ধাপ ৩: সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনা কমিটি (সিএফএমসি)/গ্রাম সংরক্ষণ ফোরাম নির্বাহী কমিটি (ভিসিএফ-ইসি) কর্তৃক অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত উপ-প্রকল্প অনুমোদন।

উদ্দেশ্য

উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য সিএফএমসি/ভিসিএফ-ইসি থেকে প্রস্তাবিত বাজেট অনুমোদন নেওয়া। এছাড়া প্রস্তাবিত উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য অর্থায়ন করতে অন্যান্য সংস্থার অনুসন্ধান করা।

কর্মকাণ্ড

গ্রামের বিভিন্ন ঝুঁকিপূর্ণ এলাকাগুলোর জন্য গ্রামবাসী কর্তৃক প্রস্তাবিত উপ-প্রকল্পের প্রতিটি স্কিমের জন্য খসড়া মূল্যানুমান তৈরি করা হবে। অতঃপর নীচে প্রদত্ত টেবিলে উপ-প্রকল্পের স্কিমগুলোর অগ্রাধিকার অনুযায়ী সাজানো হবে:

সারণী- ৫: উপ-প্রকল্পের স্কিমগুলোর অগ্রাধিকার তালিকার নমুনা

ঝুঁকির বিষয়গুলো	অগ্রাধিকার	উপ-প্রকল্পের স্কিমগুলোর নাম	খসড়া হিসাব	কমিউনিটি উন্নয়ন তহবিলের বরাদ্ধ

ফলাফল

সিএফএমসি/ভিসিএফ-ইসি উপ-প্রকল্পের স্কিমগুলোর অগ্রাধিকার তালিকা অনুমোদন করবে।

ধাপ ৪: উপ-প্রকল্প কমিটি গঠন ও উপ-প্রকল্প প্রস্তাবনা তৈরিকরণ:

উদ্দেশ্য

সিএফএমসি/ভিসিএফ-ইসি এর অনুমোদিত পরিকল্পনা এবং নির্দেশিকা অনুযায়ী উপ-প্রকল্প প্রস্তাবনা তৈরি ও বাস্তবায়নের জন্য উপ-প্রকল্প কমিটি গঠন করা। উপ-প্রকল্প পর্যায়ে সচেতনতা, মূল্যানুমান, কাজের আইটেম ও উপকরণের দাম এবং পরিবেশগত বিষয়গুলো সকলকে অবহিত করা।

কর্মকাণ্ড

ক) একটি উপ-প্রকল্প কমিটি (এসপিসি) গঠন করা হবে; এবং

খ) উপ-প্রকল্প প্রস্তাবনা তৈরি করা হবে।

উপ-প্রকল্প কমিটি গঠন

উপ-প্রকল্প প্রস্তাবনা তৈরি, বাস্তবায়ন এবং কাজ তদারকীর জন্য সিএফএমসি/ভিসিএফ-ইসি কর্তৃক নির্বাচিত সুবিধাভোগীদের মধ্য থেকে ২ - ৩ সদস্য-বিশিষ্ট একটি উপ-প্রকল্প কমিটি গঠন করা হবে।

- উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন ও কাজ তদারকীর জন্য প্রয়োজন মোতাবেক ২ -৩ সদস্য-বিশিষ্ট উপ-কমিটি গঠন;
- উপ-কমিটির একজন আহ্বায়ক থাকবেন এবং অন্যরা সাধারণ সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

উপ-কমিটির দায়িত্ব ও কর্তব্য

- স্থানীয় চাহিদা ও অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে উপ-প্রকল্প সনাক্ত করা;
- উপ-প্রকল্প সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ, প্রয়োজনীয় শ্রমিক, উপকরণ ও অন্যান্য খরচের স্থানীয় বাজার দর সংগ্রহ এবং সিএফএমসি/ভিসিএফ-ইসি এর পরামর্শ ও নির্দেশনা মোতাবেক এফএসি এর সহায়তায় একটি বিস্তারিত প্রস্তাবনা তৈরি করা;
- সামগ্রী খরচ নিশ্চিত করা;
- সরেজমিনে কাজ বাস্তবায়ন ও তদারক করা।

উপ- প্রকল্প প্রস্তাবনা তৈরি:

সিএফএমসি/ভিসিএফ-ইসি কর্তৃক উপ-প্রকল্প প্রস্তাবের স্কিমগুলোর অগ্রাধিকার তালিকা অনুমোদিত হওয়ার পর সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলীদের দিয়ে সাইট পরিদর্শন, সাইটগুলোর উপযুক্ততার মূল্যায়ন/বিশ্লেষণ এবং নকশা সংক্রান্ত সুপারিশগুলো তৈরি করা হবে। যদি স্থানটির মাটি পরীক্ষার প্রয়োজন হয় তবে তারা সে পরামর্শ দেবেন। 'কস' নির্দেশিকা অনুসারে কমিউনিটি উন্নয়ন তহবিল থেকে আর্থিক সহায়তা প্রাপ্তির জন্য এফএসি উপ-প্রকল্প কমিটির (এসপিসি) সহায়তায় এবং প্রয়োজনে কারিগরী দলের (প্রয়োজন অনুসারে নিয়োগ করতে হবে) সহায়তা নিয়ে একটি বিস্তারিত উপ-প্রকল্প প্রস্তাবনা প্রণয়ন করবে। অন্যান্য কমিটির সদস্যদের সাথে সভায় মিলিত হয়ে অংশীদারীত্বমূলক পদ্ধতিতে উপ-প্রকল্প প্রস্তাবনা তৈরি করা হবে যাতে তারা সকলে জানতে পারবে কিভাবে আর্থিক সহায়তার জন্য অগ্রসর হচ্ছে। ক্ষয়ক্ষতি মূল্যায়ন ও আদায়ের জন্য সিএফএমসি/ভিসিএফ-ইসি বিশেষ সহায়তা ও পরামর্শ প্রদান করবে।

কমিউনিটি প্রফেশনাল এবং সিএফএমসি/ভিসিএফ-ইসি উপ-প্রকল্প প্রস্তাবনা তৈরিতে সহায়তা করবে। সিএফএমসি/ভিসিএফ-ইসি গ্রামের অগ্রাধিকার অনুযায়ী সভায় আলোচনার মাধ্যমে বাস্তবায়ন পরিকল্পনাধীন সকল কাজের জন্য সর্বমোট বাজেট বরাদ্দ প্রদান করবে।

উপ- প্রকল্প প্রস্তাবনার মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ:

i. উপ-প্রকল্পের নাম: সহজে চেনার জন্য প্রত্যেকটি উপ-প্রকল্পের স্থানের নামোল্লেখসহ একক নাম থাকবে।

ii. উপ-প্রকল্পের উদ্দেশ্য: কমিউনিটির কাঙ্খিত মূল সমাধানের বিবরণসহ আওতাভুক্ত লোকসংখ্যা, উপকারের বিস্তৃতি, সময়কাল ইত্যাদির বিস্তারিত পরিসংখ্যানসহ প্রত্যাশিত ফলাফল সম্পর্কে বিশদ বর্ণনা থাকবে।

iii. আনুমানিক ব্যয়: প্রয়োজনীয় উপকরণ, শ্রমিক, পরিবহণ, মূলধন খরচের পাশাপাশি ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণ খরচসহ প্রশাসনিক ব্যয় অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

iv. কর্ম পরিকল্পনা- কর্ম পরিকল্পনার মধ্যে শ্রমিক মবিলাইজেশন পরিকল্পনা, উপকরণ মবিলাইজেশন পরিকল্পনা এবং ক্রয় পরিকল্পনা অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

(ক) শ্রমিক সংগ্রহ পরিকল্পনা:

উপ-প্রকল্প/কর্মকান্ডের ধরণ	শ্রমিকের ধরণ		মোট শ্রমিকের সংখ্যা	সময়কাল
	দক্ষ	অদক্ষ		
শুধুমাত্র মাটির রাস্তার উন্নয়ন				
কালভার্টসহ মাটির রাস্তার উন্নয়ন				
বিভিন্ন বিকল্পসহ পানি নিরাপত্তা উপ-প্রকল্প				
কালভার্ট নির্মাণ				
অন্যান্য				

(খ) ব্যবহার্য উপকরণ সংগ্রহ পরিকল্পনা:

উপ-প্রকল্প/কর্মকান্ডের ধরণ	উপকরণের ধরণ	পরিমাণ	সময়কাল
শুধুমাত্র মাটির রাস্তার উন্নয়ন			
কালভার্টসহ মাটির রাস্তার উন্নয়ন			
বিভিন্ন বিকল্পসহ পানি নিরাপত্তা উপ-প্রকল্প			
কালভার্ট নির্মাণ			

(গ) ক্রয় পরিকল্পনা

ক্রমিক নং	আইটেমের বিবরণ	একক মূল্য	সময়কাল	ক্রয় পদ্ধতি	মন্তব্য

ধাপ ৫: সুরক্ষা নীতিমালা অনুসরণ

পরিবেশগত ও সামাজিক সুরক্ষা: সকল উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নকালে পরিবেশগত বিষয়সমূহ যথাযথ বিবেচনায় নেয়া হবে এবং পরিবেশগত ও সামাজিক স্ক্রিনিং এর মাধ্যমে সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করা হবে।

পরিবেশগত স্ক্রিনিং: এ প্রক্রিয়ায় প্রস্তাবিত উপ-প্রকল্প/স্কিমগুলোর অর্থায়ন উপযোগিতার জন্য পরিবেশগত প্রভাব এবং এর যথাযথ প্রশমন ব্যবস্থা যাচাই করা হবে।

সামাজিক স্ক্রিনিং: এটি একটি পরীক্ষা পদ্ধতি যার মাধ্যমে সামাজিক, সাংস্কৃতিক, নৈতিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধ, পুনর্বাসন এবং ঋণ গ্রহণ, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী ও তাদের প্রথাগত সাংস্কৃতিক বিষয়সমূহ যাচাই করা হয়। উপ-প্রকল্প/স্কিমগুলোর পরিবেশগত মূল্যায়নের সাথে সামাজিক স্ক্রিনিং সম্পন্ন করা হবে।

উদ্দেশ্য

(১) কমিউনিটি উন্নয়ন তহবিলের আওতায় গৃহীত ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন উপ-প্রকল্পগুলো পরিবেশগত ও সামাজিকভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ ও টেকসই কি না নিশ্চিত করা;

(২) উপ-প্রকল্পসমূহের বিনিয়োগ থেকে গ্রামের প্রায় সকলে উপকৃত হচ্ছে কি না তা নিশ্চিত করা;

(৩) উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে সম্ভাব্য পরিবেশগত বিরূপ প্রভাবসমূহ নিরূপণ করা এবং পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (ইএমপি) বাস্তবায়নের মাধ্যমে তা প্রশমনের ব্যবস্থা করা।

(৪) নিয়মিত ও পর্যাপ্তভাবে পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের সংস্থান রাখা।

সাধারণ নীতিমালা

এনজিও/বন বিভাগ এর সহায়তায় কমিউনিটি সকল প্রস্তাবিত উপ-প্রকল্পের পরিবেশগত স্ক্রিনিং সম্পন্ন করবে। যদিও এগুলোতে কোন বিরূপ পরিবেশগত প্রভাবের আশংকা নেই তথাপি উপ-প্রকল্পগুলো পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নকালে নিম্নোল্লিখিত নিয়মাবলী মেনে চলতে হবে:

- সিএফএমসি/ভিসিএফ-ইসি স্ক্রিনিং ফরম (পরিশিষ্ট- ৫) ও পরিবীক্ষণ নির্দেশিকা অনুযায়ী পরিবেশগত স্ক্রিনিং এবং পরিবীক্ষণ করার জন্য উপ-প্রকল্প কমিটিকে দায়িত্ব দিবে;
- উপ-প্রকল্প কমিটি তাদের পর্যবেক্ষণ ও তদসংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ সিএফএমসি/সিএমইসি এর নিয়মিত সভায় পেশ করবে;
- সামাজিক দ্বন্দ্ব এবং অন্যান্য ঝুঁকি ও অবশ্য পালনীয় বিষয়াদি ব্যবস্থাপনার জন্য সিএফএমসি/ভিসিএফ-ইসি দায়ী থাকবে;
- সকল ধরণের উপ-প্রকল্প একটি নির্দিষ্ট ফরমের মাধ্যমে যাচাই-বাছাই করা হবে এবং প্রস্তাবনার সাথে প্রতিবেদন সংযুক্ত করতে হবে;
- বিতর্কিত যায়গায় বা উন্নয়ন বারিত বা পরিবেশগত সংবেদনশীল এলাকায় প্রকল্পের কোন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে না;
- যেখানে ভূমি অধিগ্রহণ বা অনৈচ্ছিক পুনর্বাসন ব্যবস্থার প্রয়োজন হবে, উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য সে সব যায়গা এড়িয়ে চলতে হবে।

পরিবেশগত ও সামাজিক স্ক্রিনিং পদ্ধতি: পরিবেশগত ও সামাজিক স্ক্রিনিং পদ্ধতিতে কতিপয় পদক্ষেপ রয়েছে যা উপ-প্রকল্পের ধরণ অনুসারে একটি ফ্লোচার্টে নীচে দেখানো হয়েছে।

উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নের পূর্বে পরিবেশগত স্ক্রিনিং এর জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম:

- সিএফএমসি/ভিসিএফ-ইসি সদস্যগণের সাথে আলোচনা করে উপ-প্রকল্প কমিটি পরিবেশগত স্ক্রিনিং ফরম পূরণ করবে।
- কমিউনিটি প্রফেশনাল এবং কারিগরি দল পূরণকৃত স্ক্রিনিং ফরম ও প্রশমন পরিকল্পনা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) পর্যালোচনা করবে; মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়নের জন্য সিএফএমসি/ভিসিএফ-ইসি তা অনুমোদন করবে।
- সিএফএমসি/ভিসিএফ-ইসি নিশ্চিত করবে যে উপ-প্রকল্প প্রস্তাবনার সাথে পূরণকৃত স্ক্রিনিং ফরমটি সংযুক্ত করা হয়েছে।
- তহবিল মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণ দল (এফএএমটি) মাঠ যাচাইকালে স্ক্রিনিং ফরমটিও যাচাই করবে।

ধাপগুলি ফ্লোচার্ট এর মাধ্যমে নীচে দেখানো হল:

সিএফএমসি/ভিসিএফ-ইসি অনুমোদনের সঙ্গে এসপিসি গঠন করবে, এসপিসি-এর সাথে একটি পরিকল্পনা করবে ⇨	এসপিসি স্ক্রিনিং ফর্ম পূরণ করবে (ইসি) ⇨	নিয়োজিত কারিগরি দল পূরণকৃত স্ক্রিনিং ফর্ম এবং প্রশমন পরিকল্পনা পর্যালোচনা করবে	সিএফএমসি/ভিসিএফ-ইসি পূরণকৃত স্ক্রিনিং ফর্মটি প্রস্তাবনার সাথে সংযুক্তি নিশ্চিত করবে
মূল্যায়ন এবং পরিবীক্ষণ দল মূল্যায়নের সময় সবকিছু যাচাই করবে			

ধাপ ৬: সিএফএমসি/ভিসিএফ-ইসি কর্তৃক উপ-প্রকল্প প্রাক্-যাচাই ও অনুমোদন:

- এফএসি কর্তৃক তৈরিকৃত উপ-প্রকল্প প্রস্তাবনা সিএফএমসি/ভিসিএফ-ইসি গ্রহণ করবে এবং প্রস্তাবনার কপিতে তারিখসহ স্বাক্ষর প্রদান করে প্রাপ্তি স্বীকার করবে।
- এটি পরিষেবার মান গণনার ১ম দিন হিসেবে গণ্য করা হবে।
- সিএফএমসি/ভিসিএফ-ইসি এর পক্ষ থেকে এসএসি প্রস্তাবনা যাচাই করবে এটি 'কম' নির্দেশনা অনুযায়ী তৈরি করা হয়েছে কি না। যদি যাচাইকালে প্রস্তাবনাটি সঠিক পাওয়া যায়, সিএফএমসি/ভিসিএফ-ইসি দল (এসএসি) তাদের সুপারিশসহ সর্বোচ্চ তিন কার্যদিবসের মধ্যে তা সিএফএমসি/ভিসিএফ-ইসি এর নিকট প্রেরণ করবে।
- যদি যাচাইকালে প্রস্তাবনায় কোনরূপ অসামঞ্জস্যতা পাওয়া যায় তবে সিএফএমসি/ভিসিএফ-ইসি দল (এসএসি) সংশোধনের জন্য তাদের পরামর্শসহ তিন কার্যদিবসের মধ্যে তা এফএসি/ভিসিএসসি এর নিকট ফেরত দিবে।
- সিএফএমসি/ভিসিএফ-ইসি দল (এসএসি) কর্তৃক প্রাক্-যাচাই ও সুপারিশের পর উপ-প্রকল্প প্রস্তাবনা সিএফএমসি/ভিসিএফ-ইসি এর সভায় অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হবে। সিএফএমসি/ভিসিএফ-ইসি সদস্যগণ প্রস্তাবনার অনুমিত খরচসহ সকল দিক এবং কার্যক্রমগুলো সম্পর্কে আলোচনা করবেন এবং গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হলে তা অনুমোদন করবেন এবং সুপারিশসহ স্থানীয় বিভাগীয় বন কর্মকর্তার দপ্তরে প্রেরণ করবে (পরিশিষ্ট- ৬)। ভিসিএফ-ইসি প্রস্তাবনাটি সিএমইসি এর মাধ্যমে প্রেরণ করবে।

- সিএফএমসি/সিএমইসি তাদের কপির উপর কস্ট সেন্টার/বিভাগীয় বন কর্মকর্তার দপ্তরের প্রাপ্তি স্বীকার গ্রহণ করবে।

- দু'সেট অর্থায়ন চুক্তি (পরিশিষ্ট- ৭) তৈরি করা হবে- একটি মূল কপি (স্ট্যাম্পের উপর) এবং অন্যটি অনুলিপি কিন্তু প্রকৃত স্বাক্ষরিত, এবং প্রস্তাবনার সাথে সংযুক্ত করা হবে।

ধাপ ৭: কস্ট সেন্টার/বিভাগীয় বন কর্মকর্তার দপ্তরে উপ-প্রকল্প প্রস্তাব গ্রহণ এবং যাচাইকরণ

- বিভাগীয় বন কর্মকর্তার দপ্তরে প্রাপ্ত প্রস্তাব একটি ছকে লিপিবদ্ধ করবে এবং প্রস্তাবের উপর তারিখসহ অনুস্বাক্ষর করা হবে।

- বিভাগীয় বন কর্মকর্তার দপ্তরে ১০০% প্রস্তাব দাপ্তরিকভাবে যাচাই করবে এবং দৈবচয়ন পদ্ধতিতে অন্ততঃ ৯০% প্রস্তাব সংশ্লিষ্ট গ্রামবাসীর সাথে আলোচনা করে পুনর্যাচাই করবে।

- যাচাইকালে কোন অসামঞ্জস্যতা পাওয়া গেলে বিভাগীয় বন কর্মকর্তার দপ্তর তা সংশ্লিষ্ট সিএফএমসি/ ভিসিএফ-ইসি এর নিকট ফেরত দিবে। কস্ট সেন্টার/ বিভাগীয় বন কর্মকর্তার দপ্তর এ কাজের জন্য সর্বোচ্চ ১০ (দশ) কার্যদিবস সময় পাবে এবং এ সময়ের মধ্যে 'তহবিল মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণ দল' (এফএএমটি) এর নিকট মাঠ যাচাইয়ের জন্য পাঠাবে নতুবা ত্রুটিপূর্ণ প্রস্তাব সিএফএমসি/ ভিসিএফ-ইসি এর নিকট ফেরত দিবে।

ধাপ ৮: 'তহবিল মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণ দল' (এফএএমটি) কর্তৃক প্রস্তাব যাচাইকরণ

- 'তহবিল মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণ দল' (এফএএমটি) কস্ট সেন্টার/ বিভাগীয় বন কর্মকর্তার দপ্তর থেকে প্রস্তাব গ্রহণ করবে।

- 'তহবিল মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণ দল' (এফএএমটি) একটি নির্দিষ্ট ছকে ক্রমিক নম্বর ও তারিখ দিয়ে সকল প্রস্তাব লিপিবদ্ধ করবে।

- 'তহবিল মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণ দল' (এফএএমটি) ষষ্ঠ অধ্যায়ে বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করে প্রাপ্ত প্রস্তাব মাঠ পর্যায়ে যাচাইয়ের পর কস্ট সেন্টার/ বিভাগীয় বন কর্মকর্তার দপ্তরে প্রতিবেদন দাখিল করবে।

ধাপ ৯: বন অধিদপ্তর এবং সিএফএমসি/ ভিসিএফ-ইসি এর সাথে অর্থায়ন চুক্তি স্বাক্ষর

- যাচাই প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর বিভাগীয় বন কর্মকর্তার দপ্তর একজন সহকারী বন সংরক্ষক/রেঞ্জ কর্মকর্তাকে এফএএমটি কর্তৃক দাখিলকৃত কাগজপত্র পরীক্ষা করার জন্য দায়িত্ব প্রদান করবে এবং পরীক্ষাকালে সকল কাগজপত্র সঠিক পাওয়া গেলে বিভাগীয় বন কর্মকর্তার দপ্তর কর্তৃক অর্থের পরিমাণ উল্লেখ পূর্বক সংশ্লিষ্ট সিএফএমসি/সিএমইসি বরাবরে তহবিল মঞ্জুরীপত্র জারী করা হবে এবং প্রকল্প পরিচালক, সিএফএমসি/ভিসিএফ-ইসিসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুলিপি প্রদানের মাধ্যমে অবহিত করা হবে।

- তহবিল মঞ্জুরীপত্র পাওয়ার পর ১ম পক্ষ হিসেবে বিভাগীয় বন কর্মকর্তার প্রতিনিধি (রেঞ্জ কর্মকর্তা বা তদূর্ধ) এবং ২য় পক্ষ হিসেবে সিএফএমসি/সিএমইসি এর সাথে ইতোপূর্বে প্রস্তুতকৃত অর্থায়ন চুক্তির ছকে (এ্যাডেন্ডাম- ১) চুক্তি স্বাক্ষরিত হবে।

- অর্থায়ন চুক্তির স্ট্যাম্প কপি বিভাগীয় বন কর্মকর্তার দপ্তরের হেফাজতে রাখা হবে এবং প্রকৃত স্বাক্ষরিত অনুলিপি সিএফএমসি/ সিএমইসি এর নিকট প্রেরণ করা হবে।

ধাপ ১০: তহবিল মঞ্জুরী ও ছাড়করণ

- বিভাগীয় বন কর্মকর্তার প্রতিনিধি ও সিএফএমসি/সিএমইসি-র সাথে অর্থায়ন চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর যথাশীঘ্র সম্ভব বিভাগীয় বন কর্মকর্তার দপ্তর মঞ্জুরীকৃত অর্থের ১ম কিস্তি (৬০%) ছাড় করবে।

- ছাড়কৃত অর্থ সরাসরি সিএফএমসি/ সিএমইসি-র ব্যাংকে হিসাবে টেলিগ্রাফিক্যালি বা পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফটের মাধ্যমে স্থানান্তর করা হবে। সিএমইসি প্রাপ্ত অর্থ ভিসিএফ-ইসি এর ব্যাংক হিসাবে স্থানান্তর করবে।

- এফএএমটি-র নিকট থেকে যাচাই প্রতিবেদন প্রাপ্তির ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে ব্যাংক হিসাবে অর্থ স্থানান্তর সম্পন্ন করতে হবে।

ধাপ ১১: উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন

- তহবিল প্রাপ্তির পর অনতিবিলম্বে সিএফএমসি/ভিসিএফ-ইসি সভা আহ্বান করবে এবং প্রাপ্ত তহবিল এবং 'কম' অনুসারে ভবিষ্যত কর্ম-পরিকল্পনা সকলকে অবহিত করবে।

- সংশ্লিষ্ট উপ-প্রকল্প কমিটির মাধ্যমে এফএসি উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন করবে এবং মাস শেষে কস্ট সেন্টার/বিভাগীয় বন কর্মকর্তার দপ্তরে খরচের মাসিক হিসাব দাখিল করবে।

- উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় পণ্য, কার্য এবং সেবা ক্রয় কমিটির মাধ্যমে সংগ্রহ করা হবে এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বিদ্যমান ক্রয় বিধিমালা অনুসরণ করা হবে।

ধাপ ১২: পরবর্তী কিস্তির অর্থ ছাড়ের জন্য সামাজিক নিরীক্ষা কমিটি (এসএসি) কর্তৃক প্রত্যায়িত দরখাস্ত গ্রহণ

- প্রাপ্ত ১ম কিস্তির অর্থের ৭৫% ব্যবহৃত হওয়ার পর সংশ্লিষ্ট উপ-প্রকল্প কমিটি ২য় কিস্তির অর্থ ছাড়ের জন্য আবেদন দাখিল করবে যা সামাজিক নিরীক্ষা কমিটি (এসএসি) কর্তৃক প্রত্যায়িত হতে হবে।
- ১ম কিস্তির মত এ আবেদন পত্রটিও সিএফএমসি/সিএমইসি-র মাধ্যমে এফএএমটি এর নিকট যাচাইয়ের জন্য প্রেরণ করা হবে।

ধাপ ১৩: তহবিল মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণ দল (এফএএমটি) কর্তৃক লক্ষ্যমাত্রা যাচাইকরণ

- এফএএমটি নথিপত্র পরীক্ষা এবং সশরীরে কাজের অগ্রগতি যাচাই ও মূল্যায়নের জন্য পুনরায় গ্রামে আসবে এবং পরবর্তী কিস্তি ছাড়ের জন্য নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা (সারণী ৯ ও ১০) অর্জিত হয়েছে কি না তা দেখবে।

ধাপ ১৪: পরবর্তী কিস্তির অর্থ ছাড়করণ

- এফএএমটি যদি এ মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে পরবর্তী কিস্তি ছাড়ের জন্য নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে তখন তারা পরবর্তী কিস্তির অর্থ ছাড়ের জন্য কস্ট সেন্টার/বিভাগীয় বন কর্মকর্তার দপ্তরকে সুপারিশ করবে।

ধাপ ১৫: উপ-প্রকল্প সমাপ্তকরণ

- উপ-প্রকল্পের কাজ শেষ হওয়ার পর এফএসি একটি সমাপ্তি প্রতিবেদন তৈরি করবে এবং সিএফএমসি/ভিসিএফ-ইসি এর অনুমোদন গ্রহণ করবে। সমাপ্ত কার্যাবলীর বিবরণ প্রদর্শনী বোর্ডে প্রদর্শন করতে হবে।

- সিএফএমসি/ভিসিএফ-ইসি কর্তৃক অনুমোদিত এক কপি সমাপ্তি প্রতিবেদন কস্ট সেন্টার/বিভাগীয় বন কর্মকর্তার দপ্তরে প্রেরণ করতে হবে এবং কস্ট সেন্টার/বিভাগীয় বন কর্মকর্তার দপ্তর প্রয়োজন বোধ করলে উক্ত প্রতিবেদনের সঠিকতা যাচাই করাতে পারবে।

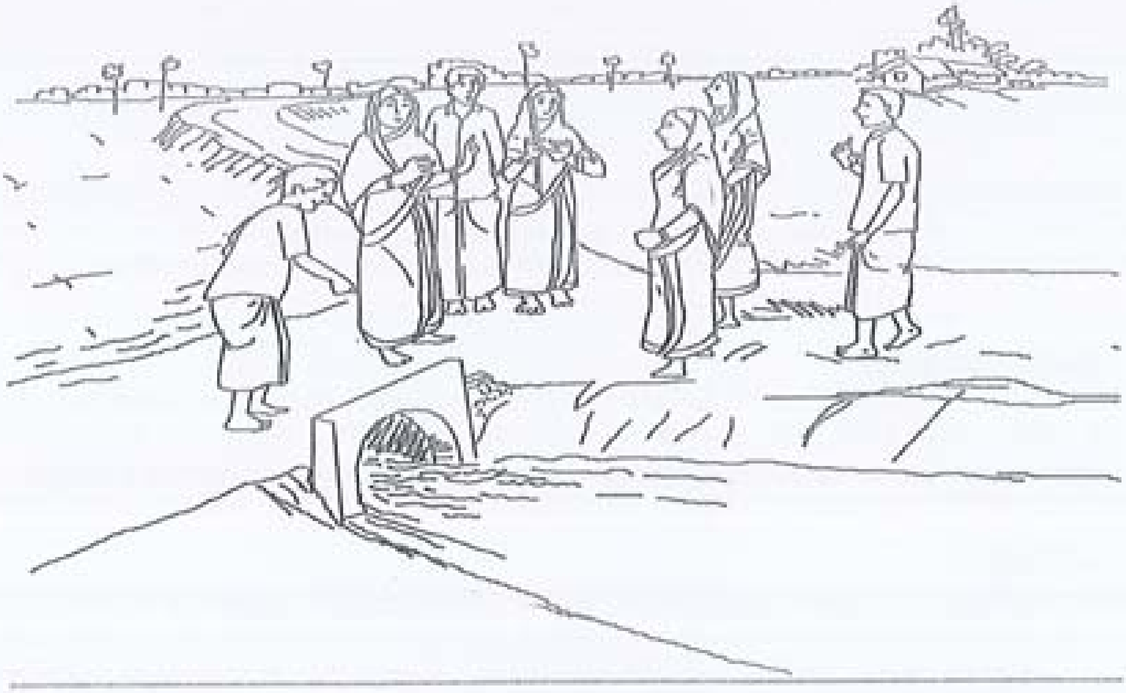

চিত্র ২৭: কমিউনিটি উন্নয়ন কার্যক্রম এগিয়ে চলছে

৫.২.২ জীবিকা উন্নয়ন তহবিল (এলডিএফ)

জীবিকা উন্নয়ন তহবিল কমিউনিটির জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ও নিরাপত্তার জন্য অন্য ধরণের একটি ঘূর্ণায়মান তহবিল। এ ধরণের তহবিল চরম দরিদ্র ও দরিদ্র বন নির্ভর জনগোষ্ঠীর আয় বৃদ্ধি এবং অব্যাহতভাবে তাদের পরম কল্যাণের জন্য ঘূর্ণায়মান হবে।

উদ্দেশ্য

এই তহবিলের উদ্দেশ্য হলো অতি দরিদ্র ও দরিদ্রবন নির্ভর জনগোষ্ঠীকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা যাতে তারা তাদের পেশা পরিবর্তন করে বিকল্প জীবিকা গ্রহণ করতে পারে এবং বনাঞ্চলের বাইরে জীবিকা উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে তাদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন করতে পারে।

চিত্র ২৮: বিকল্প আয়বর্ধক কাজের জন্য ঘূর্ণায়মান তহবিল

বাস্তবায়নযোগ্য কার্যক্রম:

এ ধরণের ঘূর্ণায়মান তহবিলের সহায়তায় বন নির্ভর পরিবারের সদস্যরা বন নিধন ও অবক্ষয়ের পরিবর্তে আয়বর্ধক কার্যক্রম শুরুর মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের আয় এবং জীবিকার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারবে।

মূল নিয়মাবলী:

- বন নির্ভর জনগোষ্ঠীর সদস্যদের (অতি দরিদ্র, দরিদ্র এবং ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী যারা সিআইপি পদ্ধতিতে প্রকল্পের সরাসরি সুবিধাভোগী হিসেবে নির্বাচিত) ঋণ প্রদানের জন্য জীবিকা উন্নয়ন তহবিল ব্যবহার করা হবে।

- সিএফএমসি/ভিসিএফ-ইসি এর সিদ্ধান্ত অনুসারে জীবিকা উন্নয়ন তহবিলের অর্থ ঘূর্ণায়মান তহবিল হিসেবে ব্যবহৃত হবে ।
- সঞ্চয় ও ঋণ কার্যক্রমের নীতিমালা বিশেষতঃ সঞ্চয়ের পরিমাণ, সার্ভিস চার্জের পরিমাণ, পরিশোধিতব্য কিস্তির পরিমাণ ইত্যাদি বিষয়ে ভিলেজ ক্রেডিট এন্ড সেভিং কমিটি (ভিসিএসসি) নীতিমালা তৈরি করবে যা সিএফএমসি/ভিসিএফ-ইসি দ্বারা অনুমোদিত হতে হবে।
- ভিসিএসসি, সিএফএমসি এর ঋণ কর্মসূচির বিশেষ দল হিসেবে ঘূর্ণায়মান তহবিল ব্যবস্থাপনার জন্য দায়ী থাকবে এবং ঋণ আবেদন সংগ্রহ, ঋণ বিতরণ, হিসাব সংরক্ষণ এবং প্রদত্ত ঋণের গতিবিধি লক্ষ্য রাখার দায়িত্ব পালন করবে।
- ঋণ কার্যক্রমের সকল পরিচালন ব্যয় ন্যূনতম প্রয়োজনীয় পর্যায়ে রাখতে হবে এবং ধীরে ধীরে নিজেদের তহবিল গঠন করতে হবে যাতে প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরেও কার্যক্রম অব্যাহত রাখার জন্য এবং দীর্ঘমেয়াদে গ্রাম সংগঠনগুলোর কার্যক্রম টেকসই করার জন্য সিএফএমসি/ভিসিএফ-ইসি এর অর্থের প্রয়োজন মেটানো যায়।

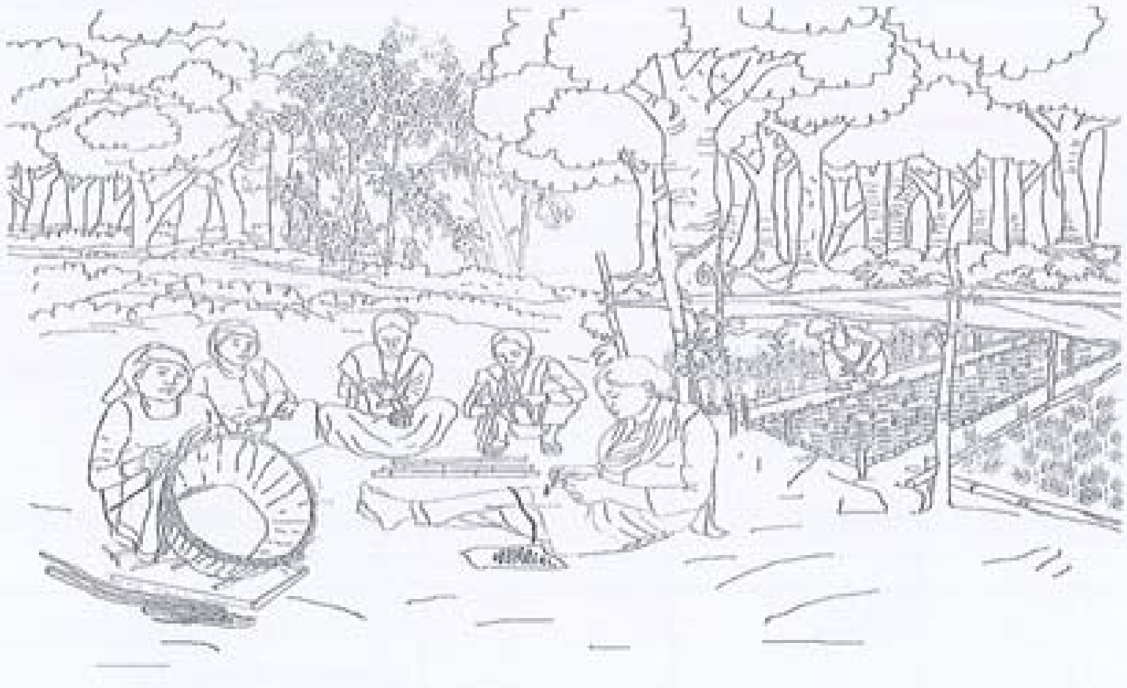

চিত্র ২৯: বন নির্ভর ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর বিকল্প আয়বর্ধক কার্যক্রম (হস্তশিল্প ও নার্সারি)

- ঋণ প্রদানের সময় সবচেয়ে যোগ্যতম সদস্যকে অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে, প্রথমে চরম দরিদ্র পরিবার এবং তারপর দরিদ্র ও ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর বন নির্ভর পরিবারকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে যাদের অন্যান্য উৎস থেকে ঋণ পাওয়ার সুযোগ নেই।
- সিএফএমসি/ভিসিএফ-ইসি বন বিভাগের সাথে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করবে এবং ঘূর্ণায়মান তহবিল সিএফএমসি/সিএমইসি এর ব্যাংক হিসাবে সরাসরি স্থানান্তর করা হবে। সামাজিক নিরীক্ষা কমিটি (এসএসি) ভিসিএসসি-র কার্যক্রম নিরীক্ষা করবে।

বিকল্প জীবিকা বাস্তবায়নের পদক্ষেপসমূহ: জীবিকা উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন

(ক) অংশীদারীত্বমূলক জীবিকায়ন ঝুঁকি বিশ্লেষণ

উদ্দেশ্য

অংশীদারীত্বমূলক জীবিকায়ন ঝুঁকি বিশ্লেষণের মাধ্যমে গ্রামবাসী সুবিধাভোগীদের ঝুঁকিসমূহ জানতে সক্ষম হবে এবং তাদের দক্ষতা ও বিদ্যমান অন্যান্য সুবিধাদি/সম্পদের ভিত্তিতে উপযুক্ত জীবিকা উন্নয়নের জন্য উপযুক্ত ব্যক্তি সনাক্তকরণে সক্ষম হবে। প্রয়োজনে দক্ষতা উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণের আয়োজন করতে পারবে।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

জনগণ নিম্নোক্ত ছক ব্যবহার করে নিজেরা ঝুঁকি বিশ্লেষণ করতে পারেন:

সারণী ৬: জীবিকা উন্নয়ন বিকল্পের ঝুঁকি বিশ্লেষণের ছক

ক্রমিক নং	মূল জীবিকায়ন বিকল্পসমূহ	জড়িত সুবিধাভোগীর সংখ্যা	ঝুঁকিসমূহের অগ্রাধিকার তালিকা
১।	কৃষি/নার্সারী		কারিগরি জ্ঞানের অভাব, বীজ ও সারের অভাব, বাজারজাতকরণ
২।	গাভী পালন		কারিগরি জ্ঞানের অভাব, রোগবালাই, খাদ্য/ঔষধ/ভ্যাক্সিনের অভাব, বাজারজাতকরণ
৩।	মৎস্য চাষ		কারিগরি জ্ঞানের অভাব, বন্যা, রোগবালাই, খাদ্যের অভাব, বাজারজাতকরণ
৪।	হাঁস-মুরগী পালন		কারিগরি জ্ঞানের অভাব, রোগ বালাই, খাদ্য/ঔষধ/ ভ্যাক্সিনের অভাব, বাজারজাতকরণ
৫।	ক্ষুদ্র ব্যবসা		কারিগরি জ্ঞানের অভাব, পরিবহণ, বাজারজাতকরণ, যোগাযোগ
৬।	পরিবহণ		দক্ষতা ও কারিগরি জ্ঞানের অভাব, সড়ক যোগাযোগ, সড়ক দুর্ঘটনা

ফলাফল

জনগণ সদস্যদের ঝুঁকি সম্পর্কে সজাগ থাকবে এবং ঝুঁকি হ্রাসকরণ ও অভিযোজন ব্যবস্থা বৃদ্ধির মাধ্যমে জীবন ও জীবিকার উন্নয়নের জন্য সঠিক বিকল্প আয়বর্ধক কাজ নির্বাচনে সক্ষম হবে।

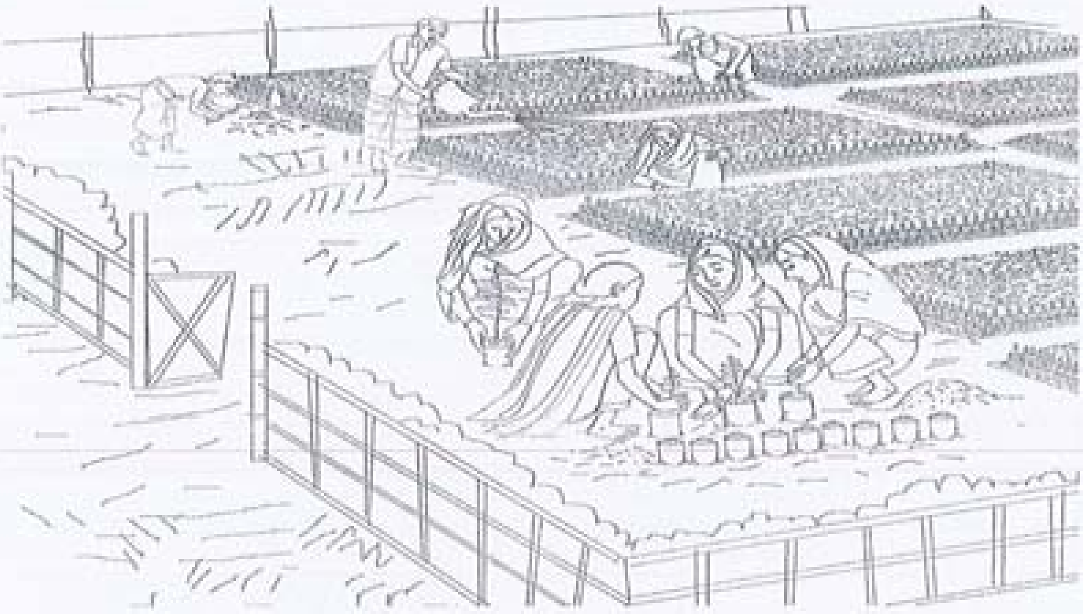

চিত্র ৩০: নার্সারি স্থাপন, প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের জন্য এক ধরণের বন ভিত্তিক বিকল্প আয়বর্ধক কার্যক্রম

(খ) ঝুঁকিসমূহের অগ্রাধিকার নির্বাচন এবং সমাধান

উদ্দেশ্যউপর্যুক্ত ছকে বর্ণিত সংগৃহীত তথ্যাদি বিবেচনা করে জনগণ ঝুঁকিসমূহের সম্ভাব্য সমাধান বের করতে সক্ষম হবে। নীচের সারণীতে দু'টি বিকল্প আয়বর্ধক কাজের ঝুঁকিসমূহের সম্ভাব্য সমাধানের উদাহরণ দেয়া হলো:

সারণী ৭: দু'টি বিকল্প আয়বর্ধক কাজের ঝুঁকিসমূহের সম্ভাব্য সমাধান

ক্রমিক নং	জীবিকায়নের বিকল্পসমূহ	ঝুঁকিসমূহের অগ্রাধিকার তালিকা	সম্ভাব্য সমাধান
১।	সবজী চাষ	কারিগরি জ্ঞানের অভাব	- দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণের আয়োজন - সেবা প্রদানকারীর সাথে যোগাযোগ স্থাপন - শিক্ষা সফর - সেবা প্রদানকারী তৈরি
		রোগ বালাই, ঔষধ/ কীটনাশক/বীজের অভাব	- সেবা প্রদানকারীর সাথে যোগাযোগ স্থাপন - কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ - ঔষধ/বীজ সরবরাহকারীদের সাথে যোগাযোগ - বীজ উৎপাদন - বীজ উৎপাদন গ্রুপ সৃষ্টি
		বাজারজাতকরণ	- বাজার পরিচালকদের খুঁজে বের করা - বাজার কর্তাদের সাথে যোগাযোগ - বাজারের তথ্য হালনাগাদকরণ
২।	গরু পালন/ মোটাতাজা	কারিগরি জ্ঞানের অভাব	- দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণের আয়োজন - সেবা প্রদানকারীর সাথে যোগাযোগ স্থাপন

	করণ/ হাঁস-মুরগী পালন		- শিক্ষা সফর - সেবা প্রদানকারী তৈরি
		রোগ বালাই, ঔষধ/ ভ্যাক্সিনের অভাব	- সেবা প্রদানকারীর সাথে যোগাযোগ স্থাপন - পশু সম্পদ অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ - ঔষধ সরবরাহকারীদের সাথে যোগাযোগ - প্যারা-ভেটস ও ভ্যাক্সিন প্রদানকারীদের সাথে যোগাযোগ
		খাদ্যের অভাব	- খাদ্যের মজুদ গড়া - পশুখাদ্য উৎপাদন - ইউরিয়া-মোলাসেস-খড়ের প্রক্রিয়াজাত খাদ্য উৎপাদন
		বাজারজাতকরণ	- উৎপাদন গ্রুপ সৃষ্টি - বাজার পরিচালকদের খুঁজে বের করা - বাজার কর্তাদের সাথে যোগাযোগ - বাজারের তথ্য হালনাগাদকরণ

ফলাফল

জনগণ বিকল্প আয়বর্ধক কাজের দুর্বলতা হ্রাস এবং ঝুঁকি নিরসনের সম্ভাব্য সমাধান খুঁজে পাবে।

(গ) প্রধান জীবিকা উন্নয়ন বিকল্পের অগ্রাধিকার নির্ধারণ

জীবিকা উন্নয়ন বিকল্পের অগ্রাধিকার নির্ধারণের পূর্বে সেগুলোকে অধিকতর বাস্তবায়নযোগ্য ও লাভজনক করে তোলার জন্য তাৎপর্যপূর্ণ নিয়ামকসমূহ নির্ণয় করা গুরুত্বপূর্ণ। নীচের ম্যাট্রিক্স ব্যবহার করে এটি করা সম্ভব। প্রতিটি সূচকের জন্য ১০ নম্বর বরাদ্দ করে সর্বোচ্চ নম্বরের ভিত্তিতে আয়বর্ধক কাজগুলোর অগ্রাধিকার নির্ণয় করা হবে।

সারণী ৮: জীবিকা উন্নয়ন বিকল্পের অগ্রাধিকারমূলক তালিকা

আইজিএ ⇨ বিবেচ্য নিয়ামকসমূহ ⇩	গরু মোটাতাজাকরণ	মৎস্য চাষ	গাভী পালন	হাঁস-মুরগী পালন	ছাগল পালন	সবজী চাষ	ক্ষুদ্র ব্যবসা
প্রয়োজনীয় জনবল	৬	৩	৮	৯	৫	৬	৫
উপকরণ প্রাপ্যতা	৮	৫	৮	৮	৬	৬	৮
কারিগরি প্রশিক্ষণের সুযোগ	৮	৫	৮	৮	৬	৬	৮
প্রযুক্তিগত সুযোগ	৯	২	৯	৯	৮	৪	৩
সংযোগের সুযোগ	৭	৪	৯	৯	৬	৫	৫
সম্প্রসারণের সুযোগ	৮	২	৮	৯	৫	৬	২
ঝুঁকির আশংকা	৫	২	৫	৪	৪	৬	২
মোট নম্বর	৫২ (৩য়)	২৩	৫৬ (২য়)	৫৭ (১ম)	৪৩ (৪র্থ)	৩৮	২৯

অধিকন্তু, আয়বর্ধক কাজগুলোর অগ্রাধিকার লাভ-ক্ষতি বিশ্লেষণের উপরও নির্ভর করে যা যথাযথ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হবে।

(ঘ) জীবিকা উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন

যথাযথ পরিকল্পনা যে কোন উদ্যোগের সাফল্যের জন্য প্রধান শর্ত। পরিকল্পনা তৈরির পূর্বে উদ্যোক্তার সামর্থ্য ও দুর্বলতা, সম্পদ ও সুযোগসমূহ, উৎপাদন ব্যয় এবং বাজারজাতকরণের সুযোগ ইত্যাদি বিবেচনা করা উচিত। জীবিকা উন্নয়ন পরিকল্পনার ক্ষেত্রে এনজিও-র সহায়তায় অংশীদারীত্বমূলকভাবে সুবিধাভোগীদের সাথে আলোচনা করে এটা করা হবে। পরিকল্পনায় সদস্য ভিত্তিক নির্বাচিত আয়বর্ধক কাজ এবং ঋণের পরিমাণ যথাযথভাবে উল্লেখ করতে হবে। ঘূর্ণায়মান ঋণ গ্রহণের পূর্বে প্রত্যেক সদস্যের জন্য পৃথক ব্যবসা পরিকল্পনা তৈরি করা হবে যা সুবিধাভোগীদেরকে স্ব স্ব আয়বর্ধক কাজ বাস্তবায়ন ও লাভজনক করে তোলার বিষয়টি আত্মস্থ করতে সহায়তা করবে। একটি দুগ্ধ খামারের ব্যবসা পরিকল্পনার উদাহরণ নীচে দেয়া হলোঃ

সারনী ৯ঃ একটি দুগ্ধ খামারের ব্যবসা পরিকল্পনার নমুনা

ক্রমিক নং	উপকরণ/পণ্য/অন্যান্য	পরিমাণ	মূল্য	মন্তব্য
		মূলধন খরচ		
০১	গাভী ক্রয় (৩ বছর বয়স্ক)	১ টি	২৫,০০০.০০	এক বছরের খরচ হিসাব করা হয়েছে
০২	গো-শালা তৈরি	১ টি	৩,০০০.০০	
০৩	ফ্লোর ও চারি তৈরি	১ টি	৫০০.০০	
০৪	রাজমিস্ত্রী ও অন্যান্য	১ টি	১,৫০০.০০	
		পরিচালন ব্যয়		
০১	ধানের তুষ	৭৫০ কেজি	১,৫০০.০০	
০২	ডালের তুষ	৫০ কেজি	১,২০০.০০	
০৩	সবুজ ঘাস	২০০০ কেজি	২,০০০.০০	
০৪	খড়, মোলাসেস, ইউরিয়া ইত্যাদি	১০০০ কেজি	৫,০০০.০০	
০৫	ভ্যাক্সিন/ঔষধ	---	৫০০.০০	
০৬	দিন মজুর	---	৩,০০০.০০	
০৭	ভিসিও এর সার্ভিস চার্জ	---	২,৫০০.০০	
মোট ব্যয়ঃ			৪৫,৭০০.০০	
		আয়		
০১	দুধের মূল্য	৯০০ লিঃ	৩৪,০০০.০০	২০০ দিনের জন্য
০২	গোবরের মূল্য	---	৩,০০০.০০	
০৩	গরু বাছুর বিক্রি	১ টি	২২,৫০০.০০	
০৪	বাছুরের মূল্য	১ টি	১৪,০০০.০০	
মোট আয়ঃ			৭৩,৫০০.০০	
নেট লাভঃ			২৭,৮০০.০০	

জীবিকা সহায়তা পরিকল্পনার জন্য বিবেচ্য নিয়ামকসমূহ:

(ক) সামর্থ্য

প্রত্যেকের সামর্থ্য অনুযায়ী জীবিকা পছন্দ করা উচিত। প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের তাদের জ্ঞান, দক্ষতা, আর্থিক সামর্থ্য, ভৌত সুবিধাদি এবং ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে আয়বর্ধক কাজ বাস্তবায়নের সামর্থ্য বিবেচনায় রাখতে হবে।

(খ) ব্যয়হ্রাস

নির্বাচিত আয়বর্ধক কাজ শুরু করার আগে ব্যয়হ্রাসের পথ সক্রিয়ভাবে বিবেচনা করা উচিত। এটি নিম্নেবর্ণিত উপায়ে হতে পারে:

- উৎপাদন ব্যবস্থার উন্নয়ন
- মানসম্পন্ন ও সমষ্টিগতভাবে উপকরণ সংগ্রহ
- স্থানীয় সম্পদ/পণ্যের ব্যবহার
- দলীয়ভাবে উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণ ইত্যাদি।

(গ) মূল্য সংযোজন

উৎপাদন পর্যায়ে এবং উৎপাদিত পণ্য আহরণের পর মূল্য সংযোজনের কিছু কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে যা উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং উচ্চতর মূল্যে বাজারজাতকরণে সহায়তা করবে। এগুলো হলো:

- পরিষ্কারকরণ
- গ্রেডিং
- শুষ্ককরণ
- ধৌতকরণ
- প্যাকেজিং ইত্যাদি

(ঘ) ব্যবসা সম্প্রসারণ

ব্যবসাকে টেকসই করতে হলে ব্যবসার সম্প্রসারণ প্রয়োজন যা বাজারের চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহের জন্য পণ্য উৎপাদন বৃদ্ধি উৎসাহিত করবে। এটি আরও অধিক লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করবে এবং মুনাফাও বৃদ্ধি পাবে।

(ঙ) পরিবেশ পুনরুদ্ধার

আয়বর্ধক কাজের পরিকল্পনাকালে পরিবেশগত বিষয়াদি বিবেচনা করতে হবে এবং সচেতনতা বৃদ্ধি ও দূষণ হ্রাসের কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

সারণী ১০: আয়বর্ধক কাজ নির্বাচনে পরিবেশগত বিবেচ্য বিষয়াদি

পরিবেশগত বিষয়সমূহ	গৃহীত ব্যবস্থা
গবাদি পশুর (গরু-ছাগল, হাঁস-মুরগী প্রভৃতি) অস্বাস্থ্যকর আবাসস্থল।	যথাসম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, সতেজ ও স্বাস্থ্যকর অবস্থায় গবাদি পশু পালন।
গোবর ইত্যাদির মত উপজাতসমূহের অপব্যবহার।	উপজাত ব্যবহার করে জৈব সার, ভারমিন কম্পোস্ট, বায়োগ্যাস ইত্যাদি তৈরি করা।
ফসল উৎপাদনের জন্য রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের ভুল ব্যবহার।	রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের ব্যবহার হ্রাস করা এবং একই সাথে জৈব সার ও ভেষজ কীটনাশকের ব্যবহারসহ সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা অনুসরণ।
খাদ্যে এ্যান্টিবডির অপব্যবহার যা জনস্বাস্থ্যের জন্য উদ্বেগজনক।	খাদ্যে এ্যান্টিবডির ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করা।
কৃষি উৎপাদনে ভূ-গর্ভস্থ পানির ব্যবহার।	কৃষি উৎপাদনে ভূ-উপরস্থ পানির ব্যবহার বৃদ্ধি।
পানির লবণাক্ততা।	লবণাক্ততা সহিষ্ণু শস্য প্রজাতির ব্যবহার এবং শস্য ক্ষেতে লবণাক্ত পানির অনুপ্রবেশ রোধ করা।

(চ) ভ্যালু চেইন

ভ্যালু চেইন শব্দের মাধ্যমে উৎপাদিত পণ্যের উৎপাদনস্থল থেকে ভোক্তা পর্যন্ত পৌঁছানোর পথকে বোঝানো হয়। ভ্যালু চেইনের উদ্দেশ্য হচ্ছে যুক্তিসংগত মুনাফার জন্য উৎপাদিত পণ্যের গুনগত মূল্য সংযোজন। ভ্যালু চেইন বলতে একটি পূর্ণ পরিসরভূক্ত কার্যক্রম যা কোন উৎপাদন সামগ্রীকে (সেবা বা পণ্য) এর ধারণা থেকে উৎপাদনের বিভিন্ন পর্যায়ের (ভৌত পরিবর্তন ও বিভিন্ন উৎপাদন সেবার উপকরণের সংমিশ্রণের মাধ্যমে) মধ্য দিয়ে চুড়ান্ত ভোক্তার নিকট সরবরাহ এবং ব্যবহারের পর চুড়ান্ত নিস্পত্তি পর্যন্ত নিয়ে আসার জন্য প্রয়োজন হয়। পণ্যের মূল্য সংযোজন নিম্নেবর্ণিত পর্যায়ে নিশ্চিত করা যায়:

উপকরণ পর্যায় : বিভিন্ন উপকরণ সরবরাহকারীর সাথে সংযোগ উন্নয়নের মধ্য দিয়ে উপকরণের (বীজ, খাদ্য, ঔষধ ইত্যাদি) গুণগত মান নিশ্চিতকরণ।

উৎপাদন পর্যায় : উন্নত মান ও অধিক উৎপাদনের জন্য আধুনিক প্রযুক্তি ও পদ্ধতি (খাওয়ানো, আবাসন, পরিষ্কারকরণ, পরিচর্যাকরণ ইত্যাদি) ব্যবহার।

বাজারজাতকরণ পর্যায় : যথাযথ ক্লিনিং, গ্রেডিং ও প্যাকেজিং নিশ্চিতকরণ এবং বিভিন্ন মার্কেট অপারেটরদের সাথে সংযোগ উন্নয়নের মাধ্যমে প্রতিযোগিতামূলক মূল্যে দলীয়ভাবে বাজারজাতকরণ নিশ্চিত করা।

(ছ) সংযোগ উন্নয়ন

গ্রামীণ জনগণ সাধারণভাবে সকল ধরণের সুযোগ-সুবিধা যেমন- উন্নত জ্ঞান, প্রযুক্তি, বাজার তথ্য, আধুনিক যন্ত্রপাতি, উপকরণ ও সেবাসমূহ ইত্যাদি থেকে বঞ্চিত হয়। সুতরাং সরকারি ও বেসরকারি সেক্টরের সাথে

কমিউনিটি সদস্যদের সংযোগ তৈরি করে দেয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যা তাদেরকে সকল ধরণের উপযুক্ততা ও অধিকার ভোগের যোগ্যতা অর্জনের সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়। বর্তমানে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে অনেক সেবা প্রদানকারী ও মার্কেট এ্যাক্টর রয়েছে যারা কমিউনিটিকে তাদের জীবিকা উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন সেবা দিয়ে থাকে। মার্কেট এ্যাক্টররগণ বাজার অংশীদার হিসেবে দরিদ্র ও হতদরিদ্রদের সম্ভাবনার উন্নয়নে সহায়তা করে, বাজার লেন-দেন খরচ হ্রাস করে এবং তাদের উৎপাদন সিদ্ধান্তকে ব্যবসা ও বাজার সুবিধার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে।

(জ) উদ্ভাবনী জীবিকা উন্নয়ন কার্যক্রম

সম্ভাব্য ঝুঁকি ও দুর্বলতা এড়ানোর জন্য কমিউনিটি পর্যায়ে জনগণ প্রথাগত আয়বর্ধক কাজগুলো পছন্দ করে থাকে। অধিকতর মুনাফার জন্য নতুন ও উদ্ভাবনী জীবিকা উন্নয়ন বিকল্পগুলো নির্বাচন করা উচিত। নতুন ও উদ্ভাবনী জীবিকা উন্নয়ন বিকল্পগুলো নির্বাচন করার নিমিত্তে কমিউনিটি সদস্যদের উৎসাহ প্রদানের জন্য প্রদর্শনী সফর এবং সম্ভাবনাময় উৎপাদনকারীদের সাথে আলোচনার আয়োজন করা যেতে পারে এবং আয়বর্ধক কাজগুলোর উন্নয়নের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে সংযোগ প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে। কমিউনিটি সদস্যদের প্রযুক্তিগত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন ভিত্তিক প্রশিক্ষণের আয়োজন করা যেতে পারে। সম্ভাবনাময় অনেক আয়বর্ধক কাজের বিকল্পের মধ্যে ধান চাষ, মৎস্য চাষ, মৎস্য-হাঁস-সবজীর সমন্বিত খামার, বন পদ্ধতিতে চারা উৎপাদন, ভাসমান সবজী উৎপাদন, মৌ চাষ, খরগোশ চাষ, ভারমিন কম্পোস্টিং, মাশরুম চাষ, মোমবাতি তৈরি, কোয়েল পালন, ঠোঙ্গা তৈরি এবং ডিম ফোটানো ইত্যাদি বিবেচনা করা যেতে পারে। নতুন ও উদ্ভাবনী কাজগুলো পরীক্ষামূলকভাবে শুরু করে তা থেকে লব্ধ শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে পরবর্তীতে সম্প্রসারণ করা যেতে পারে।

জীবিকা উন্নয়ন সহায়তার জন্য ঋণ প্রস্তাব তৈরি, প্রক্রিয়াকরণ, মূল্যায়ন এবং বাস্তবায়নের ধাপসমূহ

অংশীদারীত্বমূলক জীবিকা উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের পর পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। গৃহীত পদক্ষেপগুলো নিম্নরূপঃ

ধাপ ১: সুযোগ-সুবিধা ও পুঁজি সনাক্তকরণ

কমিউনিটি সদস্যদের নিজেদের সুযোগ-সুবিধা ও পুঁজি সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে এবং তদনুযায়ী তা ব্যবহার করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ নিম্নোক্ত সুযোগ-সুবিধা ও পুঁজি আয়বর্ধক কাজের উন্নয়নে বিবেচনা করা যেতে পারেঃ

সারণী ১১: আয়বর্ধক কাজের উন্নয়নে বিবেচ্য সুযোগ-সুবিধা ও পুঁজি

জীবিকা উন্নয়নের সম্পদ/পুঁজি	জীবিকা উন্নয়নের সুযোগসমূহ
সামাজিক পুঁজিঃ নির্বাচিত সুবিধাভোগী, সিএফএমসি, সিএমইসি।	জীবিকা উন্নয়ন বিকল্প যেমন- গরু মোটাতাজাকরণ, দুগ্ধ খামার, সবজী চাষ ইত্যাদি।
প্রাকৃতিক পুঁজিঃ ভূমি, মাটি, পানি, বন ও মৎস্য সম্পদ ইত্যাদি।	প্রশিক্ষণ ও প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদানের জন্য সেবা প্রদানকারী সংস্থা।

ভৌত পুঁজিঃ সড়ক, নৌ, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তিসহ যোগাযোগ সুবিধাদি। আর্থিক পুঁজিঃ সঞ্চয়, ঋণ সুবিধা এবং কর্মসংস্থান থেকে আয়। মানব সম্পদঃ শিক্ষা, দক্ষতা, জ্ঞান, কর্মনৈপুণ্য, স্বাস্থ্য, পুষ্টি ইত্যাদি।	সহজলভ্য আর্থিক সহায়তা - এলডিএফ। সহজলভ্য মানসম্পন্ন উপকরণ- পশুখাদ্য, ভ্যাক্সিন, ভূমি, বীজ, সার ইত্যাদি। সহজলভ্য মূল্য সংযোজন ব্যবস্থা- প্রক্রিয়াজাতকরণ, প্যাকেজিং, পরিষ্কারকরণ, মজুতকরণ ইত্যাদি। উচিত মূল্যে পণ্য বাজারজাতকরণ। নিরাপত্তা- বীমা, অবলোপন ইত্যাদি।

ধাপ ২: প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা নিরূপণ এবং প্রশিক্ষণ প্রদান

অধিকাংশ কমিউনিটি সদস্যদের আয়বর্ধক কাজ বাস্তবায়নের জন্য পর্যাপ্ত দক্ষতা ও জ্ঞানের অভাব রয়েছে। সুতরাং আয়বর্ধক কাজের ক্ষেত্রে কমিউনিটি সদস্যদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রশিক্ষণ কর্মসূচিকে ফলপ্রসু করে তোলার জন্য প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণ স্থান নির্বাচন, প্রশিক্ষণ মডিউল, প্রশিক্ষণ সামগ্রী এবং প্রশিক্ষণ পদ্ধতি ইত্যাদি খুবই আন্তঃসম্পর্কিত বিষয়। কমিউনিটি সদস্যদের জন্য প্রদর্শনী সফরও একটি অতি কার্যকরী শিক্ষার মাধ্যম।

ধাপ ৩: জীবিকা উন্নয়নের জন্য আর্থিক সহায়তা

প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের মধ্যে অতি দরিদ্র, দরিদ্র এবং ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সদস্যগণ যাদের আয়বর্ধক কার্যক্রম চালানোর মত পর্যাপ্ত অর্থ নেই তাদের আর্থিক সহায়তা প্রয়োজন। সুফল প্রকল্পে 'জীবিকা উন্নয়ন তহবিল' নামে একটি ঘূর্ণায়মান তহবিলের সংস্থান রয়েছে যা আয়বর্ধক কাজের সহায়তায় ব্যবহৃত হবে। কখনও কখনও এ ধরণের সহায়তা আয়বর্ধক কাজের উৎকর্ষতার জন্য পর্যাপ্ত নাও হতে পারে এবং সে ক্ষেত্রে কমিউনিটি সদস্যদের নিজস্ব সঞ্চয়, অভ্যন্তরীণ ঋণ বা অন্যান্য উৎস থেকে অর্থায়নের সুযোগ নিতে হবে।

জীবিকা উন্নয়ন তহবিল থেকে সহায়তা প্রাপ্তির জন্য একজন সুবিধাভোগী বা সুবিধাভোগী দলকে ইতোপূর্বে বর্ণিত পদ্ধতিতে ভিসিএসসি এর সহায়তায় জীবিকা উন্নয়ন পরিকল্পনার ভিত্তিতে প্রস্তাব তৈরি করতে হবে। প্রস্তাব তৈরি, মূল্যায়ন এবং অর্থ অবমুক্তির পদক্ষেপগুলো ষষ্ঠ অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

ধাপ ৪: আয়বর্ধক কাজ বাস্তবায়ন

কমিউনিটি সদস্যগণ প্রথাগত পদ্ধতিতে আয়বর্ধক কাজ করতে অভ্যস্ত ফলে স্বল্প উৎপাদন ও সীমিত মুনাফা হয়। জীবিকার ফলপ্রসু উৎকর্ষতা ও আয়বর্ধক কাজকে টেকসই করার জন্য আধুনিক এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুশীলন করতে হবে। আয়বর্ধক কাজগুলোকে নিজেদের ব্যবসা হিসেবে গণ্য করতে হবে এবং অধিক মুনাফা অর্জনের জন্য চেষ্টা করতে হবে।

ধাপ ৫: উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণ

অধিকাংশ কমিউনিটি সদস্য ব্যক্তিগতভাবে তাদের পণ্য স্থানীয় বাজারে বিক্রি করে থাকেন যে পদ্ধতিতে পর্যাপ্ত মুনাফা করার সুযোগ কম। সুতরাং বাজারের চাহিদা ও দর অনুযায়ী পণ্য বাজারজাতকরণের পরিকল্পনা করতে হবে এবং এজন্য '4Ps' (Price, Place, Promotion and Product) বিবেচনা করা যেতে পারে। বাজার শক্তিশালীকরণের জন্য উৎপাদক ও বাজার পরিচালকদের মধ্যে নেটওয়ার্ক স্থাপন করতে হবে। কার্যকর বাজারজাতকরণের জন্য নিম্নোক্ত ব্যবস্থাসমূহ গ্রহণ করা যেতে পারে:

- বাজার দর জরিপ করে প্রতিযোগিতামূলক বাজারে পণ্য বিক্রি করা;
- বাজার তথ্য সংগ্রহ করা (উপকরণ ও পণ্যের বাজার);
- উৎপাদনকারীদের প্রতিনিধিদের নিয়ে উৎপাদক গ্রুপ/ফেডারেশন গঠন;
- বিভিন্ন বাজার পরিচালকদের সাথে সংযোগ প্রতিষ্ঠা করা;
- ব্যক্তিমালিকানাধীন কোম্পানী এবং ব্যবসা পরিচালকদের সাথে অংশীদারীত্ব গড়ে তোলা;
- সমবায় পদ্ধতিতে পণ্য বিক্রি;
- বাজার পরিচালকদের নিয়ে কর্মশালা ও সেমিনার আয়োজন করা;
- বাণিজ্য মেলা আয়োজন/অংশ গ্রহণ।

৫.৩. আদর্শ জীবিকা উন্নয়ন প্রক্রিয়াঃ

জীবিকা উন্নয়ন কার্যক্রমগুলো নিম্নেবর্ণিত প্রক্রিয়ায় বাস্তবায়ন করা হবেঃ

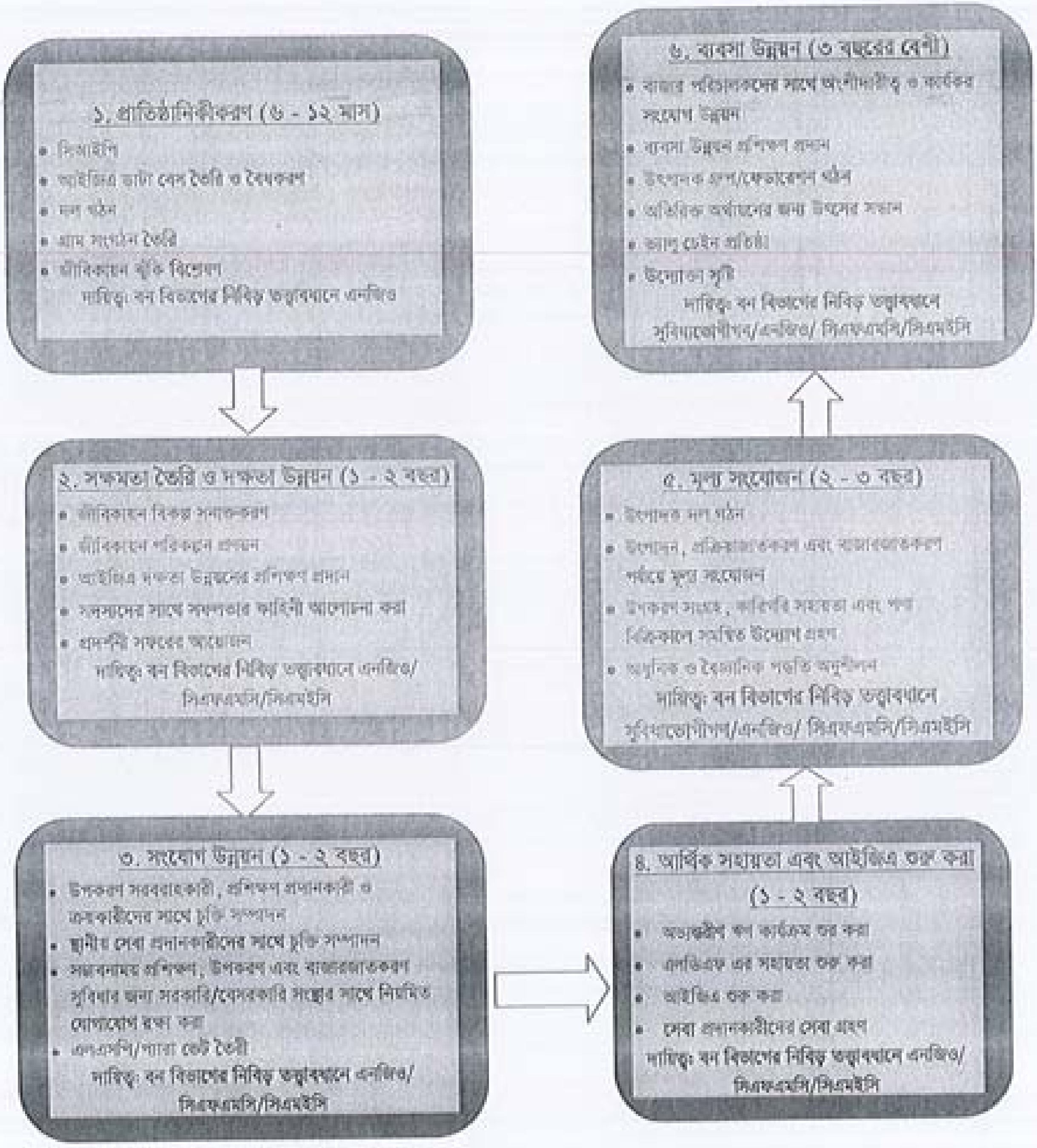

চিত্র ৩১ঃ আদর্শ জীবিকা উন্নয়ন প্রক্রিয়ার পরিকল্পিত নকশা

কমিউনিটি উন্নয়ন তহবিলের জন্য নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা (Landmarks)

কমিউনিটি উন্নয়ন তহবিলের অর্থ ছাড়ের জন্য নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা এবং কিস্তির পরিমাণ নিম্নলিখিত সারণীতে বর্ণিত হয়েছে:

সারণী ১২-: সিডিএফ কিস্তি ছাড়ের জন্য নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা

কিস্তির সংখ্যা এবং বরাদ্দের শতাংশ	নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা
প্রথম কিস্তি ৬০%	• 'কম' এর নির্দেশনা অনুযায়ী গ্রাম পর্যায়ের সংগঠনগুলো তৈরি করা হয়েছে, যেমন- এফসিভি/ভিসিএফ, সিএফএমসি/ভিসিএফ-ইসি, এফপিসিসি/সিপিজি, এফএসি, পিসি, এসএসি, ভিসিএসসি ইত্যাদি। • এসএসি কর্তৃক প্রস্তাবিত কমিউনিটি উন্নয়ন তহবিলের ১ম কিস্তির প্রস্তাব সিএফএমসি/ভিসিএফ-ইসি কর্তৃক অনুমোদন করা হয়েছে। • সিএফএমসি/ভিসিএফ-ইসি কর্তৃক উপ-প্রকল্প প্রস্তাব মূল্যায়নকালে কমপক্ষে ৭০% নম্বর পেয়েছে। • বন বিভাগ এবং সিএফএমসি/ভিসিএফ-ইসি এর সাথে সম্পাদিতব্য আমব্রেলা অর্থায়ন চুক্তি স্বাক্ষরের বিষয়টি সংশ্লিষ্ট সিএফএমসিসি/সিএফ-ইসি কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। • প্রত্যাশিত সুবিধাভোগীদের ৬০% সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনায় সম্পৃক্ত করা হয়েছে এবং সিএফএমসি/ভিসিএফ-ইসি এর সিদ্ধান্ত মোতাবেক তারা সঞ্চয় জমা করা শুরু করেছে এবং নিয়মিত সভায় মিলিত হচ্ছে। সুবিধাভোগীগণ ব্যক্তিগত সঞ্চয় থেকে অভ্যন্তরীণ ঋণ কার্যক্রম শুরু করেছে। • এনজিও কর্তৃক 'কম' পুস্তিকার উপর ওরিয়েন্টেশন সম্পন্ন করা হয়েছে এবং আর্থিক ব্যবস্থাপনা, ক্রয় পদ্ধতি এবং সামাজিক দায়বদ্ধতা, নিরীক্ষা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে; কমিটিগুলো যথাযথভাবে কাজ করছে, নিয়মিত সভায় মিলিত হচ্ছে এবং সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ কার্যবিবরণী বহিতে লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে। • জীবিকা উন্নয়ন ঋণ প্রদানের জন্য সুবিধাভোগীদের দক্ষতা উন্নয়নের প্রশিক্ষণ প্রদানের নিমিত্তে তালিকা তৈরি করে সিএফএমসি/ভিসিএফ-ইসি এর সভায় অনুমোদন করা হয়েছে এবং অনুরূপভাবে সভার কার্যবিবরণী তৈরি করা হয়েছে। • সিএফএমসি/ভিসিএফ-ইসি এর সভায় কমিউনিটি উন্নয়ন তহবিলের পরিকল্পনা অনুমোদন করা হয়েছে। • মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন হালনাগাদ করতঃ প্রদর্শন করা হয়েছে এবং ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে সিএফএমসি/ভিসিএফ-ইসি এর সাথে আলোচনা করা হয়েছে।
দ্বিতীয় কিস্তি ৪০%	• এসএসি দ্বারা প্রস্তাবিত সিডিএফ এর দ্বিতীয় কিস্তির আবেদনটি সিএফএমসি/ভিসিএফ-ইসি দ্বারা অনুমোদিত হয়েছে। • তালিকাভুক্ত সুবিধাভোগীদের ৭০% কে বিকল্প জীবিকার জন্য সংগঠিত করা হয়েছে এবং নিয়মিত সঞ্চয় জমা করা, সভা অনুষ্ঠান এবং অভ্যন্তরীণ ঋণ কার্যক্রম চলমান আছে। ঘূর্ণায়মান তহবিল থেকে ঋণ প্রদান শুরু করা হয়েছে। • সকল কমিটি 'কম' এর উপর প্রশিক্ষণ পেয়েছে এবং যথাযথভাবে কাজ করছে, নিয়মিত সভায় মিলিত হচ্ছে এবং সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ কার্যবিবরণী বহিতে লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে। • প্রথম কিস্তি হিসাবে প্রাপ্ত তহবিলের অন্তত ৭০% ব্যবহৃত হয়েছে, হালনাগাদ হিসাব সংরক্ষণ করা হয়েছে এবং এসএসি দ্বারা প্রত্যায়নকৃত তহবিলের ব্যবহার সিএফএমসি/ভিসিএফ-ইসি দ্বারা অনুমোদিত হয়েছে। গ্রামের সিআইপি তালিকাভুক্ত সকল সুবিধাভোগীগণ - নিঃস্ব, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী, অক্ষম ও বয়স্ক ব্যক্তিগণ যাদের কোন আয়ের উৎস নেই, তাদের এসাইজিএ সহায়তার জন্য তৈরি করা হয়েছে। • দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণের জন্য চিহ্নিত চরম দরিদ্র, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী ও দরিদ্র পরিবারের অন্তত ৩০% সদস্য ঘূর্ণায়মান তহবিল থেকে সহায়তা পেয়েছে। যারা সরাসরি যোগাযোগের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে তারা কর্মসংস্থানের সাথে সংযুক্ত হয়েছে বা আত্ম-কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছে। • মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন হালনাগাদ করতঃ প্রদর্শন করা হয়েছে এবং ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে সিএফএমসি/ভিসিএফ-ইসি এর সাথে আলোচনা করা হয়েছে।

জীবিকা উন্নয়ন তহবিলের জন্য নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা (Landmarks)

জীবিকা উন্নয়নের জন্য ঘূর্ণায়মান তহবিলের নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা এবং কিস্তির পরিমাণ নীচের সারণীতে বর্ণিত হয়েছে।

সারণী ১৩: জীবিকা উন্নয়ন তহবিলের অর্থ ছাড়ের জন্য নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা

কিস্তির সংখ্যা এবং বরাদ্দের শতাংশ	নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা
প্রথম কিস্তি ৬০%	• সামাজিক নিরীক্ষা কমিটি (এসএসি) কর্তৃক প্রত্যায়নকৃত জীবিকা উন্নয়ন (এলডিএফ) তহবিলের প্রথম কিস্তির প্রস্তাব সিএফএমসি/ভিসিএফ-ইসি কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। • অন্ততঃ ৬০% সুবিধাভোগী নিয়মিতভাবে সভায় অংশ গ্রহণ করছে, সিএফএমসি/ভিসিএফ-ইসি এর সিদ্ধান্ত মোতাবেক নির্ধারিত সঞ্চয় করছে এবং নিজেদের সঞ্চয় থেকে অভ্যন্তরীণ ঋণ কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। • সিএফএমসি/ভিসিএফ-ইসি, এসএসি, এফপিসিসি/সিপিজি, ভিসিএসসি, এফএসি, পিসি সদস্যদের সঞ্চয় ও ঋণ কার্যক্রমের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। • ভিসিএসসি এর জন্য পৃথক ব্যাংক হিসাব খোলা হয়েছে এবং যৌথভাবে আহ্বায়ক/সদস্য-সচিব এবং কোষাধ্যক্ষ দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। • জীবিকা উন্নয়ন তহবিল বিতরণের নীতিমালা ও নির্দেশিকা সিএফএমসি/ভিসিএফ-ইসি কর্তৃক অনুমোদন করা হয়েছে এবং এসএসি কর্তৃক তহবিলের প্রস্তাব মূল্যায়নকালে অন্ততঃ ৭০% নম্বর পেয়েছে। • সংশ্লিষ্ট সিএফএমসিসি/পিএফ-ইসি কর্তৃক ভিসিএসসি এবং সিএফএমসি/ভিসিএফ-ইসি এর মধ্যে স্বাক্ষরিতব্য সমঝোতা স্মারক এবং সিএফএমসি/ভিসিএফ-ইসি এবং বন বিভাগের এর মধ্যে স্বাক্ষরিতব্য আমব্রেলা অর্থায়ন চুক্তি (অ্যাডেন্ডাম -২) অনুমোদিত হয়েছে।
দ্বিতীয় কিস্তি ৪০%	• অন্ততঃ ৭০% সুবিধাভোগী নিয়মিতভাবে সভায় অংশ গ্রহণ করছে এবং সিএফএমসি/ভিসিএফ-ইসি এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নথিপত্র হালনাগাদ সংরক্ষণ করা হয়েছে। ভিসিএসসি, এলডিএফ নীতিমালা অনুসারে কমিউনিটি ঋণ ও সঞ্চয় কার্যক্রম পরিচালনা করছে এবং তালিকা সিএফএমসি/ভিসিএফ-ইসি কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে । • ঘূর্ণায়মান তহবিলের ১০০% ভিসিএসসি-র ব্যাংক হিসাবে স্থানান্তর সিএফএমসি/ ভিসিএফ-ইসি অনুমোদন করেছে; বন নির্ভর চরম দরিদ্র ও দরিদ্র পরিবারগুলোকে সংগঠিত করা হয়েছে এবং তারা ঘূর্ণায়মান তহবিল থেকে উপকৃত হচ্ছে। • ওটিআর ৫% এর কম হওয়া উচিত, অন্যদিকে সিআরআর কমপক্ষে ৯০% হওয়া উচিত (কমপক্ষে তিন মাস সময়ে)। • ভিসিএসসি নিয়মিতভাবে সভায় মিলিত হচ্ছে, নথিপত্র সংরক্ষণ করছে এবং যথাযথভাবে হিসাবের বইগুলো সংরক্ষণ করছে। • এলডিএফ এর প্রথম কিস্তির অন্ততঃ ৭০% ব্যবহৃত হওয়া উচিত। হিসাবের বইগুলো হালনাগাদ করা হয়েছে, এসএসি দ্বারা প্রত্যায়িত ব্যবহৃত তহবিল সিএফএমসি/ভিসিএফ-ইসি দ্বারা অনুমোদিত হয়েছে। • জীবিকা উন্নয়ন তহবিল, সঞ্চয় ও ঋণ বিতরণ সংক্রান্ত মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন ভিসিএসসি তৈরি করে সিএফএমসি/ভিসিএফ-ইসি এর নিকট দাখিল করেছে। সিএফএমসি/ ভিসিএফ-ইসি ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে সিএফএমসিসি/পিএফ-ইসি এর নিকট প্রতিবেদন উপস্থাপন করে।

<u>পরিশিষ্ট- ৫</u>

পরিবেশগত ও সামাজিক স্ক্রিনিং ফরম

নির্দেশনাঃ উপ-প্রকল্প প্রস্তাবনা তৈরিকালে উপ-প্রকল্প কমিটি কর্তৃক পূরণ করতে হবে				
১. সাধারণ তথ্যাদি	১. গ্রামের নাম			
	২. ইউনিয়নের নাম			
	৩. উপজেলার নাম			
	৪. জেলার নাম			
	৫. প্রস্তাবিত স্কিমের নাম			
	৬. স্কিমের অবস্থান			
	৭. স্কিমের ধরণ [টিক (√) চিহ্ন দিন]	নতুন নির্মাণ ☐	পুনর্নির্মাণ ☐	
		রক্ষণাবেক্ষণ ☐	অন্যান্য ☐	
	৮. প্রস্তাবিত স্কিমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা:			
	৯. প্রস্তাবিত স্কিমের সাথে এলাকার সকল ধরণের ও শ্রেণীর জনগণ সম্পৃক্ত? [টিক (√) চিহ্ন দিন]	হ্যাঁ ☐	না ☐	প্রযোজ্য নয় ☐
২. পরিবেশগত চেকলিস্ট [টিক (√) চিহ্ন দিন] (যদি ১ থেকে ৯ নম্বর প্রশ্নের মধ্যে ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর 'না' হয় এবং যদি অবশিষ্ট প্রশ্নগুলোর যে কোন একটির উত্তর 'হ্যাঁ' হয়, উপ-প্রকল্প প্রস্তাবনাটি বাতিল করতে হবে)।	১. স্কিমটি বাস্তবায়নের ফলে কোন নদী, খাল বা ঝর্ণার প্রাকৃতিক প্রবাহ বিঘ্নিত হবে কি না?	হ্যাঁ ☐	না ☐	প্রযোজ্য নয় ☐
	২. স্কিমটি বাস্তবায়নের ফলে ভূ-গর্ভস্থ পানি দূষণের আশংকা বৃদ্ধি করবে কি না?	হ্যাঁ ☐	না ☐	প্রযোজ্য নয় ☐
	৩. স্কিমটি বাস্তবায়নের ফলে ভূ-উপরিস্থ পানি দূষণের আশংকা বৃদ্ধি করবে কি না?	হ্যাঁ ☐	না ☐	প্রযোজ্য নয় ☐
	৪. স্কিমটি থেকে কোন বর্জ্য উৎপন্ন হবে কি না?	হ্যাঁ ☐	না ☐	প্রযোজ্য নয় ☐
	৫. বর্জ্য উৎপাদিত হলে স্কিমটির জন্য কোন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা আছে কি না? (অনুগ্রহ পূর্বক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার কপি সংযুক্ত করুন)	হ্যাঁ ☐	না ☐	প্রযোজ্য নয় ☐

	৬. উন্মুক্ত জলাশয়ে বর্জ্য ফেলার মাধ্যমে জনস্বাস্থ্য সমস্যা সৃষ্টি হওয়ার কোন আশংকা আছে কি না?	হ্যাঁ ☐	না ☐	প্রযোজ্য নয় ☐
	৭. সেচের জন্য খাল খননের ক্ষেত্রে সেচ কাজে ব্যবহৃত জলাশয়ের কোন সমস্যা সৃষ্টি হওয়ার আশংকা আছে কি না?	হ্যাঁ ☐	না ☐	প্রযোজ্য নয় ☐
	৮. স্যানিটারী ল্যাট্রিন নির্মাণের ক্ষেত্রে নির্মাণস্থলের ৩০ ফুটের মধ্যে কোন পানীয় জলের উৎস আছে কি না?	হ্যাঁ ☐	না ☐	প্রযোজ্য নয় ☐
	৯. সড়ক নির্মাণ কাজের ফলে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হবে কি না?	হ্যাঁ ☐	না ☐	প্রযোজ্য নয় ☐
	১০. স্কিমটি বাস্তবায়নের ফলে গাছ কাটা যাওয়ার আশংকা আছে কি না? (যদি 'হ্যাঁ' হয় তবে গাছের সংখ্যা উল্লেখ করুন)	হ্যাঁ ☐	না ☐	প্রযোজ্য নয় ☐
	১১. স্কিমটি বাস্তবায়নের ফলে জীববৈচিত্র্য (মৎস্য, পাখি ও প্রাণীর আবাস) ধ্বংস হওয়ার আশংকা আছে কি না?	হ্যাঁ ☐	না ☐	প্রযোজ্য নয় ☐
	১২. প্রশমনের ব্যবস্থাদি:			
৩. সামাজিক প্রভাব [টিক (√) চিহ্ন দিন] (যদি কোন প্রশ্নের উত্তর 'হ্যাঁ' হয়, উপ-প্রকল্প প্রস্তাবনাটি বাতিল করতে হবে)।	১. স্কিমটি বাস্তবায়নের জন্য উক্ত জমিতে বসবাসরত জনগণের পুনর্বাসনের প্রয়োজন হবে কি না?	হ্যাঁ ☐	না ☐	প্রযোজ্য নয় ☐
	২. স্কিমটি বাস্তবায়নের জন্য জনগণের জমি অধিগ্রহণের প্রয়োজন হবে কি না	হ্যাঁ ☐	না ☐	প্রযোজ্য নয় ☐
	৩. বসতভিটা বিনষ্ট হওয়ার কোন আশংকা আছে কি না?	হ্যাঁ ☐	না ☐	প্রযোজ্য নয় ☐
	৪. স্কিমটি বাস্তবায়নের জন্য সরকারি জমিতে বসবাসরত জনগণের পুনর্বাসনের প্রয়োজন হবে কি না?	হ্যাঁ ☐	না ☐	প্রযোজ্য নয় ☐
	৫. ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক স্থান বিনষ্ট হওয়ার কোন আশংকা আছে কি না?	হ্যাঁ ☐	না ☐	প্রযোজ্য নয় ☐

	৬. স্কিমটি বাস্তবায়নের ফলে জনগণের কর্মসংস্থানের ক্ষতি বা জীবন যাত্রার মানের অবনতি হবে কি না?	হ্যাঁ ☐	না ☐	প্রযোজ্য নয় ☐
	৭. জনগণের সাংস্কৃতিক প্রথা বিনষ্ট হওয়ার কোন আশংকা আছে কি না?	হ্যাঁ ☐	না ☐	প্রযোজ্য নয় ☐
	৮. প্রশমনের ব্যবস্থাদি:			
৪. ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠি [টিক (√) চিহ্ন দিন]	১. স্কিমটি বাস্তবায়নের স্থানে অধিকাংশ ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী বসবাস করে কি না?	হ্যাঁ ☐	না ☐	প্রযোজ্য নয় ☐
	উত্তর 'হ্যাঁ' হলে অনুগ্রহ পূর্বক নীচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন:			
	২. স্কিমটির পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নকালে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে কি না?	হ্যাঁ ☐	না ☐	প্রযোজ্য নয় ☐
	৩. ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীদের ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কোন আশংকা আছে কি না?	হ্যাঁ ☐	না ☐	প্রযোজ্য নয় ☐
	৪. স্কিম সম্পর্কে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীদের অনুভূতি কি?	ইতিবাচক ☐	নেতিবাচক ☐	কোনটি নয় ☐
	৫. যদি ৩ নম্বর প্রশ্নের উত্তর 'না' হয় অনুগ্রহ করে সংক্ষেপে কারণ ও প্রশমন ব্যবস্থা বর্ণনা করুন।			
৫. অন্যান্য তথ্য (যদি থাকে)				

উপ-প্রকল্প কমিটির সদস্যগণের স্বাক্ষর:

ক্রমিক নম্বর	নাম	পদবী	তারিখসহ স্বাক্ষর
১.			
২.			
৩.			
৪.			
৫.			

সামাজিক নিরীক্ষা কমিটির সুপারিশ:

ফরমটি সঠিকভাবে পূরণ করা হয়েছে কি না? [টিক (√) চিহ্ন দিন]	হ্যাঁ ☐	না ☐
প্রশমন ব্যবস্থা সন্তোষজনক কি না [টিক (√) চিহ্ন দিন]	হ্যাঁ ☐	না ☐

যদি প্রশমন ব্যবস্থা সন্তোষজনক না হয় তবে সে ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট মতামত দিন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে):

সামাজিক নিরীক্ষা কমিটির সদস্যগণের স্বাক্ষর:

ক্রমিক নম্বর	নাম	পদবী	তারিখসহ স্বাক্ষর
১.			
২.			
৩.			
৪.			

স্কিমটির পরিবেশগত শ্রেণী [টিক (√) চিহ্ন দিন]	লাল ☐	কমলা-বি ☐	কমলা- এ ☐	সবুজ ☐

ফরমটি সঠিকভাবে পূরণ করা হয়েছে কি না? [টিক (√) চিহ্ন দিন]	হ্যাঁ ☐	না ☐
প্রশমন ব্যবস্থা সন্তোষজনক কি না [টিক (√) চিহ্ন দিন]	হ্যাঁ ☐	না ☐

যদি প্রশমন ব্যবস্থা সন্তোষজনক না হয় তবে সে ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট মতামত দিন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে):

কারিগরি কমিটির সদস্যগণের স্বাক্ষর:

ক্রমিক নম্বর	নাম	পদবী	তারিখসহ স্বাক্ষর
১.			
২.			
৩.			

পরিশিষ্ট- ৬

কমিউনিটি উন্নয়ন তহবিল (সিডিএফ)/জীবিকা উন্নয়ন তহবিল (এলডিএফ) এর জন্য আবেদন ফরম

আবেদন তারিখ:

বন বিভাগের নাম : রেঞ্জ/বিটের নাম:

গ্রাম: ইউনিয়ন: উপজেলা:

(ক) গ্রামের চরম দরিদ্র ও দরিদ্রদের বিবরণ:

এফসিডি/ভিসিএফ কর্তৃক সুবিধাভোগী পরিবারের তালিকা অনুমোদনের তারিখ:

ক্রমিক সংখ্যা	পরিবার প্রধানের নাম	সঠিক শ্রেণীতে টিক (√) চিহ্ন দিন								
		অতি দরিদ্র			দরিদ্র			ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী ও অসহায়		
		পুরুষ	মহিলা	বেকার যুবক/যুবতী	পুরুষ	মহিলা	বেকার যুবক/যুবতী	পুরুষ	মহিলা	বেকার যুবক/যুবতী

(খ) সিএফএমসি/ভিসিএফ-ইসি গঠনের বিবরণ:

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	যথাস্থানে টিক (√) দিন				স্বাক্ষর
			অতি দরিদ্র	দরিদ্র	নারী	অন্যান্য	
১.							
২.							
৩.							
৪.							
৫.							
৬.							
৭.							
৮							
৯							

(গ) বিভিন্ন উপ-কমিটির বর্ণনা:

ক্রমিক নং	কমিটির নাম	সদস্যদের সংখ্যা				
		মোট	অতি দরিদ্র	দরিদ্র	মহিলা	ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠি
১.	ঋণ ও সঞ্চয় কমিটি (ভিসিএসসি)					
২.	অর্থ ও হিসাব কমিটি (এফএসি)					
৩.	বন নিরাপত্তা ও সংরক্ষণ কমিটি (এফপিসিসি)					
৪.	ক্রয় কমিটি (পিসি)					
৫	সামাজিক নিরীক্ষা কমিটি (এসএসি)					

(ঘ) এ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনা কমিটি (সিএফএমসি)/গ্রাম সংরক্ষণ ফোরাম এর বৈঠকের বিস্তারিত বিবরণ

সভার তারিখ	উপস্থিত ব্যক্তির সংখ্যা					গৃহীত প্রধান প্রধান সিদ্ধান্তসমূহ
	মোট	অতি দরিদ্র	দরিদ্র/ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী	নারী (মোট)	অন্যান্য	

(ঙ) সঞ্চয় কার্যক্রমের বিস্তারিত বিবরণ:

গ্রুপের সংখ্যা	গঠনের তারিখ	সদস্য সংখ্যা			অফিস কর্মীর নাম		সঞ্চয়ের বিবরণ	
		অতি দরিদ্র	দরিদ্র	মোট	নেতা	কোষাধ্যক্ষ	সঞ্চয়কারী সদস্য সংখ্যা	জমাকৃত টাকার পরিমাণ

(চ) ব্যাংক হিসাব খোলার বিবরণঃ

সংগঠন	ব্যাংকের নাম	শাখার নাম	হিসাব নম্বর	ব্যাংক হিসাব পরিচালনাকারীদের নাম
ভিসিএসসি/ ভিসিএফ-ইসি				১.
				২.
				৩.

(ছ) কমিউনিটি উন্নয়ন তহবিলের আওতায় বাস্তবায়িত কর্মকান্ডের বিবরণ

কর্মকান্ডের বিবরণ	এককসহ ভৌত পরিমাণ	বাস্তবায়নকাল				অনুমানিক ব্যয়			সুবিধাভোগীর সংখ্যা				
		১ম ধাপ		২য় ধাপ									
		শুরুর তারিখ	শেষ তারিখ	শুরুর তারিখ	শেষ তারিখ	১ম ধাপ	২য় ধাপ	মোট	মোট	অতি দরিদ্র	দরিদ্র	নারী	যুবক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
ক. কারিগরি সহায়তা এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় সেবা													

প্রাপক
বিভাগীয় বন কর্মকর্তা
.... বন বিভাগ
.... ।

বিষয়: কমিউনিটি উন্নয়ন তহবিল/জীবিকা উন্নয়ন তহবিল থেকে অর্থ বরাদ্দের জন্য আবেদন।

প্রিয় মহোদয়,

আমরা .... সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনা কমিটি (সিএফএমসি)/সহ-ব্যবস্থাপনা নির্বাহী কমিটি (সিএমইসি) এর পক্ষে সম্মান সহকারে জানাচ্ছি যে আমাদের গ্রাম টেকসই বন ও জীবিকা (SUFAL) প্রকল্পের আওতায় সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনা/রক্ষিত এলাকা সহ-ব্যবস্থাপনায় অংশ গ্রহণের জন্য নির্বাচিত একটি গ্রাম। আমরা গ্রামে উন্নয়নমূলক কাজ বাস্তবায়নের জন্য কমিউনিটি উন্নয়ন তহবিলের আওতায় উপ-প্রকল্প প্রস্তাবনা/বিকল্প আয়বর্ধক কাজ শুরু করার জন্য জীবিকা উন্নয়ন তহবিলের আওতায় জীবিকা উন্নয়ন প্রস্তাবনা পাঠাচ্ছি। প্রাক্কলিত আনুমানিক ব্যয়সহ অন্যান্য কাগজপত্র এদতসঙ্গে সংযুক্ত করা হলো। কমিউনিটি উন্নয়ন তহবিলের/জীবিকা উন্নয়ন তহবিলের আওতায় প্রস্তাবিত উপ-প্রকল্পের/প্রস্তাবনার আনুমানিক খরচ .... টাকা, যা ....তারিখে অনুষ্ঠিত সিএফএমসি/ভিসিএফ-ইসি সভায় অনুমোদিত হয়েছে।

আমরা আপনাকে আশ্বস্ত করছি যে সুফল প্রকল্প থেকে বরাদ্দকৃত অর্থ স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতার সহিত খরচ করা হবে এবং সমস্ত খরচের হিসাব সঠিকভাবে সংরক্ষণ করা হবে এবং মাস শেষে মাসিক খরচের হিসাব পরবর্তী মাসের ১ম সপ্তাহের মধ্যে আপনার দপ্তরে দাখিল করা হবে।

অতএব, কমিউনিটি উন্নয়ন তহবিলের/জীবিকা উন্নয়ন তহবিলের আওতায় আমাদের দাখিলকৃত উপ-প্রকল্প/প্রস্তাবনাটি যাচাই-বাছাই করতঃ অর্থ বরাদ্দের ব্যবস্থা গ্রহণ করে বাধিত করবেন।

শুভেচ্ছাসহ ধন্যবাদ।

স্বাক্ষর ও সীল:
সভাপতি,
সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনা কমিটি (সিএফএমসি)/ সহ-ব্যবস্থাপনা নির্বাহী কমিটি (সিএমইসি)

স্বাক্ষর ও সীল:
সদস্য-সচিব
সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনা কমিটি (সিএফএমসি)/ সহ-ব্যবস্থাপনা নির্বাহী কমিটি (সিএমইসি)

পরিশিষ্ট- ৭

কমিউনিটি উন্নয়ন তহবিল (সিডিএফ)/জীবিকা উন্নয়ন তহবিল (এলডিএফ) এর জন্য অর্থায়ন চুক্তি

১. এ অর্থায়ন চুক্তিটি .... (তারিখ) .... (স্থান) নিম্নেবর্ণিত পক্ষগণের মধ্যে স্বাক্ষরিত হলো:

ক) .... বন বিভাগ (এর পরে ১ম পক্ষ বলা হবে)
প্রতিনিধি:
নাম:
পদবী:
বন বিভাগের নাম:

এবং

খ) ....সিএফএমসি/সিএমইসি (এর পরে ২য় পক্ষ বলা হবে)
প্রতিনিধি:
১. জনাব/বেগম
সভাপতি (ঠিকানা সহ)
২. জনাব/বেগম
সদস্য-সচিব (ঠিকানা সহ)
৩. জনাব/বেগম
কোষাধ্যক্ষ (ঠিকানা সহ)

২. বাংলাদেশ সরকার বন অধিদপ্তরের মাধ্যমে সুফল প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে যার মাধ্যমে সরকারি বনজ সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নতি হবে, বন নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীর জন্য বিকল্প আয়বর্ধক কাজের সুযোগ সৃষ্টি করে বনজ সম্পদের উপর সরাসরি নির্ভরতা এবং অনিয়ন্ত্রিত আহরণ হ্রাস করা হবে। দ্বিতীয় পক্ষ প্রত্যায়ন করেছে যে এ অর্থায়ন চুক্তিতে স্বাক্ষর করার জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত পূর্বশর্তগুলো প্রতিপালিত হয়েছে। এ প্রত্যায়ন পত্রটি এ চুক্তির সংযুক্তি -১ এ দেয়া হয়েছে।

৩. প্রথম পক্ষ- বাংলাদেশ বন অধিদপ্তর- একটি সরকারি সংস্থা যার উপর টেকসই বন ও জীবিকা (সুফল) প্রকল্প বাস্তবায়নের দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে। দ্বিতীয় পক্ষ .... জেলার......................... উপজেলার .... ইউনিয়নের অন্তর্গত .... গ্রামের প্রতিনিধি, যে গ্রামটি সুফল প্রকল্পে অংশগ্রহণকারী। এ গ্রামের বিস্তারিত বিবরণ সংযুক্তি- ২ এ দেয়া হয়েছে।

অতএব, এ অর্থায়ন চুক্তিটি উপরোল্লিখিত পক্ষদ্বয়ের প্রতিনিধিদের মধ্যে স্বাক্ষর করা হল।

৪. এই চুক্তির পরিধি ও বিস্তার

দ্বিতীয় পক্ষ কমিউনিটি উন্নয়ন তহবিল (পরে সিডিএফ নামে পরিচিত হবে) হিসেবে সর্বোচ্চ .... টাকা পর্যন্ত একটি নির্দিষ্ট বাজেট পাওয়ার যোগ্য যা দিয়ে গ্রামে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ বাস্তবায়ন করা হবে বিশেষতঃ ২য় পক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত তালিকাভূক্ত চরম দরিদ্র ও দরিদ্র বন নির্ভরশীল পরিবারগুলোর সাধারণ কল্যাণের জন্য। যদি ২য় পক্ষ যোগ্যতা অর্জন করে তবে এ অর্থায়ন চুক্তিতে কমিউনিটি উন্নয়ন তহবিল হতে অর্থায়ন ও উন্নয়নমূলক কাজ বাস্তবায়ন করার জন্য বর্ণিত সাধারণ শর্তাবলীর রূপরেখার আওতাভূক্ত হবে।

৫. এ অর্থায়ন চুক্তির বিধানগুলো নিম্নোল্লিখিত পৃথক সংযুক্তি পর্যন্ত বিস্তৃত হবে, যা পরবর্তীতে উভয় পক্ষের মধ্যে স্বাক্ষরিত হবে:
(ক) সংযুক্তি- ১: কমিউনিটি উন্নয়ন তহবিলে অংশ গ্রহণের জন্য; এবং
(খ) সংযুক্তি- ২: জীবিকা উন্নয়ন তহবিলে অংশ গ্রহণের জন্য।

৬. এ অর্থায়ন চুক্তি ও পরবর্তী সংযুক্তিসমূহে সম্মত সমস্ত কার্যক্রমগুলো ব্যতিক্রম ছাড়াই নিম্নরূপে সম্পাদন করা হবে:
- কমিউনিটি অপারেশনস ম্যানুয়াল এবং ১ম পক্ষের সাথে সম্মত পরবর্তী সংশোধনীসমূহে বর্ণিত সুফল প্রকল্পের বিধান এবং নির্দেশিকা অনুসারে।
- প্রকল্পের অধীনে সমস্ত কার্যক্রম 'কোর ভ্যালু' লঙ্ঘন না করেই সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষ কর্তৃক গ্রহণ করতে হবে।

৭. সকল পক্ষের সাধারণ দায়-দায়িত্বসমূহ পরিশিষ্ট- ৬.৩ এ বর্ণিত হয়েছে।
- যদি কোন গ্রামে তহবিলের কোনও অপব্যবহার/অপব্যবস্থাপনা ঘটে বা তহবিবিলের যথাযথ ব্যবহার না করে এ চুক্তিনামার শর্তাবলী লঙ্ঘন করে সিএফএমসি/ভিসিএফ-ইসি, এপিসিসি/সিপিজি, অর্থ ও হিসাব কমিটি, ক্রয় কমিটি

এবং ঋণ ও সঞ্চয় কমিটি ইত্যাদির ব্যাংকে হিসাবে জমা রাখা হয় তবে ১ম পক্ষ বরাদ্দকৃত তহবিল প্রত্যাহারের অধিকার রাখে ।

৮. এ চুক্তির বিষয়ে উদ্ভূত যে কোনও বিরোধ দুই পক্ষের মধ্যে পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হবে। আলোচনার মাধ্যমে যে সব বিরোধ নিষ্পত্তি করা সম্ভব হবে না সে সব বিরোধসমূহ সংশ্লিষ্ট বন সংরক্ষক বরাবর একক সালিশি নিষ্পত্তির জন্য প্রেরণ করা হবে। এ সালিশের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত এবং উভয় পক্ষের জন্য বাধ্যতামূলক হবে।

৯. নিম্নলিখিত দলিলগুলো এ চুক্তির সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে এবং এ চুক্তির অংশ হিসাবে গণ্য হবে:
(১) সংযুক্তি - ৬.১: দ্বিতীয় পক্ষ দ্বারা সন্তোষজনকভাবে পূর্বশর্তসমূহ সম্পাদনের প্রত্যয়নপত্র
(২) সংযুক্তি - ৬.২: দ্বিতীয় পক্ষ সম্পর্কিত মূল তথ্যাদি
(৩) সংযুক্তি - ৬.৩: সমঝোতার অযোগ্য 'কোর ভ্যালু' প্রকল্প নীতিমালাগুলোর চেকলিস্ট
(৪) সংযুক্তি - ৬.৪: সব পক্ষের সাধারণ বাধ্যবাধকতা
(৫) সংযুক্তি - ৬.৫: কমিউনিটি উন্নয়ন তহবিলের খরচ ও অর্থায়নের বিভাজন
(৬) সংযুক্তি - ৬.৬: জীবিকা উন্নয়ন তহবিলের খরচ ও অর্থায়নের বিভাজন

১ম পক্ষের প্রতিনিধির স্বাক্ষর:
....

নাম: ....
পদবী: ....
বন বিভাগ: ....

সাক্ষী:
১।

২।

২য় পক্ষ/প্রতিনিধির স্বাক্ষর:
(১) ....

নাম:
সভাপতি
সিএফএমসি/সিএমইসি ....
বন বিভাগ: ....

(২) ....

নাম:
সদস্য-সচিব
সিএফএমসি/সিএমইসি ....
বন বিভাগ: ....

(৩) ....

নাম:
কোষাধ্যক্ষ
সিএফএমসি/সিএমইসি ....
সাক্ষী:
১।

২।

অর্থায়ন চুক্তি স্বাক্ষর করার জন্য দ্বিতীয় পক্ষ দ্বারা সন্তোষজনকভাবে পূর্বশর্তসমূহ প্রতিপালনের পদক্ষেপের প্রত্যায়নপত্র

১. সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনা কমিটি (সিএফএমসি)/গ্রাম সংরক্ষণ ফোরাম নির্বাহী কমিটি (ভিসিএফ-ইসি), ঋণ ও সঞ্চয় কমিটি (ভিসিএসসি), বন নিরাপত্তা ও সংরক্ষণ কমিটি (এফপিসিসি)/কমিউনিটি পেট্রোল গ্রুপ (সিপিজি), ক্রয় কমিটি (পিসি), সামাজিক নিরীক্ষা কমিটি (এসএসি), অর্থ ও হিসাব কমিটি(এফএসি) ইত্যাদি গঠন করা হয়েছে সব কমিটির সদস্যদের কমিউনিটি অপারেশনস্ ম্যানুয়াল (কম) এর উপর প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে এবং সব কমিটি বই এবং নথিপত্র সংরক্ষণ শুরু করেছে।

২. সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনা কমিটি(সিএফএমসি)/গ্রাম সংরক্ষণ ফোরাম নির্বাহী কমিটি (ভিসিএফ-ইসি) এর ৬০% সদস্যের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত সভায় অতি দরিদ্র ও দরিদ্র বন নির্ভর পরিবারের তালিকা এবং কমিউনিটি উন্নয়ন তহবিল এবং জীবিকা উন্নয়ন তহবিলের জন্য দরিদ্র, অতি দরিদ্র, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সম্প্রদায়ের তালিকা অনুমোদন করা হয়েছে এবং সভার কার্যবিবরণী বইয়ে সিদ্ধান্তসমূহ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

৩. অতি দরিদ্র ও দরিদ্র বন নির্ভর পরিবারের অন্ততঃ ৬০% সদস্য সংগঠিত হয়ে সঞ্চয় এবং অভ্যন্তরীণ ঋণ বিতরণ শুরু করেছেন।

৪. অর্থ ও হিসাব কমিটি (পরবর্তীতে এফএসি নামে পরিচিত হবে) দায়িত্ব গ্রহণ করেছে এবং বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে;

৫. কমিউনিটি অবকাঠামো উপ-প্রকল্পগুলোর সমস্ত কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

৬. ব্যাংকে হিসাব খোলা হয়েছে, হিসাব নম্বর ...., ... শাখা .... ব্যাংক।

৭. সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনা কমিটি (সিএফএমসি)/ গ্রাম সংরক্ষণ ফোরাম নির্বাহী কমিটি (ভিসিএফ-ইসি) নীতিগতভাবে কমিউনিটি উন্নয়ন তহবিলের খসড়া আবেদন অনুমোদন করেছে এবং ১ম পক্ষ কর্তৃক পরিচালিত মূল্যায়নে অন্ততঃ ৭০% নম্বর প্রাপ্ত হয়েছে।

৮. উপর্যুক্ত বিবরণাদি এবং অর্থায়ন চুক্তিনামা স্বাক্ষর করার সিদ্ধান্ত নিয়ে আলোচনা হয়েছে, সম্মত হয়েছে এবং সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনা কমিটি (সিএফএমসি)/ গ্রাম সংরক্ষণ ফোরাম নির্বাহী কমিটি (ভিসিএফ-ইসি) এর .... তারিখের এবং এফএসি এর .... তারিখের সভার কার্যবিবরণীতে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

প্রত্যায়নকারী:

....

(তারিখসহ স্বাক্ষর)
নাম:
সভাপতি,
সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনা কমিটি (সিএফএমসি)/
গ্রাম সংরক্ষণ ফোরাম নির্বাহী কমিটি (ভিসিএফ-ইসি)
সিএফএমসি/ ভিসিএফ-ইসি ....

....

(তারিখসহ স্বাক্ষর)
নাম:
আহ্বায়ক,
ঋণ ও সঞ্চয় কমিটি (ভিসিএসসি)
সিএফএমসি/ ভিসিএফ-ইসি ....

দ্বিতীয় পক্ষের মূল তথ্যাদি

১. গ্রামের নাম ....

২. ইউনিয়ন নামঃ ....

৩. উপজেলা নাম ....

৪. জেলা নামঃ ....

৫. সহযোগিতামূলক বন ব্যাবস্থাপনা কমিটি (সিএফএমসি)/ গ্রাম সংরক্ষণ ফোরাম নির্বাহী কমিটি (ভিসিএফ-ইসি) এর সদস্যদের নাম

ক্রমিক নং	নাম	পদবী
১		সভাপতি
২		সদস্য-সচিব
৩		সদস্য
৪		সদস্য
৫		সদস্য
৬		সদস্য
৭		সদস্য
৮		সদস্য
৯		

৬. গ্রামের মোট জনসংখ্যাঃ ....

৭. মোট পরিবারের সংখ্যাঃ ....

৮. সিআইপি তালিকায় অন্তর্ভূক্ত দরিদ্র বন নির্ভরশীল পরিবারের মোট সংখ্যাঃ ....

সংযুক্তি- ৭.৩

উভয় পক্ষের সাধারণ বাধ্যবাধকতা এবং অন্যান্য বাধ্যবাধকতা

১. দ্বিতীয় পক্ষের সাধারণ বাধ্যবাধকতা

১.১ প্রকল্প সম্পর্কিত সকল তথ্যাদি লক্ষ্যভুক্ত বন নির্ভরশীল সুবিধাভোগীদের মধ্যে প্রচার করতে হবে এবং সবার জন্য সহজলভ্য করতে হবে।

১.২ কমিউনিটি উন্নয়ন তহবিলের সমস্ত কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নকালে সংযুক্তি- ৬.৩ এ বর্ণিত সুফল প্রকল্পের অলঙ্ঘনীয় 'কোর ভ্যালু' এর চেকলিস্ট অনুসরণ করতে হবে।

১.৩ সকল সুবিধাভোগী এবং লক্ষ্যভুক্ত দরিদ্রদের সম্পৃক্ত করে পরামর্শমূলক ও অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কমিউনিটি উন্নয়ন তহবিলের আবেদন প্রস্তুত করতে হবে এবং প্রকল্প বাস্তবায়নের সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনা কমিটি (সিএফএমসি)/ গ্রাম সংরক্ষণ ফোরাম নির্বাহী কমিটি (ভিসিএফ-ইসি) এর সভার পূর্বানুমোদন চাইতে হবে যেখানে গ্রামের অন্তত ৬০% অতি দরিদ্র ও দরিদ্র সদস্যগণ উপস্থিত থাকবেন।

১.৪ প্রকল্প সম্পর্কিত সকল আর্থিক লেনদেনের জন্য অর্থ ও হিসাব কমিটির (এফএসি) নামে একটি পৃথক ব্যাংক হিসাব খুলতে হবে এবং এ হিসাব আহ্বায়ক/সদস্য-সচিব এবং কোষাধ্যক্ষ দ্বারা যৌথভাবে পরিচালিত হবে।

১.৫ সামাজিক নিরীক্ষা কমিটি (এসএসি) গঠন করে তাদেরকে প্রকল্প বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ, নিরীক্ষণ ও যাচাই করার ক্ষমতা দিতে হবে। সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনা কমিটি (সিএফএমসি)/ গ্রাম সংরক্ষণ ফোরাম নির্বাহী কমিটি (ভিসিএফ-ইসি) সামাজিক নিরীক্ষা কমিটি (এসএসি) কর্তৃক প্রস্তাবিত যথাযথ সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

১.৬ কমিউনিটি উন্নয়ন তহবিলের প্রতিটি কিস্তি ছাড়ের জন্য আবেদন করার সময় নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা সম্পাদনের বিস্তারিতসহ সামাজিক নিরীক্ষা কমিটি (এসএসি) এর প্রত্যায়ন পত্র সংযুক্ত করতে হবে।

১.৭ বিস্তারিত শর্তাদিসম্বলিত সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হওয়ার পর তহবিল ছাড় করতে হবে।

১.৮ চূড়ান্ত কিস্তির অর্থ ছাড়ের তিন মাসের মধ্যে কমিউনিটি উন্নয়ন তহবিলের চূড়ান্ত প্রাপ্তি ও খরচের হিসাবসহ প্রথম পক্ষের নিকট মাসিক ভিত্তিতে প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত অগ্রগতি প্রতিবেদন এবং আর্থিক লেনদেনের হিসাব দাখিল করতে হবে।

১.৯ আর্থিক লেনদেনের হিসাব বই, অন্যান্য আর্থিক নথিপত্র এবং দ্বিতীয় পক্ষ ও 'কম' এর বর্ণনা অনুযায়ী অন্যান্য সকল কমিটির সভার কার্যবিবরণী বইসহ সকল প্রকার বই ও নথিপত্র সংরক্ষণ করতে হবে।

১.১০ 'কম' ৩য় খণ্ডে বর্ণিত ক্রয় নির্দেশাবলী অনুযায়ী কমিউনিটি উন্নয়ন তহবিলের আওতায় অনুমোদিত উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় সকল পণ্য, দ্রব্যাদি, শ্রমিক, পরিবহন এবং অন্যান্য উপকরণ সংগ্রহ করতে হবে।

১.১১ এ চুক্তির অধীনে সমস্ত কার্যক্রম সম্পন্ন করার সাথে সাথে প্রথম পক্ষের নিকট সমাপনী প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে এবং তা সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনা কমিটি (সিএফএমসি)/ গ্রাম সংরক্ষণ ফোরাম নির্বাহী কমিটি (ভিসিএফ-ইসি) কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে।

২. প্রথম পক্ষের সাধারণ বাধ্যবাধকতা

২.১ প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য কমিউনিটি অপারেশনস ম্যানুয়াল এবং এর বিভিন্ন সংশোধনীগুলো সবার জন্য সহজলভ্য করবে।

২.২ দ্বিতীয় পক্ষ এবং অন্যান্য কমিটিকে তাদের কাজে সহায়তা প্রদান করবে।

২.৩ প্রথম পক্ষ কর্তৃক প্রকল্প বাস্তবায়নের অগ্রগতি পরিবীক্ষণ করা এবং মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শন করে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা ও পরামর্শ দেয়া।

২.৪ দ্বিতীয় পক্ষ ও অন্যান্য কমিটির সদস্যদের উপস্থিতিতে কমিউনিটি উন্নয়ন তহবিলের আবেদন মূল্যায়ন করা, আরও উন্নয়নের জন্য পরামর্শ প্রদান করা এবং সময়মত ছাড়পত্র প্রদান করা।

২.৫ কমিউনিটি উন্নয়ন তহবিলের প্রতিটি কিস্তি ছাড়ের জন্য নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা যাচাই করা। সম্মত পরিশোধের শর্তাবলী এবং পরিষেবার মান অনুযায়ী তহবিল ছাড় করা।

৩. অন্যান্য সাধারণ বাধ্যবাধকতা:

এই চুক্তির অধীনে সকল পরিশোধ যাচাইযোগ্য ভৌত অগ্রগতির নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের সাথে সংযুক্ত পূর্ব নির্ধারিত কিস্তি অনুযায়ী এবং প্রকৃত ব্যয় সাপেক্ষ হবে।

প্রথম পক্ষ কর্তৃক চূড়ান্ত কিস্তির তহবিল ছাড়ের পূর্বে সফলভাবে কার্য সম্পাদনের বিষয় উল্লেখিত সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনা কমিটি (সিএফএমসি)/ গ্রাম সংরক্ষণ ফোরাম নির্বাহী কমিটি (ভিসিএফ-ইসি) এর সভার কার্যবিবরণী প্রদর্শন করবে। প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষের প্রতিনিধিদের সাথে আলোচনা করে এবং তাদের উপস্থিতিতে একটি স্বাধীন দল দ্বারা সম্পাদিত নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা যাচাই কার্যক্রম চালাতে পারবে।

৩.১ প্রথম পক্ষ এই চুক্তির অধীনে কোন কার্যক্রম বন্ধ এবং স্থগিত করতে পারবে যদি এটি নিশ্চিত হয় যে দ্বিতীয় পক্ষ বা এর কোন কমিটি এই চুক্তি অনুযায়ী সন্তোষজনকভাবে তার দায়িত্ব এবং বাধ্যবাধকতাসমূহ পালন করছে না অথবা আর্থিক অনিয়ম, তহবিলের অপব্যবহার, যৌক্তিক কারণ ছাড়া ভৌত অগ্রগতি বিলম্বিত হওয়ায় সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনা কমিটি (সিএফএমসি)/ গ্রাম সংরক্ষণ ফোরাম নির্বাহী কমিটি (ভিসিএফ-ইসি) কর্তৃক প্রথম পক্ষকে অনুরোধ জানানো হয়েছে বা গুরুতর পরিবেশগত কারণ উদ্ভব হয়েছে। কমিউনিটি উন্নয়ন তহবিলের যে কোন অব্যবহৃত অর্থ প্রথম পক্ষকে ফেরত দিতে হবে এবং সুফল প্রকল্পের প্রত্যাহার নীতি শুরু করা হবে।

৩.২ এ চুক্তিটি উভয় পক্ষের পারস্পরিক লিখিত সম্মতির মাধ্যমে সংশোধন বা বাতিল করা যেতে পারে।

৩.৩ এ চুক্তির অধীনে সাধারণভাবে খরচ বৃদ্ধি ব্যতিরেকে কাজের মেয়াদ বৃদ্ধির অনুমতি প্রদান করা যাবে।

৩.৪ এ চুক্তির বিষয়ে উদ্ভূত যে কোনও বিরোধ দুই পক্ষের মধ্যে পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হবে। আলোচনার মাধ্যমে যে সব বিরোধ নিষ্পত্তি করা সম্ভব হবে না সে সব বিরোধসমূহ সংশ্লিষ্ট বন সংরক্ষক বরাবর একক সালিশি নিষ্পত্তির জন্য প্রেরণ করা হবে। এ সালিশের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত এবং উভয় পক্ষের জন্য বাধ্যতামূলক হবে।

৩.৫ এই চুক্তি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের আইন দ্বারা পরিচালিত হবে।

অলঙ্ঘনীয় 'কোর ভ্যালু' (নীতিমালা) এর চেকলিস্ট

১। অন্তর্ভুক্তি

- গ্রামের সকল অসহায় যথা: অক্ষম, নিঃস্ব, বয়স্ক, ক্ষুদ্র জাতিগত সম্প্রদায় ইত্যাদিসহ অতি দরিদ্র ও দরিদ্র বন নির্ভর পরিবারগুলোকে প্রকল্পের সকল কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করা হবে।
- গ্রামের সনাক্তকৃত অতি দরিদ্র ও দরিদ্রদের অন্ততঃ ৫০% প্রকল্পের সহায়তা থেকে সরাসরি উপকৃত হবেন।

২। ন্যায্যতা

- অতি দরিদ্র, দরিদ্র ও ক্ষুদ্র জাতিগত সম্প্রদায়ের সদস্যরা সহযোগিতামূলক বন ব্যাবস্থাপনা কমিটি (সিএফএমসি)/ গ্রাম সংরক্ষণ ফোরাম নির্বাহী কমিটি (ভিসিএফ-ইসি), ভিসিএসসি, এফপিসিসি/সিপিজি, এসএসি এবং বন সংরক্ষণ গ্রামের (এফসিভি)/ গ্রাম সংরক্ষণ ফোরাম (ভিসিএফ) এর অন্যান্য কমিটিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী পদগুলোর অধিকাংশতে নিয়োজিত হয়েছে।

৩। অংশগ্রহণ

- প্রকল্পের সকল কার্যক্রম এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় গ্রামের কমপক্ষে ৬০% অতি দরিদ্র এবং দরিদ্রদের নিয়ে অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হবে ।

৪। স্বচ্ছতা

- সহযোগিতামূলক বন ব্যাবস্থাপনা কমিটি (সিএফএমসি)/ গ্রাম সংরক্ষণ ফোরাম নির্বাহী কমিটি (ভিসিএফ-ইসি) কর্তৃক প্রকল্পের যাবতীয় সিদ্ধান্ত উম্মুক্ত এবং স্বচ্ছ পদ্ধতিতে নেয়া হবে।
- প্রকল্পের সকল তথ্য স্পষ্টভাবে প্রদর্শিত হবে।
- সভার কার্যবিবরণী বইসহ সকল বই ও নথিপত্র সঠিকভাবে সংরক্ষণ করা হবে ও গ্রামবাসীর জন্য উম্মুক্ত করে রাখা হবে।

৫। জবাবদিহিতা

- প্রকল্পের নির্বাচিত সরাসরি সুবিধাভোগীদের কমপক্ষে ৮০% সদস্য সিএফএমসি/ভিসিএফ-ইসি এর মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার সময় সন্তোষজনক মূল্যায়ন পেয়েছেন।

৬। আত্মনির্ভরশীলতা

- কমিউনিটি উন্নয়ন কার্যক্রম পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন এবং অব্যাহত ব্যবস্থাপনা গ্রামবাসীর সামষ্টিক দায়িত্ব।

কমিউনিটি উন্নয়ন তহবিলের খরচ ও অর্থায়নের বিভাজন

ক্রমিক নং	কাজের/বিনিয়োগের বর্ণনা	প্রতি পর্যায়ে সম্ভাব্য খরচ (টাকা)		মোট খরচ (টাকা)
		১ম পর্যায় ....তারিখ থেকে	২য় পর্যায় ....তারিখ থেকে	
I	খরচ			
ক	ভৌত অবকাঠামোগত কাজ			
i	মাটির রাস্তা, বাঁধ কাম রাস্তা নির্মাণ			
ii	গভীর নলকূপ, পিএসএফ, বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি			
iii	এক ও দুই পিটের সৌচাগার			
খ	রক্ষণাবেক্ষণ			
i	গ্রাম্য রাস্তা, খেলার মাঠ, পুকুর খনন			
ii	স্কুল মাঠ ভরাটকরণ এবং রক্ষণাবেক্ষণ			
iii	ক্ষতিগ্রস্থ অবকাঠামো পুনর্নির্মাণ			
II	অর্থায়ন			
i	নিজস্ব তহবিল			
ii	সিডিএফ			
iii	অন্যান্য উৎস			

সংযুক্তি - ৭.৬

জীবিকা উন্নয়ন তহবিলের খরচ ও অর্থায়নের বিভাজন

ক্রমিক নং	কার্যক্রম/বিনিয়োগের বিবরণ	প্রতি পর্যায়ে সম্ভাব্য খরচ (টাকা)		মোট খরচ (টাকা)
		১ম পর্যায় ....তারিখ থেকে	২য় পর্যায় ....তারিখ থেকে	
ক.	জীবিকা উন্নয়ন তহবিলের আওতায় প্রস্তাবিত কার্যক্রম			
i.				
ii.				
iii.				
	মোট:			
খ.	তহবিলের উৎস			
i.	নিজস্ব তহবিল			
ii.	এলডিএফ			
iii.	অন্যান্য উৎস			
	মোট:			

ষষ্ঠ অধ্যায়

অংশগ্রহণমূলক তহবিল মূল্যায়ন

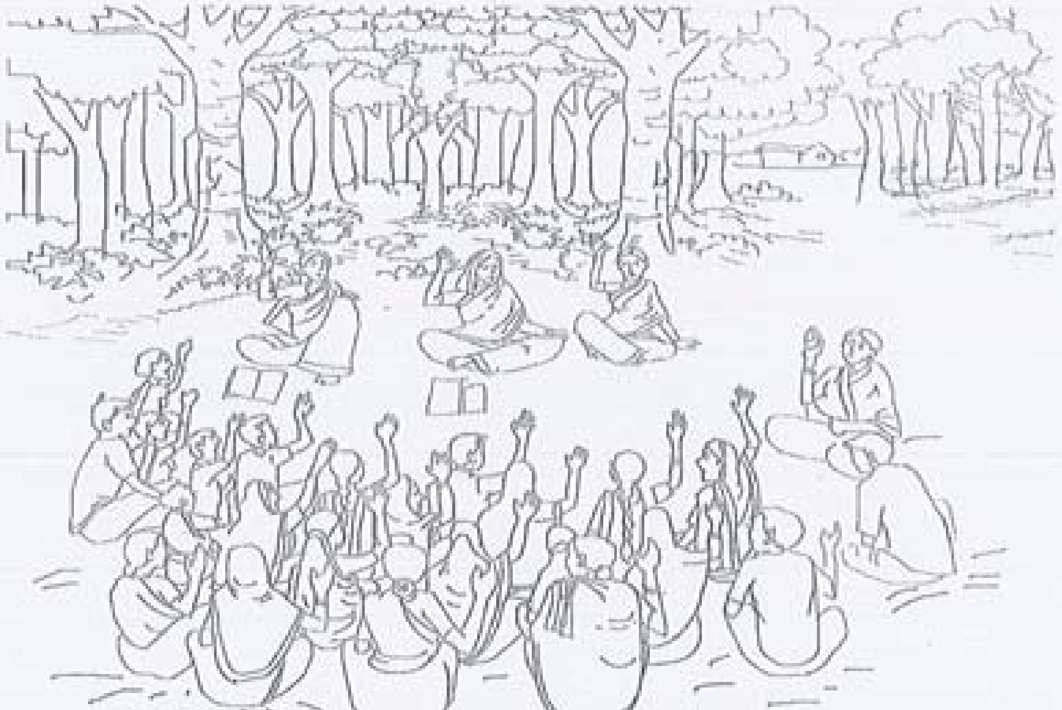

তহবিল মূল্যায়ন নির্দেশিকা

৬.১ তহবিল মূল্যায়ন কি এবং কেন এটি প্রয়োজন?

কমিউনিটির উন্নয়ন, জীবিকা উন্নয়নে সহায়তা এবং কমিউনিটি প্রেট্রোলিং এর জন্য কমিউনিটি সুফল প্রকল্প থেকে তহবিল পাবে এবং তা তহবিল মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণ দল (এফএএমটি) কর্তৃক মূল্যায়ন করা হবে। এফএএমটি সদস্যরা প্রয়োজনীয় নথিপত্র যাচাইয়ের জন্য গ্রামবাসীর সাথে বসবে যার মধ্যে প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন সংক্রান্ত দলিলের বইসমূহ যথা: সভার কার্যবিবরণী, সামাজিক নিরীক্ষা কমিটি (এসএসি) কর্তৃক দাখিলকৃত প্রতিবেদন এবং বাস্তবায়ন পরিকল্পনা অন্তর্ভুক্ত থাকবে। এছাড়া তারা সঞ্চয় ও ব্যাংকের পাশবই, ব্যাংক বিবরণী, ব্যাংকে জমা ও প্রত্যাহার, ঋণ প্রদান ও কিস্তি আদায় এবং অর্থ ও হিসাব কমিটি এবং ঋণ ও সঞ্চয় কমিটি (ভিসিএসসি) কর্তৃক সংরক্ষণকৃত অন্যান্য হিসাব সংক্রান্ত বইগুলো যাচাই করবে।

এফএএমটি-র জিজ্ঞাসার সঠিক জবাব প্রদান এবং সন্তোষজনকভাবে দলিলের বইগুলো ও হিসাব প্রদর্শনের পর যদি মোট ১০০ এর মধ্যে ৭০ নম্বর পায় (প্রতি সূচকের জন্য ১০ এ ৭) তখন এফএএমটি প্রস্তাবটি প্রক্রিয়াকরণের জন্য কস্ট সেন্টার/বিভাগীয় বন কর্মকর্তার দপ্তরে সুপারিশ করবে।

কমিউনিটি যখন তহবিলের পরবর্তী কিস্তি পাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করবে তখন তাদের পুণরায় একই পদ্ধতিতে আবেদন করতে হবে এবং অগ্রগতি সম্পর্কে আলোচনা এবং তহবিলের কিস্তি ছাড়ের জন্য নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা যাচাইয়ের জন্য এফএএমটি সদস্যগণ গ্রামে আসবে এবং কমিউনিটির সাথে মিলিত হবে। যদি বন নির্ভরশীল জনগোষ্ঠী তাদের প্রস্তুতি এবং নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার ভিত্তিতে অর্জন প্রদর্শন করতে পারে তখন এফএএমটি পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য কস্ট সেন্টার/বিভাগীয় বন কর্মকর্তার দপ্তরে সুপারিশ করবে।

৬.২ মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার পদক্ষেপসমূহ

ধাপ ১: তহবিলের জন্য আবেদন প্রস্তুত করা:

- 'কম' এর নির্দেশনা অনুসারে অর্থ ও হিসাব কমিটি কমিউনিটি উন্নয়ন তহবিল এবং ঋণ ও সঞ্চয় কমিটি জীবিকা উন্নয়ন তহবিলের আওতায় তৈরিকৃত প্রস্তাবনা প্রক্রিয়াকরণ করবে। এটি অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়ায় কমিটির অন্যান্য সদস্যদের সাথে সভায় মিলিত হয়ে আলোচনার মাধ্যমে প্রস্তুত করা হবে যাতে সবাই জানতে পারে কিভাবে তহবিলের জন্য অগ্রসর হচ্ছে।
- কমিউনিটি পেশাদার এবং সিএফএমসি/ভিসিএফ-ইসি আবেদন এবং প্রস্তাব প্রস্তুত করতে সাহায্য করবে।
- সিএফএমসি/ভিসিএফ-ইসি গ্রামের অগ্রাধিকার অনুসারে সভায় আলোচনার মাধ্যমে গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমের জন্য এবং জীবিকা উন্নয়নে বিকল্প আয়বর্ধক কাজের জন্য সহায়তার চাহিদার ভিত্তিতে মোট বাজেট বরাদ্দ করবে।

ধাপ ২: সিএফএমসি/ভিসিএফ-ইসি কর্তৃক আবেদন গ্রহণ এবং প্রাক্-মূল্যায়ন:

- সিএফএমসি/ভিসিএফ-ইসি অর্থ ও হিসাব কমিটি/ঋণ ও সঞ্চয় কমিটি কর্তৃক প্রক্রিয়াকৃত প্রস্তাব গ্রহণ করবে এবং প্রস্তাবের কপির উপর তারিখসহ অনুস্বাক্ষর করে প্রাপ্তি স্বীকার করবে।

- এটি পরিষেবার মান গণনার ১ম দিন হিসেবে গণ্য হবে।
- সিএফএমসি/ভিসিএফ-ইসি এর পক্ষ থেকে এসএসি প্রস্তাবনা যাচাই করবে এটি 'কম' নির্দেশনা অনুযায়ী তৈরি করা হয়েছে কি না। যদি যাচাইকালে প্রস্তাবনায় কোনরূপ অসামঞ্জস্যতা পাওয়া যায় তবে সিএফএমসি/ভিসিএফ-ইসি দল (এসএসি) সংশোধনের জন্য তাদের পরামর্শসহ তিন কার্যদিবসের মধ্যে তা এফএসি/ভিসিএসসি এর নিকট ফেরত দিবে।
- যদি যাচাইকালে প্রস্তাবনাটি সঠিক পাওয়া যায়, সিএফএমসি/ভিসিএফ-ইসি দল (এসএসি) তাদের সুপারিশসহ সর্বোচ্চ তিন কার্যদিবসের মধ্যে তা সিএফএমসি/ভিসিএফ-ইসি এর নিকট প্রেরণ করবে।
- সিএফএমসি/ভিসিএফ-ইসি দল (এসএসি) কর্তৃক প্রাক্-যাচাই ও সুপারিশের পর উপ-প্রকল্প প্রস্তাবনা সিএফএমসি/ভিসিএফ-ইসি এর সভায় অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হবে। সিএফএমসি/ভিসিএফ-ইসি সদস্যগণ প্রস্তাবনার অনুমিত খরচসহ সকল দিক এবং কার্যক্রমগুলো সম্পর্কে আলোচনা করবেন এবং গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হলে তা অনুমোদন করবেন এবং সুপারিশসহ স্থানীয় বিভাগীয় বন কর্মকর্তার দপ্তরে প্রেরণ করবে (পরিশিষ্ট- ৬)। ভিসিএফ-ইসি প্রস্তাবনাটি সিএফএমইসি এর মাধ্যমে প্রেরণ করবে।
- সিএফএমসি/সিএমইসি তাদের কপির উপর কস্ট সেন্টার/বিভাগীয় বন কর্মকর্তার দপ্তরের প্রাপ্তি স্বীকার গ্রহণ করবে।
- দুই সেট অর্থায়ন চুক্তি (পরিশিষ্ট- ৭) তৈরি করা হবে- একটি মূল কপি (স্ট্যাম্পের উপর) এবং অন্যটি অনুলিপি কিন্তু প্রকৃত স্বাক্ষরিত, এবং প্রস্তাবনার সাথে সংযুক্ত করা হবে।

ধাপ ৩: কস্ট সেন্টার/বিভাগীয় বন কর্মকর্তার দপ্তরে উপ-প্রকল্প প্রস্তাব গ্রহণ এবং যাচাইকরণ

- বিভাগীয় বন কর্মকর্তার দপ্তরে প্রাপ্ত প্রস্তাব একটি ছকে লিপিবদ্ধ করবে এবং প্রস্তাবের উপর তারিখসহ অনুস্বাক্ষর করা হবে।
- বিভাগীয় বন কর্মকর্তার দপ্তরে ১০০% প্রস্তাব দাপ্তরিকভাবে যাচাই করবে এবং দৈবচয়ন পদ্ধতিতে অন্ততঃ ৯০% প্রস্তাব সংশ্লিষ্ট গ্রামবাসীর সাথে আলোচনা করে পুনযাচাই করবে।
- যাচাইকালে কোন অসামঞ্জস্যতা পাওয়া গেলে বিভাগীয় বন কর্মকর্তার দপ্তর তা সংশ্লিষ্ট সিএফএমসি/ ভিসিএফ-ইসি এর নিকট ফেরত দিবে। কস্ট সেন্টার/ বিভাগীয় বন কর্মকর্তার দপ্তর এ কাজের জন্য সর্বোচ্চ ১০ (দশ) কার্যদিবস সময় পাবে এবং এ সময়ের মধ্যে 'তহবিল মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণ দল' (এফএএমটি) এর নিকট মাঠ যাচাইয়ের জন্য পাঠাবে নতুবা ত্রুটিপূর্ণ প্রস্তাব সিএফএমসি/ ভিসিএফ-ইসি এর নিকট ফেরত দিবে।

ধাপ ৪: 'তহবিল মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণ দল' (এফএএমটি) কর্তৃক প্রস্তাব যাচাইকরণ

- 'তহবিল মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণ দল' (এফএএমটি) কস্ট সেন্টার/ বিভাগীয় বন কর্মকর্তার দপ্তর থেকে প্রস্তাব গ্রহণ করবে।
- 'তহবিল মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণ দল' (এফএএমটি) একটি নির্দিষ্ট ছকে ক্রমিক নম্বর ও তারিখ দিয়ে সকল প্রস্তাব লিপিবদ্ধ করবে।

ধাপ ৫: তহবিল মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণ দল (এফএএমটি) কর্তৃক দাপ্তরিক যাচাই

- তহবিল মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণ দল (এফএএমটি) সকল প্রস্তাবনা দাপ্তরিকভাবে যাচাই করবে এতে কোন অসামঞ্জস্যতা বা তথ্য ঘাটতি আছে কি না।
- ত্রুটিপূর্ণ/অসম্পূর্ণ প্রস্তাবনা এফএসি/ভিসিএসসি এর নিকট প্রয়োজনীয় সংশোধন ও পুনর্দাখিলের জন্য ফেরত দেয়া হবে।

ধাপ ৬: মূল্যায়নের সময়সূচী প্রণয়ন এবং সিএফএমসি/সিএমইসি কে অবহিত করণ

- প্রস্তাবনার ধরণ অনুযায়ী পরিকল্পিত ফরমেটে তহবিল মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণ দল (এফএএমটি) মূল্যায়নের সময়সূচি তৈরি করবে।
- মাঠ পর্যায়ে মূল্যায়নের নির্দিষ্ট তারিখের অন্ততঃ ৫ (পাঁচ) দিন পূর্বে এফএএমটি তা সিএফএমসি/সিএমইসি কে অবহিত করবে।

ধাপ ৭: তহবিল মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণ দল (এফএএমটি) কর্তৃক মাঠ পর্যায়ে মূল্যায়ন

- এফএএমটি তাদের মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শন এবং কমিউনিটির সাথে আলোচনার মাধ্যমে চেকলিস্টের ভিত্তিতে সকল তথ্যাদি ও হিসাবের বই এবং সভার কার্যবিবরণী যাচাই করবে।
- এফএএমটি গ্রামে আসবে এবং কমিটির সদস্যদের সাথে প্রস্তাবনা সম্পর্কে আলোচনা করবে এবং সিএফএমসি/ভিসিএফ-ইসি এর সাথে সভায় মিলিত হবে।
- এফএএমটি অন্য গ্রামের কমিউনিটি প্রফেশনালকে তাদের দলের সদস্য হিসেবে অন্তর্ভূক্ত করতে পারবেন।
- এফএএমটি-র সদস্য যিনি অন্য গ্রামের প্রতিনিধি গ্রামের বিভিন্ন এলাকা এলোমেলোভাবে পরিদর্শন করে পরীক্ষা করে দেখবেন গ্রামের কোন অতি দরিদ্র, দরিদ্র বা অসহায় পরিবার বাদ পড়েছে কি না।
- তারা আরও নিশ্চিত করবে যে গ্রামবাসী প্রকল্পের 'কোর ভ্যালু' অনুসরণ করেন এবং যাচাই করে দেখবেন গ্রামে কোন সমস্যা বা দ্বন্দ্ব আছে কি না।
- নথিপত্র যাচাই বা গ্রামবাসীর সাথে মতবিনিময়কালে কোন অসামঞ্জস্যতা পাওয়া গেলে এফএএমটি পরিদর্শন বইয়ে তাদের সুস্পষ্ট সুপারিশ উল্লেখ করে প্রস্তাবনার আরও মানোন্নয়নের জন্য ঘাটতি ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করে দেবে এবং প্রয়োজনীয় সংশোধনের জন্য প্রস্তাবনাটি ফেরত দিবেন।
- গ্রামবাসী এফএএমটি কর্তৃক প্রদত্ত সুপারিশগুলো বাস্তবায়ন করবে এবং প্রয়োজনীয় সংশোধনের পর প্রস্তাবনাটি পুনঃদাখিল করবেন।
- এফএএমটি গ্রাম ত্যাগের পূর্বে তাদের মূল্যায়নের ফলাফল প্রকাশ করবে।

ধাপ ৮ : বিভাগীয় বন কর্মকর্তার দপ্তরে মূল্যায়ন প্রতিবেদন দাখিল

- এফএএমটি বিভাগীয় বন কর্মকর্তার দপ্তরে নির্ধারিত ছকে মূল্যায়ন প্রতিবেদন দাখিল করবে যার সাথে উক্ত গ্রামের ম্যাট্রিক্স অনুযায়ী মৌলিক উপাত্তের সার-সংক্ষেপ, এফএএমটি-র সকল সদস্যগণ স্বাক্ষরিত মূল্যায়নের সিদ্ধান্তের কার্যবিবরণী এবং কমিউনিটির নিকট প্রদত্ত সুপারিশসমূহ থাকবে।

চিত্র ৩২: এফএএমটি দল কর্তৃক তহবিল প্রস্তাব মূল্যায়ন

ধাপ ৯: বন অধিদপ্তর এবং সিএফএমসি/ভিসিএফ-ইসি এর সাথে অর্থায়ন চুক্তি স্বাক্ষর

- যাচাই প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর বিভাগীয় বন কর্মকর্তার দপ্তর একজন সহকারী বন সংরক্ষক/রেঞ্জ কর্মকর্তাকে এফএএমটি কর্তৃক দাখিলকৃত কাগজপত্র পরীক্ষা করার জন্য দায়িত্ব প্রদান করবে এবং পরীক্ষাকালে সকল কাগজপত্র সঠিক পাওয়া গেলে বিভাগীয় বন কর্মকর্তার দপ্তর কর্তৃক অর্থের পরিমাণ উল্লেখ পূর্বক সংশ্লিষ্ট সিএফএমসি/সিএমইসি বরাবরে তহবিল মঞ্জুরীপত্র জারী করা হবে এবং প্রকল্প পরিচালক, সিএমসি/ভিসিএফ-ইসিসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুলিপি প্রদানের মাধ্যমে অবহিত করা হবে।

- তহবিল মঞ্জুরীপত্র পাওয়ার পর ১ম পক্ষ হিসেবে বিভাগীয় বন কর্মকর্তার প্রতিনিধি (রেঞ্জ কর্মকর্তা বা তদূর্ধ) এবং ২য় পক্ষ হিসেবে সিএফএমসি/সিএমইসি এর সাথে ইতোপূর্বে প্রস্তুতকৃত অর্থায়ন চুক্তির ছকে চুক্তি স্বাক্ষরিত হবে।

- অর্থায়ন চুক্তির স্ট্যাম্প কপি বিভাগীয় বন কর্মকর্তার দপ্তরের হেফাজতে রাখা হবে এবং প্রকৃত স্বাক্ষরিত অনুলিপি সিএফএমসি/সিএমইসি-র নিকট প্রেরণ করা হবে।

ধাপ ১০: তহবিল মঞ্জুরী ও ছাড়করণ

- বিভাগীয় বন কর্মকর্তার প্রতিনিধি ও সিএফএমসি/সিএমইসি-র সাথে অর্থায়ন চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর যথাশীঘ্র সম্ভব বিভাগীয় বন কর্মকর্তার দপ্তর মঞ্জুরীকৃত অর্থের ১ম কিস্তি (৬০%) ছাড় করবে।

- ছাড়কৃত অর্থ সরাসরি সিএফএমসি/সিএমইসি-র ব্যাংক হিসাবে টেলিগ্রাফিক্যালি বা পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফটের মাধ্যমে স্থানান্তর করা হবে। সিএমইসি প্রাপ্ত অর্থ ভিসিএফ-ইসি এর ব্যাংক হিসাবে স্থানান্তর করবে।

- এফএএমটি-র নিকট থেকে যাচাই প্রতিবেদন প্রাপ্তির ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে ব্যাংক হিসাবে অর্থ স্থানান্তর সম্পন্ন করতে হবে।

- সিএফএমসি/ভিসিএফ-ইসি তহবিল প্রাপ্তির পর অনতিবিলম্বে একটি সভা আহ্বান করবে এবং গ্রামবাসীকে তহবিলের পরিমাণ এবং 'কম' অনুযায়ী ভবিষ্যত কর্মপরিকল্পনা জানাবে।

ধাপ ১১: পরবর্তী কিস্তির অর্থ ছাড়ের জন্য সামাজিক নিরীক্ষা কমিটি (এসএসি) কর্তৃক প্রত্যায়িত দরখাস্ত গ্রহণ

- প্রাপ্ত ১ম কিস্তির অর্থের ৭৫% ব্যবহৃত হওয়ার পর সংশ্লিষ্ট উপ-প্রকল্প কমিটি ২য় কিস্তির অর্থ ছাড়ের জন্য আবেদন দাখিল করবে যা সামাজিক নিরীক্ষা কমিটি (এসএসি) কর্তৃক প্রত্যায়িত হতে হবে।

- ১ম কিস্তির মত এ আবেদনটিও সিএফএমসি/সিএমইসি-র মাধ্যমে এফএএমটি-র নিকট যাচাইয়ের জন্য প্রেরণ করা হবে।

ধাপ ১২: তহবিল মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণ দল (এফএএমটি) কর্তৃক লক্ষ্যমাত্রা যাচাইকরণ

- এফএএমটি নথিপত্র পরীক্ষা এবং সশরীরে কাজের অগ্রগতি যাচাই ও মূল্যায়নের জন্য পুনরায় গ্রামে আসবে এবং পরবর্তী কিস্তি ছাড়ের জন্য নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা (সারণী ৯ ও ১০) অর্জিত হয়েছে কি না তা দেখবে।

ধাপ ১৩: পরবর্তী কিস্তি ছাড়

- যদি এফএএমটি এ মর্মে সম্মত হয় যে পরবর্তী কিস্তির তহবিল ছাড়ের জন্য নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে তখন তারা পরবর্তী কিস্তির তহবিল ছাড়ের জন্য সংশ্লিষ্ট কস্ট সেন্টার/বিভাগীয় বন কর্মকর্তার দপ্তরে সুপারিশ পেশ করবে।

৬.৩ মূল্যায়নের প্রধান নিয়মাবলী

- এফএএমটি কর্তৃক মূল্যায়নের নির্ধারিত তারিখ এবং সময় সম্পর্কে সিএফএমসি/সিএমইসিকে পাঁচ দিন আগে জানাতে হবে।
- একটি বন্ধুত্বপূর্ণ এবং আন্তরিক পরিবেশে সভার মাধ্যমে মূল্যায়ন সম্পন্ন হবে এবং সকল কমিটির সদস্যগণ সেখানে উপস্থিত থাকবেন।
- সংশ্লিষ্ট কমিটি এফএএমটি কর্তৃক জিজ্ঞাসিত সব প্রশ্নের উত্তর দিবে।
- অর্জন যাচাই করতে এফএএমটি একটি চেকলিস্ট ব্যবহার করবে এবং প্রতিটি প্রশ্নের জন্য নম্বর দিবে।
- যদি কোন প্রশ্নের জন্য ১০ এর মধ্যে ৭ এবং মোট ১০০ নম্বরের মধ্যে কমপক্ষে ৭০ নম্বর না পায় তবে তহবিলের কিস্তি পাওয়ার অযোগ্য বিবেচিত হবে।
- যদি কমিউনিটি যোগ্যতা অর্জন করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয় তাহলে পরিদর্শন বইয়ে এফএএমটি কর্তৃক প্রদত্ত সুপারিশ ও পরামর্শগুলো বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রস্তাবটির মানোন্নয়নের চেষ্টা করবে।
- এফএএমটি নির্দিষ্ট সুপারিশ সহকারে মূল্যায়নের ফলাফল দাখিল করবে।

৬.৪ এফএএমটি এর গঠন ও ভূমিকা

প্রতিটি তহবিল মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণ দল (এফএএমটি) দল নেতা ও মূল্যায়নকারীদের নিয়ে গঠিত হবে। সিএফএমসি/ভিসিএফ-ইসি এর যে সকল সভায় অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিতে কমিউনিটির সাথে তহবিলের প্রস্তাবনাগুলো নিয়ে আলোচনা করা হয় সে সব সভায় দল নেতা মডারেটরের দায়িত্ব পালন করবেন। মূল্যায়নকারীগন সংশ্লিষ্ট হিসাবের বই/নথিপত্র পরীক্ষা করবেন এবং কোন অনিয়ম/ঘাটতি খুঁজে পাওয়া গেলে সংশোধন করার জন্য কমিউনিটিকে পরামর্শ দেবেন। সাধারণতঃ প্রকল্প পরিচালক/বন সংরক্ষক/বিভাগীয় বন কর্মকর্তা মূল্যায়ন দলের সদস্যদের নির্বাচন করবেন।

৬.৪.১ কমিউনিটি মূল্যায়নকারী

কমিউনিটি প্রফেশনালগণকে (সিপি) তহবিল মূল্যায়ন দলের সদস্য হিসেবে অন্তর্ভূক্ত করা যেতে পারে কারণ তাদের বন নির্ভর জনগোষ্ঠী সম্পর্কে আরও ভাল ধারণা রয়েছে। তারা সহজেই তাদের কথোপকথনের মাধ্যমে কমিউনিটির অন্যান্য সদস্যদের সাথে সহজে মতবিনিময় করতে পারে, বিভিন্ন বিষয় এবং তাদের সম্ভাব্য সমাধান নিয়ে আলোচনা করতে পারে। এটি এফএএমটি-কে অনেক উপায়ে সাহায্য করে বিশেষ করে গ্রামে কমিউনিটি প্রফেশনালগণের পরিদর্শনকালে গ্রামের প্রকৃত চিত্র বের করে আনা যায় এবং বিধি ও নির্দেশিকা অনুসারে প্রকল্প বাস্তবায়নে কমিউনিটি সদস্যদের মধ্যে লুকানো কোন দ্বন্দ্ব আছে কি না তা এফএএমটি-কে বুঝতে সাহায্য করে।

চিত্র ৩৩: কমিউনিটি মূল্যায়ন প্রক্রিয়া

৬.৪.২ মূল্যায়নের জন্য সক্ষমতা তৈরি

এনজিও সহায়তাকারীগণ এবং রেঞ্জ কর্মকর্তা/বিট কর্মকর্তা ও কমিউনিটি প্রফেশনালগণ এফএএমটি সদস্যদের প্রশিক্ষণ দেবেন। এনজিও কর্মীগণ এ প্রশিক্ষণে সহায়তা করবেন।

৬.৫ তহবিলের কিস্তির জন্য নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা প্রত্যায়ন

মূল্যায়ন একটি চেকলিস্টের ভিত্তিতে পরিচালিত হবে যেখানে ১০ টি প্রধান বিষয় বিচার করা হবে এবং নম্বর প্রদান করা হবে। তহবিলের পরবর্তী কিস্তি নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রাগুলো অর্জনের ভিত্তিতে অবমুক্ত করা হবে যা পরীক্ষা করার জন্য মূল্যায়ন দল আবার গ্রামে যাবে। সব অর্জন পূরণ হলে এফএএমটি তহবিলের প্রত্যাশিত কিস্তি ছাড়ের সুপারিশ করবে।

৬.৬ পরিষেবার মান

সিএফএমসি/সিএমইসি কর্তৃক বিভাগীয় বন কর্মকর্তার দপ্তরে প্রস্তাব জমা দেওয়ার পর যদি প্রস্তাবটি তহবিলের জন্য যোগ্য বিবেচিত হয় তবে ৪০ (চল্লিশ) কার্যদিবসের মধ্যে তারা কমিউনিটি উন্নয়ন তহবিলের প্রথম কিস্তি প্রাপ্ত হবে।